আশার আলো

শ্রীশম্ভুনাথ নন্দী, ডি, পি, এচ্।

———:*:———

প্রাপ্তিস্থান

১। শ্রীসুশীল কুমার নন্দী, সদর বাজার, বারাকপুর।

২। এচ্, চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ৮৮নং হ্যারিসন রোড।

৩। শ্রীগোপীনাথ দত্ত, ৫৭নং অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা

মূল্য এক টাকা। বাঁধাই এক টাকা চারি আনা।

আশার আলো

চরিত্র-পরিচয়।

পুরুষগণ।

নৃপেন্দ্র	...	...	শিক্ষিত দেশসেবক
হরিহর	...	...	ধনাঢ্য গ্রামবাসী
যোগেশ	...	...	পল্লী যুবক
সরোজ	...	...	গ্রাম্য চিকিৎসক
প্রেমচাঁদ	...	...	ভণ্ড ব্রাহ্মণ
নরেশচন্দ্র	...	...	সরকারী ডাক্তার
মাধব চট্টোপাধ্যায়	...	...	জমিদার
ভুলুবাবু	...	...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র
ধীরেন্দ্রনাথ	...	...	উকীল
হারাধন, রাধানাথ	...	...	গ্রামবাসী
গুয়ে	...	...	হারাধনের পুত্র

বাবাজী, প্রজাগণ, নিধেচাকর, স্বেচ্ছাসেবকগণ, যুবকগণ, নায়েব, মাণিক, পণ্ডিত, ছাত্রগণ, মাঝি, সন্ন্যাসীগণ, যাত্রীগণ, পথিক, ন্যায়রত্ন ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

সরলা	...	...	বিধবা মহিলা
রাণীর মা	...	...	সধবা ভদ্রমহিলা
প্রভা	...	...	নৃপেন্দ্রের স্ত্রী
তরঙ্গিণী	...	...	হারাধনের ভ[illegible]

সরলার মাতা, রাধীপাগলী, পিসী, দাই ইত্যাদি।

চিহ্নস্বরূপ প্রদত্ত হইল।

....

উৎসর্গ।

ইহজগতের প্রত্যক্ষ দেবতা জনকজননীর শ্রীচরণকমলে

'আশার আলো'

আমার ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ উৎসৃষ্ট হইল।

বারাকপুর।
রাসপূর্ণিমা, ১৩৩৯ সাল। } শম্ভুনাথ।

পরিচয়।

'আশার আলো' নাটকখানির একটা পরিচয় লিখে দেবার জন্য আমি আহুত হয়েছি। যদি এখানি এখনকার দেশচলতি নাটকের মত হোতো, তা'হলে এ পরিচয় লেখাটা আমি অনধিকার চর্চ্চা ব'লে মনে করতাম; কিন্তু এ নাটকখানি মামুলি ধরণের নয়; এতে আছে আমাদের জীবন মরণের সমস্যা। রোগে, শোকে, অভাবের আর্ত্তনাদে আমাদের দেশ পূর্ণ—মফস্বলের গ্রামগুলি ত একেবারে উচ্ছন্ন যেতে বসেছে। এই দুর্দ্দিনে সেবাপরায়ণা, নিষ্ঠাবতী 'সরলা'কে নিয়ে ডাক্তার শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ নন্দী মহাশয় রোগীর পরিচর্য্যার জন্য, কুসংস্কার দূর করবার জন্য অগ্রসর হয়েছেন এবং সেই জন্যই নাটকখানির নাম 'আশার আলো' দিয়েছেন। সত্য সত্যই আশার আলো দেখা দিয়েছে, সত্য সত্যই দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা যুবকগণ প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের পথ দেখাবার জন্য এই 'আশার আলো'র মত পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে। সেবাধর্ম্মের অতুলনীয় মাহাত্ম্য প্রচার শ্রীযুক্ত নন্দী মহাশয়ের উদ্দেশ্য। ভগবানের নিকট তাঁহার এই পবিত্র উদ্দেশ্যের সিদ্ধি কামনা করি। নাটকখানির ভাষা সরস ও সুন্দর এবং বিষয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী।

এই নাটকখানির বহুল প্রচার হ'লে দেশের কল্যাণ সাধিত হবে। গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে এই নাটকখানির অভিনয় হ'লে পবিত্র উদ্দেশ্যের সাফল্য সুনিশ্চিত।

শ্রীজলধর সেন।

Opinion of Dr. Dinesh Chandra Sen, D. Litt.,

Late Prof. of Bengali Literature, Calcutta University.

I have read with pleasure and profit Dr. S. N. Nandi's small drama entitled Áshar Álo (Light of Hope). The writer has studied with warm sympathy the various problems connected with sanitation, health, education, orthodoxy and superstition of Bengal villages. He has hit at the root cause of all our social evils—ignorance and illiteracy and laid out a programme of work for their remedy, which should meet with the approval of every patriot. * * * *

* * * * *

The style is lucid, clear and occasionally inspiring. The subject is written in an interesting way. I have read the book from the beginning to the end at one sitting.

The author has touched all points about the existing evils of our villages, except one, that is in no way less important than others *viz.*, the poverty problem, which threatens to ruin the village folk at this hour of our general economic distress.

A book like this ought to be, in my opinion, in the hands of every villager. Even those who are unacquainted with letters, should do well to listen to a reading of the book by a literate friend or neighbour, for the mass of

ignorance and stupidity, that has brought on our social inertia, arousing a spirit of opposition to all rational efforts at reform, must be removed before any good and useful work is initiated. I therefore suggest that copies of this book, so highly useful for the welfare of our villages, should be purchased by the District Boards and Municipalites and distributed free amongst selected villagers. This may be held as a part of the propaganda work that has been set on foot in some parts of the country for reconstruction of our villages. This will undoubtedly make the path of the workers smooth.

* * * * *

BEHALA, *28th Dec. 1932.*

Dinesh Chandra Sen,
D. LITT.
(Rai Bahadur.)

শ্রীশম্ভুনাথ নন্দী ডি, পি, এচ প্রণীত 'আশার আলো' নাটকটী পড়িয়া পরমপ্রীতিলাভ করিলাম। * * লেখকের ভাষার উপর যথেষ্ট অধিকার আছে; বক্তব্য বিষয়টী পরিস্ফুট করিয়া তোলার ক্ষমতাও প্রশংসনীয়। মোটের উপর নাটকটী উপভোগ্য হইয়াছে। মূল চরিত্রগুলি ভালই ফুটিয়াছে। * * * নাটকের মধ্যে যে সমস্ত সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে উপযোগিতা ও ভাষানৈপুণ্যের দিক দিয়া সেগুলিও বেশ সুন্দর। * * * পুরাতন পৌরাণিক নাটক অপেক্ষা যে সমস্ত নাটকে ভবিষ্যতের পথ নির্দ্দেশের চেষ্টা আছে, তাহারা যে অধিকতর সময়োপযোগী তাহা নিঃসন্দেহ। এই নাটকটীর বহুল প্রচার হইলে এবং ইহার অন্তর্নিহিত উপদেশগুলি আমাদের অস্থিমজ্জাগত হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন হইবে।

শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ; পি-এচ, ডি।
ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক—প্রেসিডেন্সী কলেজ।

Opinion of MR. J. N. GUPTA, C. I. E., I. C. S. (Retd.)

As for many years past I have been keenly interested in the pivotal problem of reconstruction and resuscitation of villages and village life, I welcome the small social drama "Ashar Alo" by Dr. S. N. Nandi. Propaganda in this most important sphere of our national life is a crying need and I am sure the perusal of this little book will inspire our young men and villagers, who have some education, to fresh efforts in improving the lot of the mass of our countrymen, and by stamping out superstition and other causes of inertia, improve the tone and outlook of our village life. This play should be particularly suitable for being staged for the benefit of the masses. * * The author should receive encouragement not only from Self-governing Local Institutions, but from the stage, theatre-going public and all lovers of Bengali literature.

Opinion of MR. S. K. GHOSE, M. A., B. L.
Bengal Civil Service (Judicial) of Diamond Harbour.

* * * It is a delightful reading from beginning to end. * * * I think it has good possibilities of success on the stage as well. I enjoyed very much the occasional notes of refined humour that have been struck here and there in it. * * * The character of Sarala is sublime and its delineation is superb. The ideal Zemindar's son Bhulu Babu is a rare thing in the present times and will, I believe, be an eye-opener to those in his position. * * * The book is worth its own weight in gold and every word said by Dr. Sen in appreciation of it is true, and not an exaggeration, as appreciations very often are.

Opinion of Dr. B. B. Brahmachari D. P. H.

আপনার "আশার আলো" খানি পড়িলাম,—আত্মোপান্ত—একবার নহে, কয়েকবার। ওলাউঠা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা ও উপদংশ, যে কয়টী সংক্রামক রোগে আমাদিগের দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে, সবগুলিরই প্রতিষেধের, তথা যে সকল সামাজিক দুর্নীতি ও কুসংস্কার সর্ব্বথা এদেশের উন্নতির পথ রোধ করিয়া আছে, সেই সকলের নিরাকরণের উপায়গুলিকে যেমন বিশদভাবে, তেমনি মর্ম্মস্পর্শী করিয়া অনুস্যূত করত এমত

চমৎকার নাট্য-কাব্যে পরিণত করিয়া যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই সাধারণের উপলব্ধি হইবে। এরূপ বিষয়ের নাটককে যথার্থ সরস নাট্যকাব্য করা সহজ নহে; কিন্তু আপনার এই পুস্তক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইলে নিশ্চয়ই বহু দর্শক আকৃষ্ট হইবে, রোগতত্ত্ব শিখিবে, অথচ মোহিত হইবে, ক্লান্তি বোধ করিবে না। চরিত্রগুলি কেহই কাল্পনিক নহে, নাটকেও উঁহাদিগকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। আপনার সরলা, নৃপেনদা, ভুলুবাবু—অনেককেই মুগ্ধ করিবে। সরলার মা ও তরি, অনেক সরলার মার ও তরির চক্ষু ফুটাইবে। ধীরেন ও প্রেমচাঁদ, অনেক ধীরেন ও প্রেমচাঁদকে আত্মপরিচয় করাইয়া দিবে। নরেশের কথা না হয় কিছু নাই বলিলাম। "আশার আলো"তে বেশ দেখা যাইতেছে আপনার সরলারা আর অপদার্থ নরনারীরচিত অপবাদে কাতর হইয়া তীর্থ অন্বেষণ করিবে না, সংসারকেই পরমপিতার দ্বারা নিরূপিত শ্রেষ্ঠ তীর্থ জানিয়া, সত্যে অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে থাকিবে। সাহিত্য হিসাবেও পুস্তকখানি স্থানে স্থানে চমৎকার হইয়াছে।

শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী, ডি, পি, এচ।

ডিরেক্টর, বেঙ্গল পাবলিক হেল্‌থ লেবরেটরী, কলিকাতা।

Opinion of Mr. S. C. Roy, M. A., Late Professor, Calcutta University.

* * 'It attempts to expose to public light many of the ills of our social life and seeks to provide remedies * * I feel that if it is performed on the Stage it will produce a wholesome and educative influence on the audience.

Opinion of Rai Bahadur R. N. Bose, M. A., Principal, Edward College, Pabna.

"I have read with great interest Dr. S. N. Nandi's drama entitled 'Ashar Alo' (the Dawn of Hope). * * The interest of the book is heightened by the fact that it dwells on some of the burning social problems of the day. I congratulate Dr. Nandi on his achievement and wish his work all the success it deserves.

আশার আলো

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সরলার বাটীর প্রাঙ্গণ—সময়—প্রাতঃকাল।

ফুলের সাজি হস্তে সরলার প্রবেশ।

স-মা— সরি, সেই যে সকাল বেলা স্নান করতে গিয়েছিলি—আর এতটা বেলা হ'ল, এখন বুঝি ফেরবার কথা মনে হল? বাড়ীতে বাছা ঠাকুর দেবতা—কাজ কর্ম্ম, এসব করে কে?

সরলা— একটু দেরী হয়ে গেছে মা। পথে যেতে যেতে শুনলুম, আমাদের হরিধোবার বাড়ী বড় কান্নাকাটী হচ্ছে। গিয়ে শুনি তার মেজ মেয়েটী বিধবা হয়েছে—খবর এসেছে। একে তো ওদের ঐ অবস্থা। তার ওপর আবার মেয়েটা ছেলেপুলে নিয়ে জুটলো। কি খাইয়ে যে সব মানুষ করবে। তার বাড়ীতেও সব অসুখ বিসুখ; বুঝিয়ে সুজিয়ে একটু ঠাণ্ডা করে তবে এলুম। চার গণ্ডা পয়সা ঠাকুরদের দোব বলে আঁচলে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলুম, তাই দিয়ে তাদের একটু পত্তির ব্যবস্থা করে দিয়ে এলুম। রান্না খাওয়া আজ হবে কিনা কে জানে।

স-মা— পোড়া কপাল আর কি ! পয়সার সদ্ব্যবহার করেছ ! কোথায় গেলে ঠাকুরদের দিতে পয়সা, তা নয় দিয়ে এলে ধোবাকে বিলিয়ে। তোমার যখন এরকম হ'ল, তখন ক'জন দরদ্ দেখাতে এসেছিল বাছা ?

সরলা— তা' মা তুমিও যদি দেখতে, তোমারও বুক ফেটে যেত। গরীব দুঃখীকে পয়সা দিলে, সে পয়সা শেষে ভগবানের কাছেই পৌঁছুবে। আহা, এ দুনিয়ায় গরীবকে দেখবার কেউ নেই। গরীব যদি গরীবকে না দেখবে, কে দেখবে বল ?

স-মা— তা বেশ করেছ। লোকে মনে করবে, তুমি শ্বশুর বাড়ী থেকে টাকার জাহাজই এনেছ, কি জমিদারীই একটা এনেছ ; একে বারে দান ছত্তর খুলে দিয়েছ ! আমি বাছা নেহাৎ ছাপোষা মানুষ ; অত পয়সাতো আর আমার নেই। একটু বুঝে সুজে খরচ করো। আর ও ফুলগুলোই বা এনেছ কেন ? শতেক জাতের বাড়ী ঘাঁটাঘাঁটি করে, সেই হাতেই ফুল এনেছ। ওতে কি আর ঠাকুর পুজো হ'বে ? ওগুলো ফেলে দাও, আমি যা হয় তুলে নিচ্ছি।

সরলা— কেন মা, আমি তো তারপর স্নান করে, কাচা কাপড়ে ফুল এনেছি। এতে ও শুদ্ধ হয় নি ? তোমার যদি না চলে মা আমার এইতেই চলবে।

(সরলার ঘরে প্রবেশ)

(রাণীর মার প্রবেশ—)

রা-মা— কই গো সরলার মা—কি হচ্ছে সব। সরলা কোথায় ?

স-মা— এই যে একপ্রহর কাটিয়ে বাড়ী ফিরলেন। কোথায় কার কি হল, ওঁর আর না গেলে চলে না। জাত নেই বেজাত

নেই—সব একচ্ছত্র করা। খালি অনাচার। এই সকাল বেলা ধোবার বাড়ী যাবার কি দরকার বাবু!

রা-মা— তা ভাই, তোমার মেয়ে তো আর অন্যায় কিছু করে নি। ও এসব তোমার আমার চেয়ে একটু বেশী বোঝে, আর ওর প্রাণে ভগবান মায়াটাও দিয়েছেন কিনা, তাই লোকের উপকার করতেই চায়। এসব না করে, বুঝি বাড়ী বাড়ী লোকের কুৎসা করে, কোঁদল বাধিয়ে বেড়ালেই ভাল হত? এতে আর অনাচারটাই বা কি দেখলে? ও নিজের পরকালের কাজই করছে। আমরা যেমন নিজেরটি নিয়েই ব্যস্ত, ভগবান সব কেড়ে নিয়ে ওর ছুটি করেছেন।

স-মা— ওর মাথা করছে। জামাইও ছিলেন ঐ তন্তরের। ওই ঢো ঢো করে—জাত নেই বেজাত নেই, কোথায় কার কি হ'ল, অমনি ছুট্‌লেন। যা কিছু ছিল, সব তো ঐ করেই ওড়ালেন। ওই করে করেই শেষে মারাও গেলেন। আর কিছু দিয়ে যেতে পারলেন না, শুধু ঐ বাতাসটী দিয়ে গেছেন ঝেড়ে পুড়ে।

রা-মা— তোমার ভাই বড় ছুঁই ছুঁই বাই বেশী। ও সব গরীব দুঃখী লোক—ওরা কি আর মানুষ নয়, যে ছুঁলেই জাত যাবে। জাতটা কি এতই পল্‌কা? আজকালকার দিনে কি আর অত করলে চলে? আমারও তো বয়স ঢের হ'য়েছে, আর আমরাও তো পণ্ডিতের গুষ্ঠী। আমাদেরও তো অতসব বিচার নেই। সরলা একবার শোন তো মা। (সরলার প্রবেশ)

সরলা— কেন জ্যাঠাই মা ?

রা-মা— একবার আমাদের বাড়ী যাসতো বাছা। রাণীর শরীরটা কেমন করছে বলছিল। তোকে খুঁজছিল, তুই গেলে একটু ভরসা পাবে। এখন মা ষষ্ঠীর কৃপায় দুটো দুঠেয়ে হ'লে বাঁচি।

সরলা— তুমি যাও জ্যাঠাই মা, আমি সুবিধা করে যাব'খন।

(রাণীর মার প্রস্থান)

স-মা— যাও, ঝিগিরি করে এলে এক বেলা, এইবার যাও দাইগিরি করতে,—জাত জন্ম আর রাখলেনা দেখছি।

সরলা— এতে আর জাত যাবে কিসে মা ? আমি তো আর নাড়ী কাটতে যাচ্ছি না। আর তা কাটলেই বা কি দোষ হয় ? এই সব ভাল ভাল ঘরের ছেলে যে মরা, আঁতুর, সব করছে, তাদের হাতের জল তো সবাই খায় মা।

স-মা— তারা বেটা ছেলে। পয়সা খরচ করে ডাক্তারি শিখেছে। কত পোয়াতীর প্রাণ রক্ষা করছে। তাদের কথা আলাদা। তুমি মেয়ে মানুষ; তুমি জানই বা কি, আর করবেই বা কি ?

সরলা— আচ্ছা মা, এই প্রসব করাতে কথায় কথায় বেটা ছেলে ডাক্তার ডাকতে হয়, এতে কতটা বে-আবরু হয় বল দেখি ? আমরা যদি নিজেরা কতক কতক শিখি, তা হলে তো অনেকটা রক্ষে হয়। আর ওসব শিখতে তো কোন দোষ নেই। তবে নেহাৎ যেখানে প্রাণের দায় সেখানে ডাক্তার অবশ্য ডাকতেই হবে।

স-মা— তাই কর এবার। তা হলেই ষোল কলা পূর্ণ হয়। পরের আবরু পরে দেখ্‌বে, নিজের আবরুটা ভাল করে রাখ দেখি।

(সরলার গৃহে প্রবেশ)

নৃপেন— (নেপথ্যে) কাকিমা, কোথায় গো।

(নৃপেনের প্রবেশ)

স-মা— এই যে নৃপেন, কবে এলে বাবা ? ভাল আছ তো ?

নৃপেন— হাঁ কাকিমা ভাল আছি। এই মাত্র আসছি। সরলা কোথায়? একবার ডেকে দিন না।

স-মা— সরলা,তোর নৃপেনদা কি বলে শোন। আমি পূজোর যোগাড়টা করি।

(মার ঘরে প্রস্থান ও সরলার প্রবেশ)

সরলা— কি নৃপেন দা?

নৃপেন— এই এলুম দিদি তোমার কাছেই। একটা কাজ করতে পারবে? শুনেছ তো পাড়ায় একটী ছোকরার কলেরা হয়েছে। আমাদের এই খাবার জলের পুকুরটা না আগলালে কখন কি করে বসবে।

সরলা— বেশ তো। এ আর বেশী কথা কি? ঐ তো আমাদের পাশেই বই তো নয়। ঘাটে মেয়েরাই তো জল নিতে, স্নান করতে আসে বেশী। আমি স্নান করতে বারণ করে দেব'খন।

নৃপেন— যা হোক্ নিশ্চিন্ত হলুম্! বড় ভাবনা হয়ে ছিল। সব সাবধান করে দিও যেন কোন কাপড় গামছা পর্য্যন্ত কেউ না কাচে। আমি একটা কাগজে লিখে মেরে দেব'খন। শুনলুম ওপাড়ায় বড় কলেরা হচ্ছে, যাই একবার সেখানে।

সরলা— আচ্ছা যাও তুমি। আমি পূজোটা সেরে নিয়েই যাব।

(সরলার গৃহে প্রবেশ, নৃপেনের প্রস্থান ও প্রেমচাঁদের প্রবেশ)

প্রেম— কই গো—কেমন আছ বউমা?

(সরলার মাতার প্রবেশ)

হাঁ—ওবাড়ীর নৃপেন বড় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল না? কি কাজে এসেছিল?

স-মা— সরলার সঙ্গে কি দরকার ছিল, বলে গেল। আমি অত কাণ দিই নি বাবু।

প্রেম— তা ভাল, তা ভাল। সব ভাল আছো তো ?

স-মা— ভাল আর কই! ভগবান যে শাস্তি দিলেন। মনে তো আর সুখ নেই।

প্রেম— ভগবান সব সুখ কি আর দেন, কি করবে বল। সইতেই হবে। হরি হে, তুমিই সত্য, নারায়ণ! হাঁ, তোমার জামাইয়ের আর কেউ ছিল না শুনেছি। তার বিষয় আশয় যা কিছু তোমার মেয়েই তো পেয়েছে। তবু মন্দের ভাল। হরি হে।

স-মা— বিষয় তো ন'শো পঞ্চাশ। কোন রকমে পেট চালানই দায়।

প্রেম— তা হবে, তা হবে। তবে শুনেছিনু কিনা। তা থাক্‌লেই ভাল। হরি হে। কই নাতনীকে তো দেখছি না? আমায় পৈতে দেবে বলেছিল। বেশ পৈতে কাটে।

স-মা— কেজানে কোথায় আছে—আপনি এখন আসুন। পরে তৈরি করে দেবো।

প্রেম— দেব দেবই তো কর—কতদিনে যে তোমার সময় হবে।

(বলিতে বলিতে প্রস্থান)

(গান গাহিতে গাহিতে রাধী পাগলীর প্রবেশ)

জীবন আমার বিফল হল,
ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার।
ভেঙ্গে গেছে মোর সুখের স্বপন,
কাঁদন ভরা যাত্রা সার।
কত যে সয়েছি, আরও কত সব,
সহিতেই ওগো জনম এবার।
ব্যথার ব্যথীর দেখা পাব যবে,
জানাব প্রাণের বেদনা ভার।

রাধী— সরলা দিদি কোথায় গো ?

সরলা— (নেপথ্যে)—কেও রাধু ? বোস্ বোস্ যাচ্ছি।

(সরলার প্রবেশ)

অনেক দিন তোকে দেখিনি যে—কোথায় ছিলি এতদিন ?

রাধী— এইখানেই ছিলুম দিদি—এইখানেই ছিলুম। রাতদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াই—কখন আসি বল—সময় কই ? (হাস্য)

সরলা— শুয়ে থাক্‌লে সময় পেতিস না ? আচ্ছা রাধী—তোর এত হাঁসি আসে কোথা থেকে বল দেখি ?

রাধী— অনেক দুঃখে হাঁসি দিদি—অনেক দুঃখে হাঁসি ! দুনিয়াটা দেখে হাঁসি পায় দিদি—তাই হাসি। মাঝে মাঝে কান্নাও পায় দিদি—তাই কাঁদি !

সরলা— তাই বেশ—খানিকটা হাঁস আর খানিকটা কাঁদ। আচ্ছা তোকে এত গান শেখালে কে রে ?

রাধী— আমার বাবা—উঃ—আমার বাবা আমায় গান শেখাত। (চারি-দিকে দেখিয়া) যাই—পালাই—পালাই—

সরলা— ওই তোর মাথা খারাপ হ'ল দেখছি ! নে—কিছু খাবি।

রাধী— না—না—জাত যাবে, পালাই—

সরলা— থাক—তোর খেতে হবে না—ঢের খেয়েছিস্ ! (হাত ধরিয়া) শোন—শোন বলি, এইখানে একটু মাথা ঠাণ্ডা করে বোস্।

রাধী— অ্যাঁ—তুমি আমায় ছুঁলে কেন ? আমায় ছুঁলে কেন ? (ক্রন্দন)

সরলা— আমি ছুঁলুম তা তুই কাঁদছিস্ কেন ?

রাধী— ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা আমার জাত যাবে। পালাই পালাই—ধর্‌লে ধর্‌লে।

সরলা— দাঁড়া ধর্‌বে আবার কে ! আশ্চর্য্য কর্‌লি তুই। আছিস্ তো

বেশ আছিস্—খেপেছিস্ তো ঐ ধর্‌লে ধর্‌লে—জাত গেল, জাত গেল। তোর ব্যাপার তো কিছু বুঝতে পারি নে।

রাধী— পালাই পালাই—আর না।

(প্রস্থান)

সরলা— (স্বগত) সংসারে কত জ্বালা যন্ত্রণাই না আছে। দেবতা, অকালে তোমার সঙ্গ হারিয়েছি। তোমার পদসেবা করবার অধিকার তো বড় বেশী দিন পাই নি। যে মন্ত্র তোমার কাছ থেকে পেয়েছি, তাই আমার ক্ষুদ্র শক্তি মত সাধনা করছি। তুমিই শিখিয়েছ—দরিদ্র ও আর্ত্তের সেবাই ভগবানের সেবা। হৃদয়ে বল দিও নাথ!

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রাম্য রাস্তা। সময়—প্রাতঃকাল।

যোগেশ—ওঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার! সরোজ, ভাই, মৃত্যুকে এমন সামনাসামনি বোধ হয় কেউ কখনও দেখেনি। এই আছে এই নাই। সুস্থ লোক, ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে—কোন্ অদৃশ্য স্থান থেকে, যম এসে যেন ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সরোজ— সত্যই ভাই, এ যে ভগবানের কি ধ্বংস লীলা, তা'তো বোঝা যায় না। নির্দ্দোষী, নিরপরাধ মানুষ, যাহোক্ করে দুঃখে কষ্টে দিন কাটাচ্ছিল—তাও কি ভগবানের সহ্য হল না। চারিদিকে হাহাকার। কারও ছেলে মরেছে—কারও বাপ মরেছে—কারও স্বামী মরেছে। তারা হাহাকার করছে। কেউ মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে—ছটফট করে আর্ত্তনাদ করছে—আর, তার আত্মীয়-স্বজন হাহাকার করছে। এ যেন এক প্রলয়ের তাণ্ডব লীলা!

যোগেশ—সরোজ, ভগবানে কখনও বিশ্বাস হারিও না ; তাঁর ইচ্ছা অবশ্য পূর্ণ হবে। আমরা অভাগা বাঙ্গালী জাতি, এই রকম করেই বোধ হয় আমাদের শেষ হবে। পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, চিকিৎসার পয়সা নেই, বাঁচবার বুদ্ধি নেই। অনবরত হাহাকার! তার সঙ্গে এই হাহাকার যোগ হয়ে, সত্যই, কি ভয়ানকই না হয়েছে।

সরোজ— ওঃ! এই বিভীষিকা দূর করবার কি কেউ নেই? নৃপেনদা এই সময় থাকলে বোধ হয় অনেকটা সাহস পাওয়া যেত। যা হোক আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু হয়, করে দেখা যাক। যখন আমাদের ডাক আসবে, তখন ভগবানের কাছে অন্ততঃ তাঁর অবিচারের জন্য একটা নালিসও তো কর্ত্তে পারবো। এই পৃথিবীতে মানুষের কাছে গরীব তো ন্যায় বিচার পায়ই না, ভগবানও কি তাঁর ন্যায় বিচার হারিয়েছেন।

যোগেশ—ভাই, এ আমাদের কোনও পাপের প্রায়শ্চিত্ত। ভগবান নিশ্চয়ই এর একটা প্রতিকার করবেন। এক হাতে—একই সঙ্গে তো, তিনি সৃজনও করছেন, রক্ষাও করছেন, সংহারও করছেন। অনাদি অনন্তকাল থেকে তো এই ব্যাপারই চলে আসছে। ভাই, আমাদের বুদ্ধি কম, শিক্ষা কম, ক্ষমতা কম। কি জানি কোনখানে কোন ত্রুটী রেখে ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারছি না। চল এখন সকলে যাই।

ভুলু— কে একটী বিদেশী ভদ্রলোক এদিকে আস্‌ছেন না? উনি আবার প্রাণ খোয়াতে এখানে এলেন কেন?

(গ্রামবাসী ও নরেশের প্রবেশ)

গ্রামবাসী—এই বাবুরা মশাই। কোন সকাল বেলা সব বেরিয়েছেন, আর এখনও ঘুর্‌তেছেন। কি দয়া এঁদের।

নরেশ— আচ্ছা তুমি যাও এখন। যা যা বলে এলুম সব কোরো।

গ্রাম— আজ্ঞে কোর্বো।

(গ্রামবাসীর প্রস্থান)

নরেশ— নমস্কার, মশায়রা! পূর্ব্বে পরিচয় না থাক্‌লেও, এই গ্রামে প্রবেশ করেই আমি আপনাদের যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছি। আপনাদের হৃদয় আছে, কাজ করবার ইচ্ছা ও শক্তি আছে; শুধু এ কাজ কি করে করতে হয়, সে বিষয় সামান্য শিক্ষার প্রয়োজন।

যোগেশ—আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না। আপনার পরিচয় দিলে বাধিত হব।

নরেশ— আপাততঃ আমার এই পরিচয়ই যথেষ্ট, যে আমি একজন সরকারী ডাক্তার। আপনাদের গ্রামে কলেরার সংবাদ পেয়ে প্রতিকারের চেষ্টায় আসছি।

সরলা— ভুল করেছেন। এটি একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। অধিবাসীরা সকলেই দরিদ্র। বড় ডাক্তার দিয়া চিকিৎসিত হওয়া তাদের সাধ্যাতীত। আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টায় যা করা সম্ভব, তার কোনই ত্রুটি হয় নাই।

নরেশ— কি করেছেন শুন্‌তে পাই কি?

সরলা— নিজেরা সাধ্যমত রোগীর চিকিৎসা করছি। নিজেরাই দিন রাত রোগীর সেবা করছি। আর যথেষ্ট ধূনাগন্ধকও পোড়াচ্ছি—যাতে বাতাসটা পরিষ্কার হয়।

নরেশ— তার ফল কি হয়েছে?

যোগেশ—রোগের প্রকোপ হ্রাস না হয়ে, ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাচ্ছে।

নরেশ— তার কারণ কি জানেন? আপনারা আদত্ জিনিষটার

প্রতি নজরই দেন নি। কলেরার বিস্তৃতি হয় কেবল জল ও খাদ্য দ্রব্য দিয়ে। এ দুটোকে দূষিত হইতে না দিলে, আর দূষিত খাদ্যের ব্যবহার বন্ধ করলে, কলেরা আপনি কমে যায়।

যোগেশ—আপনি কি করতে বলেন? যদি প্রতিকার সম্ভব হয়, তাহলে আমরা সাধ্যানুসারে আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। এ বিভীষিকা আর দেখতে পারি না।

নরেশ— আপনাদের মত শিক্ষিত কর্ম্মী পেলে, কলেরার প্রতিকার করা অতি সহজ। আমি অনেকটা কাজ শেষ করে এসেছি। গ্রামে সন্ধান করে জানতে পেরেছি—মেলের পুকুরের জল দূষিত হয়েছে।

যোগেশ—মেলের জল দূষিত! অমন কাঁচের মত স্বচ্ছ জল আমাদের এ অঞ্চলে নেই।

নরেশ— জল হাজার স্বচ্ছ হ'ক, যদি কোন রকমে কলেরার বিষ একবার তাতে মিশে, তাহলে, সেই জল ব্যবহারে মহামারীর স্বষ্টি করে। আপনারা তো জানেনই—সেই মেলের ধারে পালান মণ্ডলের বাড়ী। সে পীরমেলায় গিয়ে কলেরা নিয়ে ফেরে। আমি প্রমাণ পেয়েছি, তার মেয়ে তার ময়লা কাপড়, এমন কি সরাখানা পর্য্যন্ত ঐ পুকুরে ধুয়েছে। ফলে জল দূষিত হয়েছে। লক্ষ্য করেছেন কি—যারা ঐ পুকুরের জল ব্যবহার করেছে, শুধু তাদের মধ্যেই কলেরা হচ্ছে।

ভুলু— এখন উপায়?

নরেশ— ব্যস্ত হবেন না। উপায়ও আমি করে এসেছি। গ্রামের লোককে ঐ জল স্পর্শ করতে নিষেধ করে, আমার লোকদের পুকুরের বিষ নষ্ট করবার আদেশ দিয়ে এসেছি। চলুন না, দেখে আসিগে।

যোগেশ—আপনার কথায় আমাদের অনেক জ্ঞান হ'ল, সাহসও বাড়ল। বোধ হয় ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন এইবার।

(হরিসংকীর্ত্তনের দলের সহিত প্রেমচাঁদের প্রবেশ)

দয়াময় হরি, ভবভয়হারী, জপরে মন রসনা।
হরি নাম অমৃত পান করিলে, ঘুচিবে ভয় ভাবনা।
হরি হে, তুমি লীলাময়, তব নামে ঘুচে ভয়।
তুমি হে অনাথ নাথ, নাশ নরের যাতনা॥

(দলের প্রস্থান)

সরোজ— ঠাকুর্দ্দা গ্রামতো যায়—উপায় কি করছেন?

প্রেম— উপায় করবার তুমি আমি কে হে? উপায় শ্রীহরি। যাঁর নামে শমন ভয় ঘুচে, তাঁর নামে সামান্য একটা মড়ক দূর হয় না! আমি তো তখনই বলেছিলাম, সংকীর্ত্তন করে গ্রামে গ্রামে নাম বিলিয়ে বেড়াও। নাস্তিকের দল সে কথায় কান দিলেন না—গেলেন কিনা ধূনাগন্ধক পুড়িয়ে মড়ক তাড়াতে। হরিনাম সম্বল কর; ইহকাল পরকালের সকল দুঃখ দূর হবে—পরম মোক্ষ লাভ হবে।

নরেশ— কই দাদামশাই—শুধু মড়কের সময় হরিনাম করলে ভগবান শুনছেন কই? তিনি বোধ হয় অত সহজে সন্তুষ্ট হন না। পরকালের দুঃখ যাবে কিনা—আর মোক্ষ লাভ হবে কিনা—জানি না। কিন্তু ইহকালে যা চোখে দেখতে পাচ্ছি, তাতে তো দেখছি দুঃখ যোল আনাই। যাঁরা যাচ্ছেন তাঁরা তো যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে যাচ্ছেন, আর যাঁরা আছেন তাঁরাও ভয়ে ভাবনায় বড় সুখে নেই।

প্রেম— তোমরা পাষণ্ড—হরিনামের মাহাত্ম্য কি বুঝবে বল? হরিনাম করলেই ভবনদী সহজে পার হওয়া যায়।

নরেশ— দাদামশাই, হরিনামের উপর নির্ভর করতে হলে, মনে সেই রকম ভক্তি থাকা দরকার। নইলে ভগবান-দত্ত বুদ্ধিটারও একটু সদ্ব্যবহার না করলে, এ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া শক্ত। তাতে ভগবান ও রাগ করবেন না। কারণ তিনিই তো সব করেন—শুধু আপনার আমার হাত দিয়ে বইতো নয়।

প্রেম— তোমাদের গোষ্ঠির মাথা! কোথাকার কে, এসেছে কিনা আমায় ধর্ম্ম শেখাতে! গ্রামটাকে উৎসন্ন—ছারে খারে দেবে, সেই পথ করছে। হরি হে দীনবন্ধু!

নরেশ— দাদামশাই সব ভুল বুঝছেন দেখছি। আমি বলছিলুম, আপনার যে রকম ভক্তি আর জ্ঞান আছে, তাতো আর কারুর নেই। আপনার সঙ্গে কার কথা। সবাইকে বলে দিন, যত দিন না তাদের আপনার মত জ্ঞান ভক্তি হয়, ততদিন বাঁচবার জন্য আমরা যে গুলো বলি, করুক।

প্রেম— ঠিক কথা বলেছ। ভগবদ্ভক্তি না হলে কি ওসব হয়। আচ্ছা, আমি সব বলে দেব।

(প্রস্থান)

(নৃপেনের প্রবেশ)

নৃপেন— এই যে নরেশ বাবু এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমি আপনার সন্ধানেই গিয়েছিলাম। শুনলুম বেরিয়ে গেছেন।

নরেশ— হাঁ, খবরটা হঠাৎ পেয়ে গেছি। ফেরবার পথে যখন গো-যান করে আপনাদের নদী পার হচ্ছি—তখন শুনি, গ্রামে হরি-সংকীর্ত্তন হচ্ছে। অসময়ে হরিসংকীর্ত্তন শুনে মনে হ'ল, একটা কিছু কাণ্ড হয়েছে। ঠিক তাই। অনেক জেরা ক'রে তবে প্রকৃত খবরটা পেলুম। অবস্থা তো দেখলাম ভীষণ। বাড়ী গুলো ও পুকুরগুলো সব ডিসিনফেক্‌সন্ হয়ে গেছে। কতক

গুলো ইনকুলেসনও হয়েছে। কিন্তু লোকে বড় আপত্তি করছে।

নৃপেন— বেশ তো আমরা সব সঙ্গে যাব'খন। লোককে বুঝিয়ে দিলেই আর আপত্তি করবে না।

নরেশ— আপনার আর কষ্ট করে যাবার দরকার হবে না। এঁরা গেলেই হবে।

নৃপেন— বিলক্ষণ। আপনারা এত কষ্ট করছেন, আর আমি একটু কষ্ট করতে পারব না। এতো আমাদের নিজেদের স্বার্থ। ওদেরকে না বাঁচাতে পারলে আমরাও যে মরব।

নরেশ— এইটেই সব চেয়ে দরকারী কথা—কিন্তু এইটেই লোকে বোঝে না। যাঁরা এ বিষয় কিছু জানেন, তাঁরা যদি সাধারণকে শেখান আর সাহায্য করেন, তাহলে লোকগুলোও বাঁচে, আর তাঁরা নিজেও বাঁচেন। নিজের স্বার্থের জন্যও এটা করা উচিত।

সরোজ— নৃপেনদা, আমরা আর একবার পাড়াটা ঘুরে আপনার ওখানে যাচ্ছি। এগুলো সব বুঝিয়ে দিই গে। চলহে যোগেশ।

(সরোজ ও যোগেশের প্রস্থান)

নৃপেন— এখন ঐ ছেলেদের কি কি সাবধান হতে হবে বলে দিন তো, নরেশবাবু। ওঁরা তো কোঁচার খুঁটে কর্পূর বেঁধে রেখেছেন দেখছি। তাতে আর কি হবে? ওঁরা আবার না কেউ পড়েন।

নরেশ— কর্পূর বেঁধে তো কোন লাভ নেই। সব কথা ওঁদের এক রকম বুঝিয়ে দিয়েছি। ওঁরা যে রকম ঘাঁটাঘাঁটি করছেন

শুনলুম, তাতে ওঁদের সাবধান হওয়া বিশেষ দরকার। আপনারা সব ইন্‌জেক্সন নিয়ে নিন্—তা হলে আর ভয় থাকবে না।

ভুলু— হাঁ—যা হয় হবে—মরতে তো একদিন হবেই।

নরেশ— মরবেন তো বোকার মত মরবেন কেন? একটু সাইন্‌টিফিক্যালী মরুন না—লোকে বাহবা দেবে। যা বলি করুন। কলেরাতে সাবধান হওয়া তো শক্ত নয়। এই ক'দফা মনে রাখতে পারলেই নিশ্চিন্ত হতে পারবেন। তবে সবগুলিই পুরোপুরি করতে হবে, তাতে রফা কর্‌লে চলবে না। মনে রাখুন—**এক**—খালি পেটে রোগীর বাড়ী যাবেন না। **দুই**—তার বাড়ী খাতির করে পান তামাক দিলে খাবেন না; জল তেষ্টায় প্রাণ গেলেও জল চাইবেন না; কোন খাবার তো খাবেনই না। **তিন**—সঙ্গে একটু কার্ব্বলিক্ সাবান আর একটু লোসন রাখবেন, রোগীকে ছুঁলেই তা দিয়ে হাত ধোবেন। **চার**—বেশী হাঁক্‌পাঁক্ করবেন না—নিজের শরীরটা প্রকৃতিস্থ রাখবেন।

ভুলু— এত করতে হবে? তা হলেই হয়েছে আর কি।

নরেশ— তা না হলে আপনাদের দ্বারা এ কাজ হবে না। আপনি যদি নিজে সাবধান হতে না পারেন, পরকে সাবধান করবেন কি করে? তা ছাড়া "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" জানেন তো?

ভুলু— চলহে বেলা হয়ে এল। বাড়ীতে বোধ হয় এখনও ভাত হয়নি। শ্যাম ময়রার দোকান থেকে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। ডাক্তার বাবুকেও কিছু খাইয়ে নেওয়া যাক না।

নৃপেন— জমিদারী মেজাজ কি না।

নরেশ— যাক্ সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাবা। শেষকালে

দোকানের খাবার! তাতে আবার যে গ্রামে কলেরা হচ্ছে সেইখানে! তা হলেই ঝাড়াবার সরূষে—ভূতে চুরি করবে আর কি।

ভুলু— মশাই আপনি জানেন না। শ্যামের দোকানের খাবার বেশ ভাল। আহা কি চমৎকার রসগোল্লাই করে।

নরেশ— রসগোল্লা তো করে চমৎকার। ক'শ মাছি বসে তাতে?

ভুলু— ওসব দোকানের মাছি, সন্দেশ রসগোল্লা খেয়েই থাকে। রস-গোল্লার রসেই বোধ হয়—নিশ্চয় জন্মায়।

নরেশ— ওসব শ্যামের পোষা মাছিও না, আর রসগোল্লার রসেও জন্মায় না। ওগুলো জন্মায় মানুষের ময়লায়, গোবরে, পচা কুকুর বেড়ালে। এর মধ্যে আর বোধ হয় নেই, সবটাই নিশ্চয়। এ সবে যে পোকাগুলো কিল্‌বিল্‌ করে, সেই গুলিই মাছির বাচ্চা। দিন কতক বাদে বেশ বাহারদার রং হয়, ডানা পালক গজায়, তার পর উড়ে রসগোল্লা খেতে যায়। আবার নিকটে ময়লা পেলে তাতেও ছোটে। জন্মস্থানটাকে ভোলে না।

ভুলু— এঁ্যা—ছিঃ ছিঃ ছিঃ। সে গুলোও খায় নাকি?

নরেশ— তা খায় বই কি। শুধু খায়—হাতে করে কিছু ছাঁদা নিয়ে আসে—আর রসগোল্লার রসে হাত ধোয়। পেটে যেটা থাকে, সেটা ময়রা মশাই পরে টিপে বার করে নেন।

ভুলু— আরে রাম, রাম! দোকানের রসগোল্লা খাওয়া ছাড়ালে দেখছি!

নরেশ— স্বইচ্ছায় ছাড়াই ভাল জমিদার মশাই। যদি তাঁরা দয়া করে এই সব কলেরা রোগীর মলে বসে থাকেন, তাহলে জোর করে জন্মের মতন ছাড়াবেন—আর খেতে দেবেন না। (নৃপেনের প্রতি) আচ্ছা নৃপেনবাবু, আপনারা কেন ময়রাদের খাবারগুলো

একটা ঢাকার ভিতর রাখতে বলেন না ? তাহলে তো এই ভয়টা থাকে না।

নৃপেন— চেষ্টা তো করি, কিন্তু লোকে শোনে কই। তারা ঐ মাছি বসাই খাবে। তাহলে ময়রারা খরচ ক'রে, ঢাকা ক'রবে কেন ? একবার এক জনকে এই কথা বল্‌তে গেলাম, জবাব দিলেন কি জানেন ? মাছির অন্নটা আর কেন মারেন ? ঐ করেই বেচারারা খাচ্ছে, রোজগার তো আর করে না।

নরেশ— লোকটা তো খুব বুদ্ধিমান দেখছি। (হাস্য) তা'হলে চলুন ছেলেদের নিয়ে আপনার ওখানেই যাওয়া যাক। যখন খিদে পেয়েছে, একটা কি কাণ্ড করে বসবে শেষকালে।

নৃপেন— চলুন, বেশ তো। আমি একটু কাজ করে এসেছি, সেটাও দেখে যাওয়া যাক। আমাদের গ্রামের পাশে একটা বড় পুষ্করিণী আছে। তার একটু তফাতে এক জনের বাড়ী কলেরা হয়েছে। সেটিকে রক্ষা করা বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছিল। ভগবান সুবিধাও ক'রে দিয়েছেন। গ্রামের একটী ভদ্রকন্যার প্রাণে লোকসেবার সাধু ইচ্ছা জাগিয়ে তুলেছেন। সরলা স্বেচ্ছায় সেই পুষ্করিণী রক্ষার ভার নিয়েছেন। ঘাটে গৃহস্থের মেয়েরাই বেশী আসে। একজন গৃহস্থের মেয়েকে পাহারা রাখলে কারও অসন্তুষ্ট হবার কোন কারণ থাকবে না।

নরেশ— সুন্দর বন্দোবস্ত হয়েছে। আপনাদের দৃষ্টান্ত সকলে অনুকরণ করুক—ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা।

নৃপেন— আমারও আপনাদের কাছে প্রার্থনা, বেলা হল, এখন চলুন সকলে স্নানাহার সেরে নিয়ে, গরীবের বাড়ীতেই বিশ্রাম করবেন। তারপর এক সঙ্গেই বেরুনো যাবে।

নরেশ— ধন্যবাদ—রাজি আছি। কিন্তু এতগুলো লোকের প্রাণের জেম্মা নিতে গেলে, আপনার রান্নাঘর পরিদর্শন আবশ্যক হবে। আপনার পরদা তাতে বে-পরদা হবে না ত?

নৃপেন— আমার পরদা অনেক দিনই বে-পরদা হয়েছে।

নরেশ— বে-পরদা হল কিসে? কই আপনার তো পাচক ব্রাহ্মণ নেই।

নৃপেন— না মশাই, সেই একটী স্ত্রীই আছেন, তিনিই পাচক তিনিই পাচিকা—সবই। তবে পরদাটা একটু কমই।

নরেশ— আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন অন্দরে, ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে আসব শেষ কালে কিন্তু। আচ্ছা, আপনার স্ত্রী সব খাবারদাবার রেঁধে ঢেকে রাখেন তো?

নৃপেন— বলবেন না মশাই। সব ঢাকাঢুকি যোগাড় করে দিয়েছি, কিন্তু সব সময়ে হয়ে উঠে না। বলেন মনে থাকে না। মাঝে মাঝে বকাবকিও করতে হয়।

নরেশ— ব্যায়ারাম তো ঐ খানেই। সব করতে পারবেন, কিন্তু ভুল হবে ঐ এক যায়গায়। আচ্ছা দেখি আমি আপনার পাকা বন্দোবস্ত করে দিয়ে যেতে পারি কি না। বুঝিয়ে দিলেই হবে, যে এতে তাঁর জাত তো যাচ্ছেই—বিধবা হবারও ভয় আছে। এর চেয়ে বড় মন্তর আর নেই।

নৃপেন— তা হলে একটা বিশেষ উপকার করবেন। তবে এখন চলুন।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

মাধব চাটুয্যের বৈঠকখানা।

মাধব— কতদূর কি করলে প্রেমচাঁদ?

প্রেম— বিশেষ কিছু করতে পারিনি। মনে হয় তো, মেয়েটার বিষয়-আশয় কিছু আছে। দেখা যাক এখন চেষ্টা করে, যদি আদায়

হয়। কিন্তু দেখবেন, এবার যেন কোন গোলমাল করবেন না—ঐ আধা-আধিটা যেন পাই।

মাধব— আরে হবে—হবে—তাই হবে। ব্যস্ত হও কেন? দলিলটা ঠিক করতে হবে—আর সাক্ষীও জোগাড় করতে হবে ত?

প্রেম— সেজন্য আর ভাবতে হবে না। আমি মাঝে মাঝে একটা করে ফাঁকা তাগাদা করে আসি—রাস্তার লোক অনেক সাক্ষী করে রেখেছি। হরিহে!

মাধব— বেশ, বেশ। দলিলটারও একটা ব্যবস্থা ক'র তাহলে। ভগবান।

প্রেম— ধীরেন বাবু যখন আমাদের সহায় আছেন, তখন আর ভাবনা কি? তাঁকে ডাকতে তো পাঠিয়েছি, দেখা যাক পরামর্শ করে।

(চাকরের প্রবেশ)

চাকর— বাবু, উকিল বাবু এসেছেন।

মাধব— আসতে বল।

(ধীরেনের প্রবেশ)

প্রেম— এই যে নাম করতে করতেই হাজির—অনেক দিন বাঁচবেন। আমাদের বাবুর একটা বাকী পাওনার নালিশ করতে হবে।

মাধব— শুনেছি তুমি পাকা উকিল হয়েছ—বেশ, বেশ। ঐ রকম লোকই তো দরকার।

ধীরেন— আমি আর পাকলুম কবে? আপনাদেরই আশীর্বাদ ভরসা।

মাধব— আচ্ছা প্রেমচাঁদ, তুমি ধীরেন বাবুকে সব বুঝিয়ে দাও। হাঁ, ওপাড়ায় সরলার মা বলে যে স্ত্রীলোকটী আছে না—তার কাছে আমার কিছু টাকা পাওনা আছে। অনেকদিন হ'ল দু'শ টাকা নিয়েছিল—এখন সুদের সুদ জড়িয়ে সাতশ একান্ন টাকা

সাড়ে চারি আনা হয়েছে। সাতশ পঞ্চাশই করে দিও। তা না হলে, গরীব লোক পারবে না। আর একটা কথা। তোমার ফীটা টাকা আদায় হলেই নিও।

ধীরেন— তার আর কি। আপনার মত লোকের কাছে কি আর টাকার ভাবনা। আর টাকাটাই কি বড়। এ রকম সুযোগ ক'টা জোটে।

মাধব— বেশ, বেশ। আর দেখ, আমার অনেকগুলো বাকি খাজনার নালিশও করতে হবে।

ধীরেন— আমার হাতে এখন কাজ বড় বেশী। তা হলেও আপনার কাজ আমি আগে করে দেব।

মাধব— প্রেমচাঁদ, তা হলে তোমার উপরেই ভার রইল—ধীরেন বাবুকে সব বন্দোবস্ত করে দিও। আর এক কাজ কোরো—তোমার গেরুয়াটা একটু ভাল করে রং করে নিও, তা নইলে মতলব সব ভাল করে আঁটতে পারবে না। যত মাহাত্ম্য তোমার ঐ গেরুয়াটার কিন্তু—

প্রেম— গেরুয়ার মাহাত্ম্য আর কলিকালে আছে কি? বুঝতেন সেকালের মুনি ঋষিরা। সেই জন্যই তাঁদের মধ্যে এর আদর ছিল। এখন ধর্ম্মও লোপ পেয়েছে, আর গেরুয়াও উঠে যাচ্ছে।

মাধব— ঠিক বলেছ। তোমার মত জন কতক ধার্ম্মিক আছে বলেই এখনও গেরুয়া চলছে।

প্রেম— (হাঁসিয়া) তাই নাকি? আমি একটু ঘুরে আসছি—আপনি তামাকটা হুকুম করুন। (প্রস্থান)

(জনৈক প্রজা ও ভূলুর প্রবেশ)

মাধব— কিহে, তুমি কি মনে করে? তোমাকে কি স্বর্গের সিঁড়ি ক'রে দিতে হবে নাকি?

ভুলু— জ্যাঠামশাই, ইনি আমাদের কাছারির কাছে একটা পাঠশালা করেছেন। তার জন্যে কিছু টাকা চাইছিলেন। বাবা কিছু কিছু দিতেন আমি শুনেছি।

প্রজা— প্রণাম হুজুর। আমি এসেছি আপনার এলাকার লক্ষ্মীপুর হতে। আমি বাজারের কাছে একটী ঘর নিয়ে সামান্য একটী পাঠশালা করেছি। তাতে গুটি কতক ছেলে পড়ছে। ছোট বাবু বেঁচে থাকতে, কিছু কিছু সাহায্য করতেন। আমার মাইনে ত বড় আদায় হয় না। আমি নায়েব মশায়ের কাছে নিবেদন করে ছিলাম—যদি সরকার থেকে এর কিছু ব্যবস্থা হয়। তিনি বললেন—তিনি কিছু করতে পারবেন না—সদরে হুজুরের কাছে আসতে।

ধীরেন— পাঠশালা করেছো! কাদের ছেলেরা পড়ে?

প্রজা— আজ্ঞে এই সব আপনাদের গরীব প্রজাদের ছেলেরাই পড়ে। পড়া আর কি—একটু পত্র লিখতে, একটু আধটু হিসেব রাখতে শেখাই—সামান্য একটু মানুষ বলে পরিচয় দেবার মত হয়।

মাধব— কত দিন করেছ?

প্রজা— আজ্ঞে সাত আট বৎসর।

মাধব— কই, নায়েব তো আমায় কিছু খবর দেয়নি। ভায়া এই সর্ব্বনাশটা কচ্ছিল! লেখা পড়া শিখলে কি আর আমাদের মানবে। একেই তো বলে দিনকাল কেমন পড়েছে। দেখেছ ধীরেন বাবু, আমার ভায়ের কিরকম বুদ্ধি ছিল।

ধীরেন— আপনি ও পাঠশালাটা তুলে দিন। প্রজারা লেখা পড়া শিখলে আপনার জমিদারী রাখা শক্ত হবে।

মাধব— ঠিক বলেছ। আমি নায়েবকে বলে দেব, সে যেন বাড়ীটা

বাজেয়াপ্ত করে নেয়। (প্রজার প্রতি) আর তুমি ওসব কাজ কোরোনা, এখন যাও।

ভুলু— জ্যাঠামশাই সেটা ভাল হয় না—লোকটি কতদূর থেকে এসে-ছেন, আশা করে।

প্রজা— সে কি হুজুর! আপনি রাজালোক, কোথায় গরীব অশিক্ষিত লোক একটু শিক্ষা পাবে, তা নয়—পাঠশালাটা আপনি তুলে দেবেন।

ধীরেন— তুলে দেবে না তো কি রেখে দেবে? যাও এখন।

ভুলু— আজ্ঞে, জ্যাটামশাই কিছু দিননা ওঁকে। আহা, সব লেখাপড়া শেখাবে।

মাধব— আমি তো আর নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারতে পারবো না; তুমি এখন যাও বলছি।

ভুলু— জ্যাটামশাই, আপনি না দেন আমার বাবার ভাগ থেকে কিছু দিন না—তিনি তো দিতেন।

মাধব— আমার জমিদারীতে ওসব হবে না। বলে নিজের বাড়ীর ছেলেদেরই আমি পাঠশালে দিইনে।

ভুলু— সেইজন্যই তো এই সব দুলাল তৈরি করেছেন। জ্যাটা-মশাই দিন কিছু ওঁকে, আমার বাবার ভাগ থেকে।

মাধব— যা, যা, পালা—অত নবাবী কর্ত্তে হবেনা। বাবার বিষয় দেখাতে এসেছেন। (প্রজার প্রতি) যাওহে তুমি।

(প্রজার প্রস্থান)

(সরোজ ও কয়েকজন গ্রাম্য যুবকের প্রবেশ)

সরোজ— আমরা এসেছিলাম আপনাদের কাছে কিছু সাহায্যের জন্য। আপনারা বড় লোক—মহৎ লোক—দেশের মাথা।

মাধব— দেশের মাথা হয়েই তো সর্ব্বনাশ করেছি। কত দিক যে সামলাই। এই তো একজন সাহায্য সাহায্য করে খানিকটা চেঁচালে। তোমরা কি চাও?

যুবক— আজ্ঞে আমাদের কিছু অর্থের দরকার।

মাধব— তোমরা তো বেশ করছো, এতে আর অর্থের দরকার কি?

ধীরেন— বেশ আর কি করছে—ওরা যে কতকগুলো অন্যায় করছে। যার তার বনজঙ্গল—পুকুর, ডোবা এ রকম করে যে বেহুকুমে পরিষ্কার করছে, কেরোসিন দিচ্চে, ডিসিন্‌ফেক্ট করছে—তাতে ওরা কবে ফৌজদারীতে না পড়ে, আমার সেই ভাবনা। ওহে, তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি। জন কতক এসেছিল আমার কাছে। তোমাদের সঙ্গে দেখা হল ভালই হল। বলছিল তোমাদের নামে ফৌজদারী করবে। ওহে ভুলুবাবু, তুমি আর ও দলে মিশো না।

ভুলু— সে কি মশাই—আমরা কোথায় নিজেরা গতরে খেটে লোকের জঙ্গল পুকুর সাফ করছি—তাতেও লোকের আপত্তি। তাদের উপকারের জন্যই তো করছি। দিনকতক আগে আপনিও তো আমাদের কত উৎসাহ দিতেন।

ধীরেন— নাহে, আজকালকার আইন কানুন বড় খারাপ। কবে হাঙ্গামায় পড়বে—ছেলেমানুষের দল সব। আমার কাছে এলে আমাকে মকদ্দমা নিতেই হবে—না তো আর বলবার যো নেই।

সরোজ— যাক। আমরা জমিদার বাবুর কাছে এসেছিলাম, আর একটা কাজের জন্যও। আপনার চাটুয্যে পুকুরের ধারে কতকগুলো বড় বড় আগাছা হয়ে, পুকুরটা বড় আওতা হয়েছে। আর পাতা পড়ে, কতকগুলো পানা-ঝাঁজি হয়ে, জলটা একেবারে

নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—যেন কালীমূর্ত্তি হয়েছে। লোকে তো খেতে পারছেই না—সেটা একটা মশার আড়ৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি যদি ওগুলো পরিষ্কার করিয়ে দেন, তাহলে আমরা রীতিমত কেরোশীন দিতে পারি। ও পাড়ায় বড় ম্যালেরিয়া হচ্ছে—কটা লোক মারাও গেছে।

ধীরেন— কি হে সরোজ—তুমি আবার এ দলে মিশেছ কেন? যা হোক শিশি বোতল নেড়ে একরকম তো মন্দ চালাচ্ছিলে না—সেটা আর বন্ধ করছ কেন? এ রকম করে ম্যালেরিয়া কলেরার পেছনে লেগে—তাদের দেশ ছাড়া করলে তোমায় খাওয়াবে কে? ম্যালেরিয়া কলেরাই তো তোমাদের জমিদারী।

সরোজ— জমিদারী ঠিক নয়—কতকটা মুলোচাষ বলা যায়। ভাবলুম, মানুষগুলো যদি ওপড়াতে ওপড়াতে শেষ হ'য়ে যায়—তখন খাব কি? তাই ওঁদের সঙ্গে একটু ঘুরছি—যদি সত্যই একটা জমিদারী করতে পারি। বাপ পিতামহ ভিটে বজায় রাখতেই হবে তো। একেবারে নিগু´রু স্বোপার্জ্জিত বিদ্যে নিয়ে, সহরে গিয়ে করে খাওয়া তো আর চলবে না।

ধীরেন— তুমি এত ফক্কর হলে কবে হে? ভাল কথা বললুম, উল্টো বুঝলে।

সরোজ— আপনিও তো দিনকতক আগে এই রকম উল্টোই বুঝতেন। হঠাৎ এত মত পরিবর্ত্তন হ'ল কিসে বলতে পারেন?

মাধব— যাক ও সব। তোমরা কেন ভুতের বেগার খাটছ বলতে পারি না। পুকুরটার পানা জঙ্গল গুলো পরিষ্কার করলেই লোকে মাছগুলো চুরি করে নিয়ে যাবে—কে আর পাহারা দেবে বল? যখন সুবিধে হবে—নিজেই সাফ করিয়ে দেব—তোমাদের

বলতেও হবে না। দেখ, আসছে বছর বোধ হয় আমার মেয়ের বিয়ে হবে—সেই সময় মাছ ধরবার জন্য টানা দেওয়া হবে, তখন আপনিই পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাহলেই তো হবে ?

ভুলু— এখনও খুকির বিয়ের কথাও হয়নি, আপনি আসছে বছর বলছেন কি করে জ্যাঠামশাই।

সরোজ— সেও তো অনেক দিনের কথা—এখন তো তাহলে কিছু হল না। আর ঐ পাশের আগাছাগুলো—

মাধব— সেগুলো তোমরা কাটতে পার—তাতে আমার কিছু আপত্তি নেই। তবে এক কাজ কোরো, সে গুলো একেবারে চেলিয়ে আমার বাড়ীতে পৌছে দিও। ততদিনে শুকিয়ে থাকবে—বিয়েতে কাজে লাগবে। (যুবকদের হাস্য) তোমরা খুসি হলে ত ? হাজার হোক তোমরা পাড়ার ছেলে, পরতো নয়। তোমাদের কথা রাখতে হয় তো।

যুবক— সম্পূর্ণ খুসি হয়েছি—এখন আপনি একটু আশীর্ব্বাদ করুন।

মাধব— বেশ, বেশ, এইতো চাই। তোমাদের শরীর ভাল থাক।

ভুলু— জ্যাঠামশাই,কিছু দিন না ওঁদের। আহা,আশা করে এসেছেন—বাবা থাকলে নিশ্চয়ই দিতেন। আপনি না দেন, বাবার ভাগ থেকেই দিন না।

মাধব— ভারি বাবার ভাগ শিখেছ যে—হুঁ।

(প্রেমচাঁদের প্রবেশ)

যুবক— এই যে ঠাকুর্দ্দা এসেছেন। চাটুয্যে মশাই তো যা হয় দিলেন, আপনি কিছু দিন। আপনার তো আর কেউ নেই—চোখ বুঁজলেই শেষ।

প্রেম— আমি আর কোথায় পাব ভাই। আমি সন্ন্যাসী মানুষ—আমার আছেই বা কি—আর দোবই বা কি। নারায়ণ!

ভূলু— সে কি ঠাকুর্দ্দা। আমরা তো শুনতে পাই—আপনার টাকা আর নোটে ছাতা ধরছে। ছারপোকার বাচ্ছাই বড় শীগ্‌গির বাড়ে—কিন্তু আপনার টাকার বাচ্ছা নাকি তার চেয়ে বেশী বাড়ে।

প্রেম— না ভাই—ও সব লোকের মিছে কথা। ঐ যে ক'টা টাকা আছে, তাই নেড়ে চেড়ে, যা ধুলো গুঁড়ো বেড়োয়, তাইতেই কোন রকমে চালাই। দিনটা গুজরাণ করা চাই তো কোন রকমে। হরি হে তোমার ইচ্ছা।

সরোজ— তাহলে ঠাকুর্দ্দার কাছে কিছুই হবে না?

প্রেম— তা ভাই তোমরা যখন ধরেছ, তোমাদের তো আর না বলতে পারব না। আমি এই একটা পাওনা টাকার মকদ্দমা রুজু করছি—সেটা আদায় হলেই তোমাদের দুটী টাকা দেব। সেটা তোমরা একেবারে না নিয়ে কিছু কিছু করে নিও। এক বছরে হলেই ভাল হয়। (সকলের হাস্য) কেমন হ'ল তো? খুসি হয়েছ তো ভাই, তাহলেই হ'ল। হরি হে তুমিই ভরসা।

যুবক— নাওহে—খাতায় জমা করে নাও। এতো একরকম নগদ পাওয়াই গেল। ঠাকুর্দ্দা, তারচেয়ে গোটা কতক তেঁতুল বীচি ছড়িয়ে দিয়ে, গাছের তেঁতুল পাকলে বেচে নিতে বললেই পারতেন। তা'হলে আমাদের কিছু বাৎসরিক আয় হোতো।

প্রেম— তা আর ভাই কি করি বল—বাৎসরিক আর কোথায় পাব। তোমরা খুসি হয়েছ এই ঢের। তোমরাই ত ভরসা। হরিহে—

মাধব— চলহে সব—স্নানাহারের সময় হল। আমরা উঠি—তা'হলে তোমরা কাঠগুলো শীঘ্র পাঠিয়ে দিও। আর পানাটানাগুলো যেন বেশী নাড়াচাড়া কোরোনা।

যুবক— আজ্ঞে, আসি তাহলে—প্রণাম।

(যুবকগণের প্রস্থান)

মাধব— ওহে প্রেমচাঁদ—ছোকরারা কি রকম তালিম হয়েছে দেখলে—শুনলে তো সব কথা।

প্রেম— ওদের আর দোষ কি? ওরা সব নৃপেনের চেলা। ডুবে জল খায়।

ধীরেন— ডুবে ডুবে জল খাওয়া, আপনারাও জানেন তাহলে।

প্রেম— জানি বৈকি—এখন যাওয়া যাক (প্রস্থান)।

মাধব— ধীরেন বাবু—শুনলে তো ভাইপোর কথা। উনি বিষয়ের অংশীদার হয়ে বসতে চান। বলে বিষয় করলেই বা কে—আর রক্ষেইবা করছে কে? বাপ বেঁচে থাকলে তো সব শেষ করে দিতেন—যে রকম দরাজ হাত ছিল।

ধীরেন— হাঁ—ওসব ছেলে মানুষের কথা ছেড়ে দিন। বাপ বেঁচে থাকলেই বড় পেতেন—তার আবার ছেলে। নির্ভাবনায় থাকুন।

মাধব— না হে নির্ভাবনা বড় নয়—ওই ছোঁড়ার দলটী বড় সোজা নয়। ওদের উৎপাতে দেশে ট্যাকা দায় হবে দেখছি—সবই ওলট-পালট করতে চায়।

ধীরেন— না—না—আপনি অত ভাববেন না।

মাধব— দেখা যাক—তুমিই ভরসা। এইজন্যই আরও তোমায় ডেকে ছিলুম। চল আবাদে একবার যাওয়া যাক। ছোঁড়াটাকেও সঙ্গে নেব'খন। দিনকতক দল ছাড়া হোক।

চতুর্থ দৃশ্য।

নৃপেন্দ্রের বাটীর প্রাঙ্গণ।

হরি— কি বলেন, নৃপেন বাবু। সোনার বাংলা কি তাহ'লে এমনি ক'রেই ছারে খারে যাবে।

নৃপেন— সেই কথাই ভাবছি। সোনার বাংলার কথা শুধু গল্পেই শুনতে পাই, কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখছি—বাংলা নানা রোগের নিকেতন, রোগভোগের জন্যই বাঙ্গালীর জীবন, অকালমৃত্যু ও হাহাকার বাংলার প্রতি ঘরে বিরাজমান। নানা বিচিত্রতার মধ্যে,বিধাতা যে জীবনকে প্রতিনিয়ত সরস ক'রে তোলবার জন্য, আকাশে নানা বর্ণের জাল বুনে দেন,পাখীর কণ্ঠে সুরের মূর্চ্ছনা জাগিয়ে তোলেন,বাঙ্গালীর জন্য বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ,—নিত্য নবীন সেই মানব জীবন—একঘেয়ে—নীরস—একটানা—একটা স্রোতের সৃষ্টি করে, বিধাতার রুদ্র ভ্রূকুটিতে মুহ্যমান হয়ে উঠছে। সমস্ত বাংলার বুকের উপর, একটা রোগশোকের অত্যাচার, তার প্রতাপ প্রতিভার পরিচয় দিয়েই চলেছে—যাতে বাঙ্গালীর সকল সাধন, সকল সম্পদ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, আর সারা বাংলা জুড়ে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে, একটা গভীর হাহাকারের তপ্তশ্বাস! এর কি কোন প্রতিকার নেই?

হরি— এর প্রতিকার আছে বৈকি, নৃপেন বাবু। আসুন, আমরা সকল বাঙ্গালী মিলে দেশবাসীর এই গভীর অজ্ঞানতা ও ভীষণ দারিদ্র্য দূর করবার জন্য আন্দোলন করি। যদি সফলকাম হই—তাহলে দেশমাতার মুখে প্রভাত-রাগের মধুর হাসি ফুটে উঠবে।

নৃপেন— আমি আপনার সাধু উদ্দেশ্যের প্রশংসা করি—কিন্তু মাপ

করবেন, হরিহর বাবু, তার কার্য্যকারিতার সম্বন্ধে আমি সন্দিহান ; মার মুখে হাসি দেখতে চাই,—কিন্তু সে হাসি, রোগীর পাণ্ডুর মুখের মলিন হাসি নয়, স্বাস্থ্যের উজ্জ্বল হাসি—যা তাঁর সমস্ত দেহকে কনক দীপ্তিতে ভ'রে তোলে। বাঙ্গালী তো এমন করে চিরদিন রোগভোগ করতো না—একদিন তার সুস্থ সবল দেহ ছিল—দেহে লাবণ্য ছিল—বাহুতে বল ছিল। আবার কি সে দিন ফিরে আসে না—হরিহর বাবু ?

হরি— সেই দিন ফিরে আসবার জন্যই তো এই চেষ্টা। শুধু সবল দেহ ও বাহুতে বলের যুগ আর নাই নৃপেন বাবু। দেশে জ্ঞান বিস্তার করুন, গ্রামে গ্রামে শিল্পপ্রতিষ্ঠা করুন—দেখবেন, দেশ ধন-ধান্যে পূর্ণ হবে—দেশের স্বাস্থ্য আপনি ফিরে আসবে। এই বঙ্গভূমে মাতার রত্নবেদী প্রতিষ্ঠিত হবে।

নৃপেন— কিন্তু এই শ্মশানে সে বেদী প্রতিষ্ঠা করবেন কাকে নিয়ে ? —দেশ যে ক্রমে জনশূণ্য প্রাণশূণ্য হয়ে পড়ল।

হরি— আপনি সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলতে পারেন, নৃপেনবাবু। আর আপনার কথার কেমন একটা মাদকতা-শক্তি আছে। আপনার বক্তৃতায় দেশের লোক নেচে উঠবে।

নৃপেন— আর দেশের লোককে নাচাবেন না হরিহর বাবু। শুধু নেচে নেচেই সময় নষ্ট করেছি, অপরকে অধঃপাতে পাঠিয়েছি। যদি আপনি বাঁচতে চান ও দেশের লোককে বাঁচাতে চান ত কাজ করুন। সত্য কথা বলতে কি আমি বেশ বুঝেছি সব চেয়ে বড় কাজ দেহের ভিতর জীবনটা রক্ষা করা। দেশব্যাপী একটা মুখর আন্দোলনের সৃষ্টি করার চেয়ে ঢের বেশী প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে রোগের আকর, এই গ্রামগুলোকে মনুষ্যবাসের উপযোগী করে তোলা। কোন রকমে যদি সারা

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য আবার ফিরিয়ে আনা যায়, তা হলে দেশমাতার রোগ মলিন দেহ রত্নালঙ্কারে ভুষিত করা না গেলেও, তাঁর সুস্থ দেহের মধুর লাস্য প্রাণে এমন একটা তৃপ্তির সৃষ্টি কর্ব্বে, যাতে সকল প্ররিশ্রম ধন্য হবে।

হরি— কিন্তু সে কাজ করে কে? দেশের লোকতো এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। দেশে বড় বড় চিকিৎসক আছেন, তাঁদেরও তো কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

নৃপেন— তাঁরা যদি উদাসীন হন, তাঁদেরকেও আমাদের জাগাতে হবে। আমাদের ঘরে আগুন লেগেছে, সকলে মিলে জল সেচনে এগিয়ে আসছে না বলে, আমরা যতটা পারি, অভিমান করে, তাও করব না।

হরি— কিন্তু দেশের লোক এত অশিক্ষিত এত দরিদ্র থাকতে কি কর্ত্তে পারি?

নৃপেন— আমরা অনেক কর্ত্তে পারি। আমরা সেই অশিক্ষিত গ্রামবাসীকেই সুস্থ থাকবার মূল কথাগুলো শিখাতে পারি, ও সংক্রামক রোগের বীজ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তার প্রতিকার কর্ত্তে পারি। আর অন্ধকার নিমজ্জিতা বাংলার মাতৃত্ব-জ্ঞান-হীনা মাতৃজাতিকে, তাঁদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে, ভবিষ্যৎ জাতি-গঠনের সত্যকারের তপস্যায় নিজ নিজ শক্তির উদ্বোধন কর্ত্তে পারি।

হরি— আপনি কি মনে করেন এই সকল কর্ম্মেই রোগের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে?

নৃপেন— শুধু যে মনে করি তা নয়—সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি।

হরি— আপনার বিশ্বাস অমূলক, এরূপ বিশ্বাসের কোন হেতু নাই।

নৃপেন— যথেষ্ট হেতু আছে। যদি কতকগুলো সহজ উপায় মাত্র

অবলম্বন করে বিদেশী নবীন সভ্য জাতি তাদের দেশ থেকে সংক্রামক রোগ সকল বিতাড়িত কর্ত্তে পেরে থাকে, তাহলে অভাগা প্রাচীন ভারতের ভাগ্যে সেই নিয়ম কেন ব্যর্থ হবে তা আমি বুঝে উঠতে পারি না। বিশেষ, তাদের সেই অভিজ্ঞতাই এখন আমাদের অগ্রসর হবার সুযোগ দিয়েছে।

হরি— সমস্তই স্বীকার করলাম—কিন্তু এ কাজে আপনি সহকর্ম্মী পাবেন না।

নৃপেন— দুঃখের বিষয় হরিহর বাবু—কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু যে জাতি তার বাঁচবার পথ অপরে দেখিয়ে দিলেও, সকলে মিলিত হয়ে নিতে না পারে—তার জগতের বুক থেকে মুছে যাওয়াই উচিত। জড়বৎ, অন্যাশ্রয়ী, বাকসর্ব্বস্ব জাতির পৃথিবীতে স্থান নাই। ভগবন্, এই আত্মবিস্মৃত জাতিকে বুঝিয়ে দাও, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকবার জন্য তার জীবন নয়—তার কর্ব্বারও কিছু জগতে আছে—তাতেই তার সম্মান, তাতেই তার সার্থকতা।

হরি— একটা গভীর উদ্দীপনায় আপনার চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়েছে।

নৃপেন— আমার চোখের সামনে আমার ভাই বন্ধুদের মর্ম্মভেদী চীৎকারে আমার প্রাণ এমন ভরে উঠে, যাতে তাদের দুর্দ্দশা দূর কর্ব্বার জন্য উদ্দীপনা আমার দেহে তড়িৎ ছুটিয়ে দেয়—আমার সমস্ত জ্ঞান নষ্ট ক'রে, তাদের জন্য আমাকে পাগল করে তোলে।

হরি— আপনার যথেষ্ট উৎসাহ আছে·—তাই বলি, আপনি যদি আমার সঙ্গে যোগ দিতেন, তাহলে প্রকৃতই দেশের অনেকটা কাজ হ'তো।

নৃপেন— দুর্ভাগ্য আমার—সে সৌভাগ্য আমার নাই। আমার ভাই বোন রোগ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করবে—আর আমি এক

মৃগ-তৃষ্ণিকার পশ্চাতে কোন অনির্দ্দিষ্ট স্বপ্ন রাজ্যের সন্ধানে ছুটবো—তাতে যতই বাহবা থাকুক্ না কেন—এমন প্রবৃত্তি ভগবান আমায় দেন নাই বলে, সরল প্রাণে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। দুঃখিত হবেন না, হরিহর বাবু, সকলকেই যে এক পথে চলতে হবে তার কোন মানে নাই। সত্যই যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তাহলে যে গলির পথ দিয়েই চলি না কেন, একদিন না একদিন উভয়েই বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াবো। সেদিন আর কোন ভেদাভেদ থাকবে না,—দেশমাতা তখন উভয়কেই আশীর্ব্বাদ করবেন।

হরি— নমস্কার নৃপেন বাবু—তাহলে এখন আসি।

পঞ্চম দৃশ্য।

কাল—পূর্ব্বাহ্ন।

পুকুরের চাতালে বসিয়া সরলা একটী জামা সেলাই করিতেছে।

(সরলার মা ও পিসির প্রবেশ)

পিসি— সরলা এখনও এখানে বসে রয়েছিস যে ?

সরলা— কি আর করি বল—এখনও সব জল নিতে আসছে ? আর রাধু ময়রার ছেলেটার জন্য পুরাণ কাপড়ের একটা জামা সেলাই করে দিচ্ছি—ছেলেটার বড় অসুখ।

স-মা— ওঁর ঐ সব আছে। কোথায় কার কি হ'ল, আর অমনি ওঁর টন্‌ক নড়েছে।

পিসি— হাঁ—কাল রক্ষাকালী পূজা হবে না ? মা গ্রামের মঙ্গল করুন। কি তোলপাড়ই না হচ্ছে।

সরলা— মা তার কি কর্ব্বেন ? যারা বাঁচতে জানে না তারা মর্ব্বেই।

স-মা— তোর সবি কি এক কথা, দেখ্‌ছিস না দেবতার কোপ।

ঠাকুর দেবতার উপর বিশ্বাস নেই—একেবারে নাস্তিক হয়ে গেছিস !

সরলা— নাস্তিকই বা হব কেন, আর দেবতার উপর বিশ্বাসই বা না থাক্‌বে কেন মা ? কিন্তু আমি দোবো আগুনে হাত, আর হাত পুড়লে ব'লবো দেবতা পুড়িয়ে দিলেন, এরকম অবিচার আমি দেবতার উপর কর্ত্তে দিতে রাজি নই। ভগবানের উপর সব সময় নির্ভর করতে হবে, শুধু বিপদের সময় ঘুষ দিলেই তো চলবে না।

পিসি— আমরা আর কি দোষ করলুম বাবু! জ্ঞানতঃ তো কিছু করি নি ?

সরলা— করনি তো কি ? তুমি না কর আর পাঁচজনে করেছে। ঐ যে মেলের পুকুরে পালান মণ্ডলের বাড়ী থেকে ময়লা কাপড় বিছানা সব কেচে নিয়ে গেল, তাতো তোমরা কেউ খবর রাখোনি। সেই জল খেয়েই তো সর্ব্বনাশ হয়েছে। একের পাপে আর পাঁচজন মরে।

স-মা— তুই এত খপরও রাখতে পারিস। পুকুরে কাপড় কাচবে না'ত কি যাবে তোমার হুকুমে মাঠে কাচতে ? চির কাল-ইত ঐ পুকুরে সব নাইচে—কাপড় বিছানা কাচছে, আর জলও খাচ্ছে। তা হলে সব ম'রে ভূত হয়ে যেত এদ্দিন।

সরলা— ভূত এখানে না হোক্—এই দেশের অনেক জায়গায় এই রকম করেই ভূত হচ্ছে। সেগুলি একসঙ্গে করলে গুণতিতে বছরে লাখো লাখো হয়। এই যে সেবারে মড়ক হল, কত মরেছিল বল দিকি পিসি ?

পিসি— তা হবে—বাগ্‌দীপাড়া আর সর্দ্দারপাড়া মিলিয়ে—তিন কুড়ি সাড়ে তিন কুড়ি।

সরলা— এইবারে বোঝো পিসি। হাজার হাজার গ্রাম আছে, তার মধ্যে মাঝে মাঝে এই রকম কুড়ি কুড়ি গেলে, কি ব্যাপার হয়।

স-মা— তা হলে তোমায় লোকে আগে ডাকেনি কেন—যদি এমন পণ্ডিতই হয়েছ ?

সরলা— মা, আমি তো পণ্ডিত হই নি। এখানে কে একজন বড় ডাক্তার এসেছেন, তিনিই এসব কথা বোঝাচ্ছেন। তিনিই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে মেলের পুকুরের জল যারা যারা ব্যবহার করে, তাদেরই খালি রোগ হয়েছে। আর কারুর হয়নি। দেবতা যদি রাগবেন তবে ঐ ক'ঘরের উপরেই খালি রাগবেন কেন ?

পিসি— কে জানে বাবু, তোর কথা বুঝতে পারি না। তা ক্রমে সব জায়গাতেই মরবে।

সরলা— সেই তো কথা। তিনি বলেছেন, যদি তাঁর কথামত চল, তবে আর মরবে না।

পিসি— তিনি তো মস্ত দেবতা দেখছি—স্বয়ং মহাদেব !

সরলা— তিনি বুঝিয়ে, আর দেখিয়ে দিয়েছেন যে এ রোগের বিষ বাহ্যে ও বমিতেই থাকে। সেই বিষ ময়লা কাপড় থেকে পুকুরের জলে গেছে। সেই জল যারা যারা খেয়েছে তাদেরই কলেরা হয়েছে।

স-মা— তা হলে লোকে জল না খেয়েই থাকুক।

সরলা— তা কেন। যে পুকুরে লোকে স্নান করে না, কাপড় কাচে না, সে পুকুরের জল খেতে কোনও ভয় নেই। এইতো এই পুকুর আমি ক'দিন আগলাচ্ছি, এতে কেউ নাবেনা, কোন রকমে নোংড়াও করে না। জান তো লোকের বদ অভ্যাস। আচ্ছা, সত্যি করে বল দেখি মা, এই জলটা খেয়ে, আর ঠাকুর দেবতাকে দিয়ে বেশ তৃপ্তি হয় নাকি ?

স-মা— তা হয় বৈ কি। যেখানে তোমার মত পাহারাওয়ালা নেই সেখানে ?

সরলা— সেখানে লোকে জলটি ফুটিয়ে নিলেই পারে। জল সিদ্ধ করলেই সব দোষ নষ্ট হয়। কিন্তু জলটা নষ্ট না করাই সব চেয়ে ভাল।

স-মা— তাই করুক আর কি। বলে ভাত রেঁধে ভাত খাওয়াই শক্ত, তার উপরে আবার ঐ সব।

সরলা—সেইটে ভুল কথা। ছ'কলসী খাবার জল ফুটিয়ে নিতে সবাই পারে, বিশেষ পাড়াগাঁয়ে।

স-মা— তা হ'লে লোকের বাড়ী কাঠকয়লা পাঠিয়ে দিয়ো। লোকের অত পয়সা নেই।

পিসি— যাক, ঠাকুর দেবতার অন্ন উঠলো দেখছি। ক্রমে তো আসছিলই। জাগ্রত দেবতা—ওলাবিবি, শীতলা—এঁরা সময় সময় পেতেন—তাঁদেরও উঠলো—রক্ষা-কালীর তো অনাহার।

সরলা— (হাসিয়া) তুমি পিসি খাঁটি পূজুরী বামুনের মেয়ে। তোমার আঁতে ঘা পড়েছে না ? তোমার ভয় বুঝি, তোমার মা শীতলাটী না খেতে পান। ভয় নেই পিসি—যতদিন হিন্দুর ঘরে মেয়ে মানুষ থাকবে, ততদিন ঠাকুরের অন্ন জুটবেই—না খেয়েও জোটাবে।

পিসি— তোর সঙ্গে আর কথায় পারি না বাবু, তুই একেবারে বেহায়া হয়ে গেছিস।

সরলা— পিসি রাগ কোরো না—একথাটা সত্যি, যে আমাদের ঠাকুর মশাইরা এই রকম করে অনেক ঠকিয়েছেন। আদৎ ধর্ম্ম এখন চাপা পড়ে গেছে, অনেক শাস্ত্রকথা এখন আমরা উল্টো বুঝি।

স-মা— নাও, চল এখন ঢের শাস্ত্র আওড়ানো হয়েছে। বেলা হ’ল, খাবে দাবে তো ?

সরলা—এই জামাটা সেরে নিয়েই যাচ্ছি। তোমরা এগোও।

(সরলা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

(বালতির ভিতর কাপড় ও কলসী লইয়া তরঙ্গিনীর প্রবেশ)

তর— কি গো সরলা দিদি। এত বেলা হ’ল, এখনও এখানে বসে ? খাওয়া দাওয়ার সময় হয় নি ?

সরলা— আর কি করি বল—একটু বসে আছি। কিন্তু তুমি অত কাপড় চোপড় নিয়ে এখানে কি মনে করে ?

তর— মনে আর কি করে। বেলা বারোটা বেজে গেছে—রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে, বাড়ীতে রুগী শুষছে। শুনেছ তো আমার বড় ভাইপোটার কলেরা হয়েছে। আর বাবু এখন ও পাড়ায় চান করতে যাবার ফুরসুৎ নেই। এই খানেই ঝাঁ করে একটা ডুব দিয়ে এই ক’খানা কেচে নিয়ে যাব।

সরলা— আহা ভগবান করুন ছেলেটা ভাল হোক। কিন্তু এখানে তোমার নাওয়াই হবে না দিদি, তা আবার রুগীর কাপড় কাচা।

তর— না এ সবে কিছু নেই। বউমা সব একবার কেচে দিয়েছে, খালি একটু রগড়ে নেব। দে ভাই ঘাটটা ছেড়ে—না হয় আঘাটাতেই যাই, তাতে তো আর দোষ হবে না। (অগ্রসর হইতে হইতে চক্ষু মুছিয়া) আহা, কি গুণেরই বউ দিদি—রূপে গুণে, বউ—কি করে যে হাতের নোয়া বজায় থাকবে !

সরলা— বারণ করছি দিদি নেবনা। এতে যে লোকের কি সর্ব্বনাশ হবে তাতো বুঝছ না। তুমি এক কাজ কর, এগুলো বাড়ী

নিয়ে গিয়ে সিদ্ধ করে নাও, আর ছেঁড়া খোঁড়া গুলো পুড়িয়ে না হয় পুঁতে ফেল। লক্ষ্মী দিদি আমার, রাগ ক'রো না। এতে তোমাদেরও ভাল হবে—তোমরাও তো এই পুকুরেরই জল খাও।

তর— আর তোমার বিধান দিতে হবে না। বলে লোকে জল দান করে পুণ্যি করবার জন্য, আর তুমি সেটা বন্ধ করছ কি হিসেবে ?

সরলা— আমি জল দান তো বন্ধ করিনি। নিয়ে যাওনা যত খুসী জল তুলে। মিছে রোগটা ছড়াবে।

তর— রোগ যেন ওঁর আজ্ঞাকারী। দেখছি দিনের বেলায় আর আসা হবে না।

সরলা— তুমি ভুল বুঝছ! আইন আছে যে যদি কেউ জোর করে, কি লুকিয়ে কোন রকমে পুকুর দূষিত করে—তার জেল পর্য্যন্ত হতে পারে। ডাক্তার বাবু এ কথা সকলকে বলে দিতে বলেছেন—আর ঐ দেখ লেখাও রয়েছে।

তর— ভারী আমার আইনওয়ালী হয়েছেন রে। আচ্ছা, আমিও তরি। দেখি তোমার দর্প ভাঙতে পারি কি না।

(অপর দিক দিয়া নৃপেনের প্রবেশ)

নৃপেন— কি হ'ল সরলা ?

সরলা— লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে আর পারি না।

নৃপেন— কি করবে বল, একটু কষ্ট কর। (নৃপেনের প্রস্থান)

(গুন গুন করিয়া গান গাহিতে গাহিতে প্রেমচাঁদের প্রবেশ)

প্রিয়ে চারুশীলে—মুঞ্চময়ি মানম্ নিদানম্—

প্রেম— কি গো তরু যে ? কি বকাবকি করছিলে ? ছিঃ, অত রাগতে আছে কি ? ও যে সরলা।

তর— আচ্ছা, তোমাদের সরলা তোমরাই নিয়ে থাক, আমাদের অত রস নেই। লজ্জাও করে না! (প্রস্থান)

প্রেম— নাতনী এখানে মুখ ভার করে বসে যে? মন খারাপ হয়ে গেল বুঝি। তাতো হবারই কথা?

সরলা— ঠাকুর্দ্দা তোমার ও সব বুলি ও পাড়ার জন্য রেখে দাও। এখন এখানে গামছা কাঁধে করে কি মনে করে? জানতো এপুকুরে নাওয়া বারণ।

প্রেম— তাতো জানি। তবু ভাবলুম নাতনীর সঙ্গে নিরিবিলিতে একটু দেখা করে আসি—আর ডুবটাও দিয়ে যাই। এই পুকুরের জলটাই ধাতে সয় বেশী।

সরলা— কিন্তু তা হলে যে লোকের পেটে সইবে না। সবাই স্নান করলে জলটা দূষিত হবে। তোমার গায়ের ময়লা, গয়ের কাশী লোকে খাবে কেন?

প্রেম— কি বললি? জল দূষিত হবে! অপঃ নারায়ণঃ—নারায়ণের আবার ময়লা! শালগ্রামের আবার শোয়া বসা! কালকের মেয়ে আমায় এসেছেন শাস্ত্র শেখাতে!

সরলা— আপাততঃ—এ নারায়ণটীকে অব্যাহতি দিয়ে—আর কোথাও নারায়ণের সন্ধান দেখুন। আপনার স্পর্শে তিনি কৃতার্থ হবেন।

প্রেম— তুই যে একেবারে সরস্বতীর সৎমা হয়ে উঠলি। স্নান করতে দিবি না তা হলে? তোর নেহাৎ দুর্ব্বুদ্ধি হয়েছে দেখছি—আচ্ছা। (প্রস্থান)

সরলা— (স্বগত) স্ত্রীলোক কি এতই অপদার্থ—দুর্ব্বলা—বোধহীনা। তার কি সম্ভ্রম বলে কোন জিনিষ নেই! কোন নৃশংস বিধি স্ত্রী-জাতির কপোলে এই কলঙ্কের টীকা লেপে দিলে?

(গীত গাহিতে গাহিতে রাধীপাগলীর প্রবেশ)

সমাজ আমারে ফেলিয়া দিয়াছে,
(প্রভু) তুমি যেন মোরে ভুলোনা।
সংসার বাঁধন করেছি ছেদন,
সে বাঁধন আর চাহিনা।
বাঁধনের সুখ বুঝিয়া শিখেছি,
সংসারের মোহ ছিঁড়িয়া ফেলেছি।
শুধু চাহি ওগো, কাছে কাছে থেকো,
(যেন) অভাগীরে ছেড়ে যেওনা।

রাধী— কিগো সরলাদিদি, মুখটা এত ভারি ভারি দেখছি, তোকে কেউ গাল দিয়েছে নাকি ?

সরলা— গাল আবার কে দেবে ? রাধি আমায় গান শেখাবি। তা হলে তোর সঙ্গে বেশ হেঁসে হেঁসে গান গেয়ে বেড়াই।

রাধী— না দিদি গান শিখিসনি—শিখিসনি। তুই হাঁসিসওনি। তুই হাঁসলে আমার বড় কান্না পাবে।

সরলা— তুই ভারি উপকারী লোক দেখছি তো, আমি হাঁসলে তোর কান্না পাবে।

রাধী— বড় কষ্ট দিদি বড় কষ্ট (ক্রন্দন) তুই গানও গাসনি, হাঁসিস ওনি।

সরলা— যাক। তোর আর কান্নায় কাজ নেই। আচ্ছা তুই তো সে দিন বলছিলি তোর বাবার কাছে গান শিখেছিস, তোর বাবা কোথায় রে ?

রাধী— কি জানি দিদি, কি জানি—উঃ! বাবার মাথায় লাঠি মারলে দিদি—বাবা পড়ে রইল। বাবা! বাবা!

সরলা— তোর বাবার মাথায় লাঠি মারলে। কেন্ কাছে টাকা কড়ি ছিল নাকি ?

রাধী— না দিদি চারিটী চাল, আর ক'টা পয়সা আধলা—ভিক্ষে করে আর কত হ'বে দিদি ? আমার বাবা বসন্ত হয়ে অন্ধ হয়ে গেছিল দিদি, আমি বাবার হাত ধরে গান গেয়ে বেড়াতুম।

সরলা— তার পর ?

রাধা— তারপর—আমায় টেনে নিয়েগে নৌকায় চড়ালে—কত জায়গায় ঘোরালে।

সরলা— থাক, আর বলতে হবে না রাধি, বুঝেছি। থাম তুই।

রাধী না না শোন, তারপর শোন—আরও শোন।

সরলা— না আর বলিস্ না—

রাধী— শোনো শোনো—শুনতেই হ'বে। তারপর নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়লুম—বাবাকে আর খুঁজে পেলুম না—আরো শুন্‌বে ?

সরলা— ঢের শুনেছি ওসব—রোজ শুনছি।

রাধা— শোন, শোন তবু শোন। মামার কাছে গেলুম, মামা এক ঘরে হ'লো—তাড়িয়ে দিলে।

সরলা— তোকে রাখলে না ?

রাধা— না দিদি রাখলে না। কেউ রাখলে না। লোকে হাসি ঠাট্টা করত, তাই পালিয়ে এলুম।

সরলা— নিজেকে নিজে রক্ষে করতে হয় রাধি, কেউ রক্ষে করে না। ভগবান ও বুঝি করে না। দুর্ব্বলের সবাই শত্রু রাধি, সবাই শত্রু।

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—হারুর বাটী।
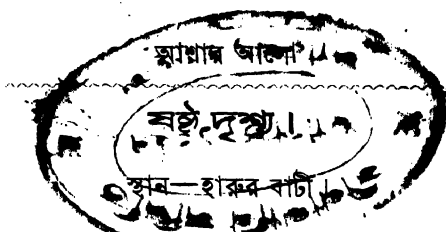
(গান গাহিতে গাহিতে বাবাজীর প্রবেশ)

সাধলে সিদ্ধি হবেই হবে, (ওরে মন)
কে চেষ্টা করে বিফল ভবে ?
বিপদ ? সে যে সাধন তরী,
সঙ্কট দেখে কেন ডরি।
সে যে মায়ের খেলা লুকোচুরি—
বিশ্বাস মনে রাখতে হবে।

বাবাজী—কোথায় গো হারুদা ?

হারু— মাপ কর ভাই আজ। বাড়ীতে বড় বিপদ। ছেলেটার ভেদ-বমি হচ্ছে।

বাবাজী—হাঁ তাতো শুনেছি। আহা ভগবান মঙ্গল করুন। হাঁগা, এই যে ও পাড়ায় ডাক্তার বাবুরা এসেছেন, তাঁদের খপর দাওনি কেন ? তাঁরা বড় দয়াশীল গো—বড় দয়াশীল। পরের জন্য বুক দিয়ে খাটছেন। আমি বছর বছর দেখি ওঁরাই গঙ্গাসাগর গিয়ে কত লোকের জীবন রক্ষে করেন।

হারু— এ রোগে আর ডাক্তার কি কর্ব্বে বল ? ভগবান মুখ তুলে চান তো রক্ষা হবে (রোদন)।

বাবাজী—ঐ বড় দোষ ! ক্ষিদে পেলে থাবো, ঘুম পেলে ঘুমুবো, ভালমন্দ মামলামকর্দ্দমা সব কাজই নিজের ইচ্ছামত কর্ব্বো, শুধু অসুখের বেলায় ভগবানের দোহাই দোব। তাঁরা মরা বাঁচান, আমি নিজের চক্ষে দেখেছি। যাই আমিই খবর দেইগে। (প্রস্থান)

(কলসীও কাপড়চোপড় লইয়া তরঙ্গিনীর প্রবেশ)

তর— কি জ্বালাতন ! কাটাঘায়ে নুনের ছিটে, দেশে ট্যাঁকা যে ভার হয়ে উঠলো।

হারু— কি হয়েছে রে তরি ?

তর— গরীবের উপর এত পেহার ! ভগবান সইবে না, এখনও দিন-রাত হচ্ছে, চন্দ্র সূর্য্য উঠছে।

হারু— কার সঙ্গে বুঝি ঝগড়া করে এলি ? কি হয়েছে বল না।

তর— দেমাকে চোকে কানে দেখতে পাচ্ছে না। থাম, দর্পহারী মধুসূদন আছেন।

হারু— কি হয়েছে বল না, চেঁচিয়ে মরছিস কেন ?

তর— চেঁচাব না ? একশবার চেঁচাব। কোথায় কাপড়চোপড় গুলো কেচে মুখুয্যেদের পুকুর থেকে এক কলসী জল আনতে গেলাম, আরে বাপরে, সেখানে এক জমাদারনী বসে আছেন। মাগীর যেন বাবার পুকুর—নামতে মানা। সবুর কর, আমার নামও তরি।

(সরোজের প্রবেশ)

সরোজ— তবু ভাল। আমি মনে করছিলাম কি দক্ষিযজ্ঞিই হয়েছে ?

তর— দক্ষিযজ্ঞি আবার কার নাম ? এইত দক্ষিযজ্ঞি। ঘরে রোগী, সাত'শ কাজ,কোথায় কাচাকোচা সেরে শীগ্‌গির ফিরে আসবো, তা'নয় এপুকুর ওপুকুর করে, এক প্রহর কাটিয়ে—চোরের মত চুপি চুপি, এক বেলার পথ বোসেদের পুকুর থেকে কাপড়গুলো কেচে আন্‌তে হ'ল।

সরোজ— বোসেদের পুকুরটাও তাহলে মজিয়ে এসেছো ? আবার কাজ বাড়ালে। তোমাদের ভাল কর্ব্বার জন্য আমরা চেষ্টা

করলে হবে কি ? নাও, কলসীর জলটী ফেল—আর কলসীটী বালতিটী সেদ্ধ কর।

তর— ঘরে রোগী চিঁচিঁ কচ্ছে—সে দিকে নজর দিই—না ঐসব করি।

সরোজ— হাঁ হারু, তোমার ছেলের ব্যায়ারামের কথা, এই পথে আসতে আসতে শুনলাম। কি রকম আছে ?

হারু— আর কি রকম বাবু। কাল থেকে এখনও ছেলের উঠা নামা হ'চ্ছে। মা ওলাবিবির মনে কি আছে জানি না।

সরোজ—ওলাবিবির মনে যা থাক, তাঁকে পরে খুসী কোরো। এখন বড় ডাক্তার বাবুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাঁর কথা মত কাজ কর। না হলে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

তর— আর শাপ মন্বন্তর কেন বাবু, সর্ব্বনাশ তো হতেই বসেছে। মা ওলাবিবি মুখ তুলে চাও মা। আমার অসুর ছেলে মা।

সরোজ—ওলাবিবির পূজা কর্ব্বে কর। কিন্তু ছেলে পুলেগুলোকে যদি বাঁচাতে চাও তাহলে না বলি তাও কর।

তর— আর বলে কাজ নেই। দ্যাখ বাপু আমাদের গরীবের বাড়ীতে ও সব কি হয় ? এসব তোমাদের ভদ্দর পাড়ায় হলে তখন কোরো। গুয়ে, গুয়ে, ও গুয়ে—গুয়ে মরেছে।

(নেপথ্যে) কি পিসিমা ?

(গুয়ের প্রবেশ)

তর— খুকির জন্যে যে দুধটা রেখে গিয়েছিলাম সেটা খুকিকে খাইয়ে দিয়েছিস্ তো ?

গুয়ে— না পিসিমা।

তর— হতভাগা, এতটা বেলা পর্য্যন্ত মেয়েটাকে উপুসী রেখেছিস ? গতরে কি শোঁপোকা ধরেছে। দুধ টুকুও খাইয়ে দিতে পারনি ?

গুয়ে— পিসিমা, তুমি খুকির দুধটা দাদার কাছে খোলা রেখেছ—আর ওতে যে অনেক মাছি বসেছে।

তর— তাতে তোমার গুষ্টির পিণ্ডি হয়েছে কি? মাছি গুলো তাড়িয়ে দুধটা খাইয়ে দিতে পার নি?

গুয়ে— তা কেন পিসিমা। দুধের সঙ্গে যে মাছিগুলো বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। বিষ কি মাছি তাড়ালে যায়। স্বাস্থ্য রক্ষায় আরও পড়েছি—রোগীর ঘরে কোন খাদ্যদ্রব্য রাখিতে নাই, রাখিলে তাহা বিষাক্ত হয়। সেই সকল খাদ্য দ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়। নচেৎ অপরেরও সেই রোগ হইতে পারে।

তর— থাম থাম জ্যাটা ছেলে। পাঠশালে যাও বুঝি ঐ সব শিখতে। দাঁড়াও তোমার পাঠশালে যাওয়া ঘোচাচ্ছি।

গুয়ে— না পিসিমা ও সব বোলবো না—দুধ খাইয়ে দিচ্ছি—আমি পাঠশালে যাব—(ক্রন্দন)

সরোজ— না খোকা তুমি ঠিক বলেছ। ঐ দুধটা খাওয়ালেই খুকির অসুখ করবে? হায় এটুকুন বুদ্ধিও যদি আমাদের দেশের লোকের থাকতো, তাহলে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে অনেকটা অব্যাহতি পেত।

তর— কেন আর তুমি সময় নষ্ট করছো—তোমায় তো আর আমরা ডাকিনি। তোমার কি আর ডাকডোক নেই?

হারু— থাম না তরি, তোকে নিয়ে যে কি করি। বাবু কিছু মনে করবেন না—ওর ওই রকম। তাহলে ডাক্তার বাবুকে পাটিয়ে দেন গে, তাঁদের হাতেই দেই।

সরোজ— বড় দেরী করে ফেলেছ—অবস্থা খারাপ বোধ হচ্ছে। আমি তাঁকে সঙ্গে করে শীঘ্র নিয়ে আসি। তবে কটা কথা দরকারী,

বলে যাই শোন। এই দেখতে পাচ্ছি তো তোমার ভাঁড়ার ঘরের সামনেই ছেলেটীকে রেখেছ। অন্যায় করেছ।

হারু— কি করি বলুন ঐখানটাই একটু আজাড় ছিল তাই রেখেছি। এই সব বাহ্যে বমি নিয়ে শোবার ঘরে অসুবিধা হয়।

সরোজ—সেইটীই ভুল করেছ। রান্না ভাঁড়াড়ের কাছে কি এ সব রুগী রাখে? জলের কলসী, খাবার দাবার, থালা বাসন, সব কাছেই রয়েছে। চল একটা বিছানা করে দাও, ছেলেটীকে একটু সরিয়ে আনা যাক। কলসীর জলটাকে ফেলে দিয়ে আর একটু ভাল জল দিয়ে ফুটিয়ে নাও, আর ঐ গরম জলটা দিয়ে ঐ সব থালা বাসন গুলো ধুঁয়ে ফেল। তা হলেই বিষ কেটে যাবে।

হারু— আচ্ছা বলে দিচ্ছি। মেয়েরা করবে অখন।

সরোজ—না মেয়েরা নয়—ও সব আমি দাঁড়িয়ে করিয়ে দেব। মেয়েরা অত বোঝে না। তুমি এগুলো, যা যা বলি, নিজে নজর রেখো।

(ঘটি হস্তে রাধানাথের প্রবেশ)

এই যে রাধানাথ এসেছো। বেশ হয়েছে।

রাধানাথ—আজ্ঞে এসেছিলেম এই দুধের যোগানটা নিতে, আর একটু গুড়েরও দরকার ছিল। ওর ঘরে গুড় রয়েছে কিনা বেচবার জন্যে।

সরোজ—খবরদার ঐ কাজটী কোরো না। এবাড়ী থেকে দুধ কি কোনও জিনিষ নিয়ে যেও না। তবে যখন এসেছো হারুকে একটু সাহায্য করে দাও, নইলে ও একলা সব পারবে না। তাতে তোমার কোন ভয় নেই, বরং সবাইকার উপকার হবে।

তবে এখানে যেন পান তামাক পর্য্যন্ত খেয়ো না। কেমন করবে তো ?

রাধা— অবিশ্যি কোরবো। পাড়াপড়শীর বিপদে উপকার না করলে চলবে কেন বলুন ?

সরোজ—তোমার বেশ বুদ্ধিও আছে, তুমি পারবে। দেখ, যেন সব কাজ গুলো ঠিক মত করা হয়। ঠকাতে গেলে কিন্তু নিজেরাই ঠকবে। ময়লা বমিগুলো যেখানে সেখানে না ফেলে, চারটী খড় চাপা দিয়ে একটা দেশলাই জ্বেলে দিয়ে পুড়িয়ে, না হয় পুঁতিয়ে দিও। মাছি না বসে।

রাধা— আজ্ঞে ওদিকে গোটাকতক গর্ত্ত খুঁড়িয়ে দিচ্ছি। তাতে ফেলে তখুনি পা দিয়ে মাটিটা ঠেলে দিলেই পারবে।

সরোজ—হাঁ, তা হলেই হবে। তারপর দেখো, যেন রুগীর বিছানা কাপড় গুলো যেখানে সেখানে না কাচে। যে গুলো ফেলবার সেগুলো পুড়িয়ে না হয় পুঁতে ফেলিও, আর বাকী গুলো বাইরে একটা উনুন করে, সিদ্ধ করিয়ে দিও। যারা ঐ সব ঘাঁটাঘাঁটি করবে তারা যেন এই কার্ব্বলিক সাবান আর ঐ তোমাদের চুণ রয়েছে তা দিয়ে বেশ করে হাত ধোয়। সেই হাতেই খাবার দাবার নাড়লে সেগুলো বিষিয়ে যাবে।

রাধা— আচ্ছা তা করিয়ে নেব।

সরোজ—হারু,দেখ তোমার পরিবারকে বল,যেন ওর এঁটো বাসন গুলোয় কাউকে না খাওয়ায়। ওর ঘটিবাটি গুলো একেবারে আলাদা রেখে দেবে, পরে ফুটিয়ে নেবে। রাঁধা বাড়াগুলো একটু তফাতে করাও। যা হয় করে সেরে নিয়ে গরম গরম খেয়ে নিও। যেন মাছি না বসে। আচ্ছা আমি এখনি ডাক্তার বাবুকে নিয়ে আসছি। রাধানাথ, ভাই তুমি একটু

পাড়ার লোকজনকে জমা করে রাখ, যেন টপ করে ইন্‌জেকসন্‌ গুলো হয়ে যায়।

রাধা— আজ্ঞে যান আসুন গে ফিরে। আমি বন্দোবস্ত করে রাখছি।

সরোজ—তোমার মত প্রতিবেশী পাওয়া সত্যই সৌভাগ্য।

রাধা— সে কি বাবু। আমার বেলা আপনি, আপনার বেলা আমি না হলে, সংসার চলবে কি করে ?

সরোজ—সেইটেই কম লোকে বোঝে রাধানাথ।

সপ্তম দৃশ্য

নদীতীর—সন্ধ্যাবেলা

(কয়েকজন যুবক বসিয়া গান গাহিতেছে)

সত্য শিব মঙ্গল তুমি,
　　অনন্ত সুন্দর তুমি গো।
(তাই) পশু পাখী নর সকলে মিলিয়া,
　　মহিমা তোমার গাইছে গো।
ফুলের গন্ধ মাতায় ভুবন,
　　শান্তি আনে মলয় পবন।
তৃপ্তিভরা সৃষ্টির কানন
　　মরমের জ্বালা মুছায় গো।
এক তুমি, ওগো, তুমিই সব,
　　আকাশে বাতাসে বিরাজ গো।
তোমার সরস অমৃত পরশ,
　　নিবারে সকল বেদনা গো।

যোগেশ—সত্যই দেখ দেখি কি সুন্দর স্থান! কুল কুল করে নদীর জল সাদা ফেনার মুকুট মাথায় দিয়ে ছুটে চলেছে। সন্তাপহারী বাতাস সকল সন্তাপ যেন মুছে ফেলে দিচ্ছে। চাঁদের জ্যোৎস্নায় সারা জগৎটা ভরে গিয়ে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে! যথার্থ ই এটা একটা অনন্ত সৌন্দর্য্যের দেশ। কোথায়, কোন অনির্দ্দিষ্ট রাজ্যে বসে—কে একজন শক্তিমান পুরুষ—অনন্ত সৌন্দর্য্যের উৎস খুলে, রাত্রি দিন দেশটাকে সৌন্দর্য্যে ভরে রেখেছেন। কিন্তু এর মধ্যে—কোথা থেকে একটা ভীষণ অভিসম্পাত এসে, মাঝে মাঝে দেখা দেয়—যা দেশবাসীর মুখ থেকে সকল হাসি কেড়ে নিয়ে—তার মুখে অন্ধকার কালিমা মাখিয়ে দেয়। এই অভিসম্পাত দূর করতে না পারলে—বাঙ্গলা দগ্ধ প্রান্তরে পরিণত হবে—বাঙ্গালী জাত নির্ম্মূল হবে।

১ম যুবক—তোর যে ভাব এলো দেখ্‌ছি। দেখিস যেন হঠাৎ কবিতে লিখতে বসে যাসনে। যাক, যখন এমন জ্যোৎস্নাই উঠেছে, তখন আর বাজে সময়টা নষ্ট না করে, তাস জোড়াটা বার করে দু হাত খেলাই যাক।

ধীরেন— হাঁ ঠিক বলেছিস। কুঁড়ের মত বসে বসে হা হুতাস করার চেয়ে, একটু বীরের মত তাস খেলাটা মন্দ নয়। কিন্তু আবার নৃপেনদার চেলা আছেন। এখুনি বলবেন, যে তাসপাশা খেলে মিছে সময় নষ্ট না করে, সে সময়টা গোটা কতক মশা টশা মারলে কাজ দেখতো।

২য় যুবক—হাঁরে ধীরেন, তুই তো নৃপেনবাবুর দল ছেড়ে ওদলে গিয়ে মিশেছিস। সেখানে কিরকম সুবিধা হচ্ছে?

ধীরেন— দেশ সেবায় কোথাও এখন আর সে রকম সুবিধা হয় না।

২য় যুবক—আচ্ছা তুই নৃপেন বাবুর দল ছেড়েছিলি কেন? সেখানেও সুবিধা হয়নি?

ধীরেন— ওসব বাজে কাজ। মোহমুদ্গর তো পড়েছ, তাতে লেখাই আছে—“যাবজ্জননং তাবন্মরণং”—জন্মেছ কি মরেছ। তবে আর কেন এত হাঁক পাঁক। তার চেয়ে চার্ব্বাকের মতে “যাবজ্জীবেৎ সুখংজীবেৎ” করাটাই কি ভাল মতলব নয়। ওঁরা এখন আবার হরিহর বাবুকেও দলে টানবার চেষ্টা করছেন। তাঁর ছেলের সান্নিপাতিক হয়েছে—তাকে সব ডাক্তার টাক্তার এনে ম্যালেরিয়া বলে বাহাদুরী নিচ্ছেন।

২য় যুবক—আচ্ছা ধীরেন, তুই তো অনেক দিন ওকালতী পাশ করেছিস, আর বারেও জয়েন করেছিস; কিন্তু কাছারীতে তো তোকে বড় একটা দেখতে পাই না। বাজে কাজেই তো ঘুরে বেড়াস। ব্যাপারটা কি বল দেখি?

ধীরেন— আরে বলছি কি? যত হাকিম সব বোকা। তারা আমার মকর্দ্দমা বুঝতে পারলেই হারিয়ে দেয়। তাই কোন মক্কেল আমার কাছে বড় আসে না।

১ম যুবক—তুই এক কাজ কর না—সাইনবোর্ড মেরে দেনা, “যাঁহার হারিবার দরকার আসুন—নিশ্চয় হার।

যোগেশ—তোমরা বাজে কথাইতো ক’চ্ছ দেখছি। কিন্তু এই যে হাজার হাজার লোক অকালে মারা যাচ্ছে, লাখ লাখ লোক ম্যালেরিয়ায় অকর্ম্মণ্য হয়ে থাকছে, সেটা দেখে কি মনে ঘাও লাগে না—প্রতিকার করবার একটু ইচ্ছাও হয় না? আর নিজেরাও কোন না ভোগ?

ধীরেন— যদি না মরবে এত লোক আঁটবে কোথায়? আর খাবেই বা কি? ঈশ্বরেরও তো একটা বাজেট আছে। তার

পর, ম্যালেরিয়া কমিয়েছ কি বাঙ্গলাদেশ অধঃপাতে গেছে। ম্যালেরিয়া আছে বলেই বাঙ্গালী এত ইন্‌টেলিজেন্ট।

যোগেশ—কি রকম? এযে নতুন থিয়রি দেখছি।

ধীরেন— জান না। ম্যালেরিয়ায় যে কম্প হয়, তাতে ব্রেণের সেলগুলো সব পটাপট্ খুলে যায়, আর যত বুদ্ধি ফুটে উঠে। ম্যালেরিয়া তাড়িয়েছ, কি দেশশুদ্ধ জড়ভরত।

১ম যুবক—আচ্ছা, ম্যালেরিয়া ফিবারটা এলো কোত্থেকে? এতো আমাদের দেশে ছিল না।

[ঠাকুরদার প্রবেশ]

প্রেম— হরি হে, তুমিই সত্য। পতিতপাবনী—মা, অন্তে স্থান দিও মা। কি গল্প হ'চ্ছে সব।

১ম যুবক—ঠাকুরদা, আমাদের একটা মস্ত খট্‌কা লেগেছে। এই যে ম্যালেরিয়া-ফিবার হয়, এটা এলোই যে কোত্থেকে, আর এতে লোক এরকম বারবার ভোগেই বা কেন?

প্রেম— তোমরা নেমতন্ন করে এনেছ! তোমরা দু'পাতা ইংরিজী পড়ে, একেবারে দিগ্‌গজ হয়ে পড়েছ কি না। আমাদের শাস্ত্রে ফিবার টিবার ছিল না বাবা। ছিল এক জ্বর। আদর করে সব নাম দিলেন ফি-বার। একবারও নয়, দুবারও নয়, সাক্ষাৎ ফি-বার। এখন আদর সামলাও।

২য় যুবক—কোথায় গেলেন ডাক্তার ল্যাভেরণ, আর কোথায় গেলেন সার রোনাল্ড-রস—কোথায় তাঁদের প্যারাসাইট, আর কোথায় তাঁদের মশা। ঠাকুর্দ্দার কাছে চালাকি! আচ্ছা ঠাকুরদা, ভুগতেও আমরাই ভুগি, মরতেও আমরাই মরি। এর মানে কি? শাস্ত্রে এর কোন ব্যাখ্যা আছে কি?

প্রেম— এখন কি আর শাস্ত্র আছে, না শাস্ত্রের মাহাত্ম্য আছে। আর আমি শাস্ত্রের জানিই বা কি ?

২য় যুবক—সে কি কথা ঠাকুরদা, আপনি শাস্ত্র জানেন না ? আমরা তো জানি লোকে যেমন রুই মাছের মুড়ো পেলে চিবিয়ে চুষে খায়—আপনিও সেই রকম শাস্ত্রকে খেয়ে হজম করে ফেলেছেন।

প্রেম— য়্যাঁ, আমি নিরামিষ ভোজী—বলে মাছ ছুঁই না পর্য্যন্ত। আমাকে বলে কি না মুড়ো খেয়েছে।

২য়-যুবক—ঠাকুর্দ্দা ভুল বুঝেছেন—মাছ খাওয়ার কথা বলছিনে, শাস্ত্র খাওয়ার কথা বলছি। আপনি মহা শাস্ত্রদর্শী।

প্রেম— ওঃ তাই—তোমরা সব ধার্ম্মিক ছেলে, ধর্ম্মে তোমাদের মতি আছে। তবে বলি শোন, বিধাতা আমাদের পূর্ব্ব জন্মের সব পাপপুণ্য বেশ ক'রে হিসেব ক'রে দেখেন। সেই মত যার যত পুণ্য তাকে তত ভাল ঘরে পাঠিয়ে দেন, তাকে তত বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখেন—আর তত ভাল স্ত্রী মিলিয়ে দেন। নইলে কেউ বা জন্ম অবধিই গাড়ী ঘোড়া চড়ছে—বাবুগিরি করছে, আর কেউ বা জন্ম থেকেই অন্ধ হয়ে, জনমভোর লাঠি ধরে 'দিলায় দে, দিলায় দে'—করে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। পূর্ব্ব জন্মের পাপ না থাকলে জন্ম থেকেই অন্ধ হবে কেন ? পেটে ব'সে ব'সে তো আর কেউ পাপ করেনি।

১ম-যুবক—ঠাকুর্দ্দা ফিলজফি ছেড়ে একেবারে লজিকে চলে এলেন যে দেখছি। সত্যইতো, সে পাপ করবার ফুরসুত তো পেলে না।

প্রেম— হরি হে, কলিকালে হোলো কি এসব ? এই ক'রো কলেরায় মরবে না, এই ক'রো বসন্তে মরবে না—কত হুকুমই না হ'চ্ছে। মরণটা যেন সব হাতধরা। আরে বাবা—যে ক'টা

হরফ এই কপালে লিখে দিয়েছে—ভগবান নিজে এলেও তা খণ্ডাতে পারবে না, তার আবার তুমি আমি! পেটের ভিতরে যেগুলো মরে সেগুলো কি ক'রে মরে বাবা। সেগুলো তো আর বিষ খেয়ে মরে না।

ধীরেন— তাইতো—ঠাকুর্দ্দা যে দেখছি লজিক থেকে একেবারে সায়েন্সে পৌঁছুলেন। অকাট্য যুক্তি।

২য় যুবক—নিশ্চয়ই। কিন্তু সেইখানে পৌঁছেই মারা পড়লেন। নইলে এক-রকম চালাচ্ছিলেন ভাল।

১ম যুবক—কেন তুই কি এর জবাব দিতে পারিস না কি?

২য়-যুবক—পারি বৈ কি। অনেক দিন ডাক্তারের সাকরেদী করছি। মাঝে মাঝে—কি খাইয়ে দিয়ে ব্যারাম ক'রে দেয় বলে—শুনেছিস কি?

১ম-যুবক—হাঁ শুনেছি, কারুর কারুর আবার অন্য রকমেও হয় বলে যে। কি রকম হয় কে জানে?

২য়-যুবক—জানেন অনেকেই, তবে নেকা সাজেন সবাই। মনে করেন ডুবে ডুবে জল খাচ্ছি, শিবেও টের পাবে না। তাতো হয় না —ও দোল দুর্গোৎসবের ঢাক সময় হ'লে আপনিই বেজে ওঠে।

১ম-যুবক—কি বাজে বকছিস যে তুই। যা তা বলে যাচ্ছিস যে।

২য়-যুবক—যা, তা বলিনি ভাই। নেহাৎ সত্যি কথাই বলছি—আর বড় দুঃখেই বলছি। অনেক সংসার এই রকম করে ছারেখারে যাচ্ছে। সামান্য একটু আমোদ করতে গিয়ে নিজের সর্ব্বনাশ তো করেনই, জনমভোর ভোগেন—এমন রোগ নেই যা ওথেকে আসে না। নিজের পাপে না হয় নিজেই ভোগ; তা'ত নয়। পরিবারটী জনম ভোর ভুগবেন। ছেলেমেয়েগুলিও ভুগবে। ঐ যে পেটে মরে, আর পেট থেকে পড়েই অন্ধ হয়, সেটা অনেক

সময়েই তার পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফল নয়, তার বাপের ইহ-জন্মের সচ্চরিত্রতার সব চেয়ে বড় সার্টিফিকেট।

১ম-যুবক—এ সব বাজে কথা। কোত্থেকে হবে এ সব ?

২য়-যুবক—কোত্থেকে হয় সেটা ধরা অবশ্য বড়ই শক্ত। তবে জীবনে পা পেছলায় অনেকেরই, বিশেষতঃ সহরের লোকের। তখন বুঝতে পারেন না—পরে বড় আপশোষ হয়। খুঁজলে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীও ধরা পড়ে যান।

১ম-যুবক—তা সহরে না হয় হ'তে পারে। আমাদের পাড়াগাঁয়ের চাষা লোকদের তো আর ওসব হয় না।

২য়-যুবক—খুব বেশী হয়। হাটে হাটে রূপসীরা তো দোকান বেঁধে আছেনই, তাছাড়া আবার মেলায় মেলায় ফেরি করেন। আমাদের বড় বড় জমিদার মশাইরা, মেলা জমাবার জন্যে ভাড়া করে তাদেরকে নিয়ে যান।

যোগেশ—এরজন্য তাহলে আইন হওয়া উচিত তো ?

২য়-যুবক—উচিত বৈ কি। বোধ হয় শীঘ্র হবেও। কিন্তু আগে লোকের প্রবৃত্তি বদলান দরকার, আর তার সঙ্গে শিক্ষাও দরকার।

প্রেম— তোমরা সব একেবারে অধঃপাতে গেছ। শাস্ত্রের আবার টীকা ক'রছ। নৃপেন যেমন কলির বেদব্যাস হয়েছেন, তেমনি সব শিষ্যি তৈরী করেছেন। দেশটাকে একেবারে বেল্লিক করে তুললে।

ধীরেন— সে কি ঠাকুর্দ্দা—নৃপেন বাবু তো ছোট শ্রীকৃষ্ণ—বেদব্যাস হবেন কেন ? তিনি এখন রাসলীলা করে মাহাত্ম্য দেখাচ্ছেন—আত্মা-শক্তির সাধনা কচ্ছেন। আমাদের বরাতে একটি গোপিনী জুটলেও বুঝি—চুটিয়ে দেশ সেবা করা যায়।

যোগেশ—(দাঁড়াইয়া) ধীরেন, জানি আমি তুমি অতি নীচ। এখন দেখছি তুমি তার চেয়েও নীচ। লোকের সামনে এ কথা গুলো ব'লতে জিবে বাধলও না। তোমার মা, তোমার মত ধুরন্ধরকে গর্ভে স্থান দিয়ে, আপনার বুকের রক্তে ঐ বিকৃত মস্তিষ্ক গড়ে না তুললে, বোধ হয় মাতৃজাতির এতটা অপমান কখনও হ'ত না !

(যোগেশের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাণীর মার বাটীর কক্ষ।

(একখানি তক্তপোষের উপর ফর্সা চাদর পাতা। তাহার উপর একটী ফর্সা কাপড়ের গাঁটরী। পাশে একখানি জল‐চৌকির উপর কয়েকটী শিশি বোতল। একটী বাটীতে একখানি কাঁচি ও সূতা। পাশে একটী ষ্টোভ ও হাঁড়ি রহিয়াছে।)

সরলা— জ্যাঠাইমা, কদিন আর আসতে পারিনি বাছা। রাণীকে দেখে এলাম। সে বেশ একটু ভয় পেয়েছে। এ সময় ভয় পাওয়াটা ভাল নয়। বেশ করে ভর্সা দিও। আর ঘরের ভিতরেই বসে থাকে বল্লে। সেটা ঠিক নয়—খোলা জায়গায় বেশ ঘুরে ফিরে বেড়াবে। বেশী খাটা খুটিটাই খারাপ।

রাণীর মা—আচ্ছা তা বলে দেব। ভর্সাতো খুবই দিই। কি খেতে দিই বলতো মা? সবই তো খাবনা বলে।

সরলা— যা সহজে হজম হয়—সবই খাবে। তরিতরকারী, ফলমূল একটু বেশী খাওয়া ভাল। জলটা মধ্যে মধ্যে খানিকটা ক'রে খাওয়া ভারী উপকারী। এই যে তুমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছ দেখছি—বেশ করেছ। এখনও দেরী আছে। তাহলেও একটু আগে থাকতে করে রাখাই ভাল।

রাণীর মা—হাঁ ছাখ তো মা, সে দিন যা যা ব'লে গেলি সব তো করেছি। দেখি মেয়েটার বরাতে কি আছে। দু'দুটোত নষ্ট হয়ে গেল! ঘরটা চুনকাম করিয়েছি। বিছানা পত্তর সব ঠিক করে রেখেছি। হয়েছে তো।

সরলা— জ্যাঠাই মা, দেখ, আমার তো আর পড়া বিদ্যে নেই, আর আমি পাশকরা দাইও নই। তবে যেটুকু সামান্য দেখেছি আর শুনেছি, সাধ্য মত তোমায় বলেছি। দেখ এখন চেষ্টা ক'রে।

রাণীর মা—আমাদের পাড়াগাঁ। এখানে তো আর পাশকরা দাই পাওয়া যায় না—আর পেলেই বা তার পয়সা আসে কোথা থেকে। নিয়ে এলুম তো জোর করে মেয়েটাকে শ্বশুর বাড়ী থেকে—পাঠাতে চায় কি? এই দেখ মা সব জিনিষ গুলো—এর দামই বা কি আর ব্যাপারই বা কি। একটু টিংচার আইডিন, একটু বোরিক তুলো, একখানা কার্ব্বলিক সাবান—এ তো সব ঘরেই থাকে। এই দেখ বাছা—তক্তপোষ বেশকরে গরম জলে ধুয়ে, সব বিছানা বালিশ সেদ্ধ করে রেখেছি—এই সব ছেঁড়া নেকড়া কাপড়ও সেদ্ধ করে রেখে দিয়েছি। তা বাছা লোকে যা বলে বলুক—আমার মেয়ের প্রাণটাতো আগে। সেবারে

ছেলেটাতো গেলই—মেয়ে নিয়ে টানাটানি। জ্বর, বিকার, নিমোনিয়া—মেয়ে যায় আর কি !

(পিসী ও প্রভার প্রবেশ)

পিসী— কি গো—রাণীর মা। এবার নাকি তোমার মেয়ে বিলিতী মতে খালাস হবে ? শুনলুম বড় ধূমধাম। তাই মনে করলুম একবার দেখে আসি। (সরলার প্রতি হাসিয়া) এই যে মেম-ডাক্তারও হাজির। সরলা, তুইও কেন জুতো মোজা পায়ে দিস নে ? তা বাছা অমন আঁতুড়ে দুচারটা মরেও থাকে, আর খালাস হ'তে অমন একটু আধটু ভুগতেই হয়। তবে আর মেয়ে মানুষের অভিসম্পাত কি ? ওমা ! আঁতুড় ঘরে ওই ষ্টোভ হাঁড়ি রয়েছে। এখানে কি ভেয়ান হবে নাকি ? ওই যে বেশ খাট বিছানা হয়েছে—যেন বিয়ের সব দান পত্র সাজান হয়েছে !

প্রভা— এতে আর ধুমধামই বা কি দেখলেন, আর বিলিতিই বা কি দেখলেন ? এটা তো দেখেন যে এই রকম করে দু'চারটা মর্ত্তে মর্ত্তেই হাজার ভর্ত্তি হয়—আর তাদের মারা হাহাকার করে। সামান্য একটু সাবধান হ'লে অনেক কচি ছেলে আর পোয়াতি বাঁচে। পাড়াগাঁয়ের লোকেরা এসব এখনও শেখেনি—কলকাতায় কিন্তু এই রকম সব হয়।

পিসী— বরাত ছাড়া তো পথ নেই। আর এ সব বড় মানুষীর কাজ। গরিবে বাছা অত শত করতে পারে না।

প্রভা— গরিবে না পারার তো এতে কিছু নেই। কোটা ঘর যার নেই—সে নেহাৎ গোয়াল ঘরটা না দিয়ে একটা শোবার ঘর দেবে। ক্ষার সাবান তো গরিবের ঘরে কেচেই থাকে।

আর তক্তপোশ যদি নেহাৎ না থাকে, দুখানা তক্তা পেতে—চারটী বিচিলি ছড়িয়ে নিলেই ঠাণ্ডা থেকে বাঁচে।

সরলা— আচ্ছা পিসী, তুমি বাবু ভারী কিপ্পিনের মেয়ে। এসব কি আর যে সে ব্যাপার। আসছে কোন রাজপুত্তুর কি রাজ-কন্যা—রামকৃষ্ণ কি বিদ্যাসাগর—তার মতন অভ্যর্থনা করতে হবে তো ? তা নয়—কোথায় আঁস্তাকুড় খুঁজবে, কোথায় পচা দুর্গন্ধ কাপড়বিছানা খুঁজবে। (গাঁটরী খুলিয়া) দেখ দেখি আমার দানের বিছানা আর দান সামগ্রী কেমন ?

পিসী— ওমা, এযে সব ছেঁড়া কাঁথা আর কাপড়ের গাঁট ! তুই এমন ঠক্ !

প্রভা— (হাসিয়া) আমিও মনে করে ছিলুম নতুন তোষক অয়েলক্লথ বাঁধা আছে বুঝি।

সরলা— গাঁট খুলে দেখালুম বলে বুঝি। এতো আর তোমার কল-কাতা নয় বৌদিদি—যে লোকে নিন্দে করবে। সাবান দিয়ে সিদ্ধ করে, আমরা সব নতুন করেইত নিয়েছি।

রাণীর মা—তা ঠাকুরঝি, খরচ আর বেশী কি ? কত খরচ ক'রে মেয়ের সাধ দিলুম,কত ধূমধাম ক'রে সেটেরা পূজো, ষষ্ঠী পূজো ক'রবো ভেবে ছিলুম—তা পোড়া পেঁচোয় কি সাধ মেটাতে দিলে। ডাক্তার রোজা খরচই বা কত গেল সেবারে।

পিসী— আচ্ছা সরলা, তোর কি পেঁচোর মন্তর জানা আছে ?

সরলা— আছে বই কি পিসি, একটু গরম জল পড়া আর লোহাসিদ্ধ দেখলেই পেঁচো পালায়। এই জন্যই তো ও সব ব্যবস্থা হয়েছে। সেবারে কলকাতায় গিয়ে ছিলুম—আমার মামাত ভাজ খালাস হ'ল। তাইতে পাশকরা দাই এসেছিল—এই সব দেখেছিলুম। তারও আগের দুটি ছেলে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সত্যি পিসী সেবারে তো কিছুই খারাপ হ'ল না। আগেকার বুড়ী দাই নাকি যা'তা করে নাড়ী কেটে, বিষ ঢুকিয়ে দিত। ভাবলুম আমাদের দেশেও তো অনেক এই রকম ক'রে মরে। তাইতে সেই দাইয়ের কাছ থেকে সব বুঝে নিয়েছিলুম। তা এমন কিছু শক্ত নয়—সব মেয়েরাই পারে। বৌদির মত বডিসেমিজ পরা, জুতাপায়ে দাইয়ের দরকার হয় না। আমাদের মত পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা শিখলেই সব করতে পারে। বৌদি তা বলে রাগ ক'রনা।

প্রভা— রাগ আর করতে দিলে কই, ভাই। বলে তো নিলে। যা বলছিলে, এখন তাই বল।

পিসী— কে জানে বাবু, আমাদের সেকালে তো এসব ছিল না। আচ্ছা তোর এসব কি কি বল দেখি। বুড়ো বয়সে শিখতে পারবো কি? আমার বড় নাতনীটারও এ রকম হয়।

প্রভা— খুব পারবে। আমিও সঙ্গে সঙ্গে কিছু শিখে নিই।

সরলা— তবু ভাল! তোমরা পুরাণও ছাড়বে, আর নতুনও ধরবে না। বেশ মজা,—যিনি বাড়ীর কর্ত্তা তিনি কোনও খোঁজই রাখেন না—যাঁর ছেলে তাঁর তো ভারী লজ্জা—বাড়ীর গিন্নীর তো সেপাড়ায় গেলে জাত যাবে। যা করে ঐ হাড়ী মা। তার আর দোষ কি? এসব নিজেরা না করলে চলে কই?

পিসী— নাড়ী কেটে শেষকালে একঘরে হয়ে থাকি কেমন?

প্রভা— নাড়ী কাটলে যদি জাত যায়—তোমরা সব ছেলেদের ময়লা সাফ কর—জাত যায় তাতেও?

পিসী— ওমা তাও তো বটে। ঘরের ছেলের দোষ নেই। বলতো বাছা—ওসবগুলো কি হয়? ও শিশি বোতল ওষুধ কি?

সরলা— এই তো পিসী তোমারও সখ হ'চ্ছে দেখছি। তবে শোন, সব বিদ্যে শিখিয়ে দিই। এই তো কার্ব্বলিক সাবান—এটা দিয়ে বেশ করে কনুই অবধি গরম জল দিয়ে ধুয়ে নেবে—নইলে বিষ যায় না। আগে নখ গুলো বেশ ছোট করে কেটে নিতে হয়। এই সেদ্ধ সূতো দিয়ে নাড়ী বাঁধতে হবে, আর সেদ্ধ কাঁচি দিয়ে কাটতে হবে। এতে তোমার জাতও যাবে না, আর নবাবীও হবে না।

পিসী— এই ব্যাপার! এ আর কি। আমি বলি কি একটা কাণ্ডই না হবে।

সরলা— তবু বাকী টুকুন শোন নি। নাড়ীটিকে দুজায়গায় বেঁধে, টুক করে কাঁচি দিয়ে কেটে, এই একটু টিংচার আইডিন আর বোরিক এসিড লাগিয়ে, লালতুলো দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

পিসী— ওমা, ওত আমাদের বাড়ীতে ছেলে পুলের হাত কেটে গেলেই করে—কি টিংচার লাগায়—এসিড লাগায়—বলে যে।

প্রভা— এবার পিসীর জাত গেছে। ইংজিরি নাম মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। সবাইকে বলে দেব।

সরলা— ঠিক তাই। হাত পা কেটে গেলে যা করতে হয়—একটি অস্তর করতে গেলে ডাক্তাররা যা করে, এতেও তাই করতে হয়। বেশী কিছু নয়।

রাণীর মা—তা বাছা ঠাট্টা করলে কি হবে। আমরা সেকেলে লোক, ইংরিজিতো সব শিখিনি, যে তোদের মত পটাপট অষুধের নাম ব'লব। এ সব তোরা ব্যবস্থা করে দিলি তাই, নইলে আমি কি করে জানতুম। আমরা সব পাঁচন যুগের লোক।

পিসী— তা তোরা এক কাজ করনা। দুজন মিলে এর একটা ব্যবসা খোল না।

সরলা— মিথ্যা বলনি পিসী—এর ব্যবসা বেশ চলে। কলকাতার অসুধওলারা যদি এইগুলো একটি বাণ্ডিল করে, তার সঙ্গে বাঙ্গালায় তার ব্যবহারের নিয়ম ছাবিয়ে দেয়—তাহলে অনেকেই ব্যবহার করে। জানেনা, আর পায়না বলেই অসুবিধা হয়।

প্রভা— তাহ'লে তোমার প্রিসক্রিপ্সনটা দিও, ব্যবসাই করা যাবে। এখন আর কি কি শিখে এলে বল দেখি ?

সরলা— ছেলেটিকে কেমন নাওয়ালে—চোক কাণ কেমন পরিস্কার করে দিলে। বল্লে যে আঁতুড় ঘরে ধূঁয়া কোরো না। ঘরের দরজা জানালা খুলে রেখো—হাওয়া খেলবে। আমি মনে করেছিলুম—সর্ব্বনাশ করবে—কচিছেলেটার ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে। তা'না বেশ রইলো।

রাণীর মা—আচ্ছা ছেলেকে কি রোদে দিতে বলতো ?

সরলা— হাঁ রোদে দিতে ব'লতো। ব'লতো যে ছেলেকে রোদে দিলে ভাল বাড়ে, আর হাড় শক্ত হয়।

প্রভা— আর বেশ রোদে পুড়ে পুড়ে আঙ্গার হয়। ওসব আমি পসন্দ করি না কিন্তু।

সরলা— না গো মেমসাহেব না। তা' বলে কি আর রোদে ভাজতে হবে ?

রাণীর মা—আচ্ছা—ছেলেকে খাওয়ানোর সম্বন্ধে কিছু নিয়ম আছে কি ?

সরলা— বলেছিল ছেলেকে যখন তখন খাওয়াবে না। ঘড়ি ধরে খাওয়াবে। কাঁদলেই খাওয়ান বড় খারাপ—এতে ছেলের অসুখ হয়—আর অভ্যাসও খারাপ হয়।

প্রভা— চল এখন যাওয়া যাক।

সরলা— জ্যাঠাইমা—এখন তাহলে আসি। একটা কথা বলে যাই। রাণী যদি বেশী মাথা ধরে বলে, আর যদি দেখ চোকের পাতা ফুলেছে, সেটা শুনতে পাই বড় খারাপ—প্রসবের সময় ফিট হতে পারে। আগেই ডাক্তার ডাকিয়ে দেখিও।

প্রভা— একটা আশ্চার্য্য দেখি। কলকাতাতেও এত মেয়ে ডাক্তার থাকতে লোক, খালাস করবার দরকার হ'লেই বেটাছেলে ডাক্তার ডাকে। কেন তারা কি এসব শেখেনা।

সরলা— শিখবে না কেন ? বোধ হয় ওদেরকে ভাল করে শেখায় না। মাষ্টার সব বেটা ছেলে কিনা। এই যে দাইমা এসে হাজির।

(দাইয়ের প্রবেশ)

দাই— হাঁগো—আমরা কি আর থির থাকতে পারি। আজ কিছু কাজ ছিলনি—তাই ভাবলুম একটু খপরটী নিয়ে আসি। আর এই চাঁচারী সুতো সব যোগাড় করে রেখে যাই—কখন রাত-বিরেতকে কি হবে—তখন কোথায় খুঁজব।

প্রভা— ওগুলি কোথা থেকে আনলে গো ?

দাই— এই চাঁচারীটা-নালায় একটা বাঁশ পড়েছিল—তা হ'তে ফেড়ে নিলাম। আর এই সুতো টুকুনি রাস্তা হ'তে কুড়িয়ে আনছি।

প্রভা— বেশ করেছো—তোমার ঐ কাপড়, ঐ হাত, ঐ নখ, ঐ চেঁচারী আর সুতো, যেন যমের নেমন্তন্ন পত্তর।

দাই— হাঁ গো হাঁ—এখনই তোমরা সব ম্যাম হয়েছো। তোমাদের সব নাড়ী কেটেছিল কে গো ? বিলেত হতে ম্যাম এসেছিল নাকি ?

সরলা— হাঁ, ঠিক বলেছ দাইমা। নেহাৎ বরাতে এই কষ্টটা ছিল বলেই টেঁকে গেছি।

দাই— (রাণীর মার প্রতি) চলগো গিন্নী চল—একবার মেয়েটাকে দেখি। আমার হাতে কোনও ভয় নেই—একবার ব্যথা হ'লে হয়—সাপুটে খালাস করে দিব।

সরলা— তা দেখবে দেখগে। যেন বাহাদুরী ক'র না। জাঠাইমা—আজ ওকে একটী সিদে দিয়ে দাও—আর বলে দাও যে ওর পাওনা ও ঠিক পাবে। ওকে কিছু কর্ত্তে হবে না। ওরা বাহাদুরী করতে গিয়েই অনেক সময় সর্ব্বনাশ করে।

রাণীর-মা—চল দাইমা—চল ঠাকুরঝি। তোরা বসবি বাছা বোস। আমার কাজ রয়েছে।

(প্রভা ও সরলা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

সরলা— যাই—পুকুরধারে ব'সে নৃপেনদার হুকুম তামিল করি গে। ভাল চাকরি পেয়েছি। তুমিও চলনা বৌদি—একলা আর ঝগড়া করতে পারিনে।

প্রভা— আমায় নিয়ে আর কি হবে ঠাকুরঝি—তোমার দাদাকেই পাঠিয়ে দোব অখন।

সরলা— তোমার মুখে আগুন। বেশ বলেছো—এখন চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

জঙ্গলের মধ্যে পথ—রাত্রিকাল

(মুখে কাপড় ঢাকা কয়েকজন লোক একটী ডুলি বহিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ করিল)

১ম লোক—নে—একটু জিরুন যাক। উঃ! কি দুর্য্যোগ রে বাবা—যেমন ঝড় তেমনি বৃষ্টি। এই টুকুন ব'য়ে আনতে একেবারে হয়রাণ হ'য়ে গেছি।

২য় লোক—তুই একেবারে গাধা। এমন জিনিষ যোগাড় করে দিলুম—কোথায় বলবি প্রাণ ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে—তা নয় হয়রাণ।

১ম লোক—তোমায় তো আর চাঁদ এখনও বইতে হয়নি। তা হ'লে বুঝতে। রাস্তার পেছল আর কাদায় টের পেতে।

২য় লোক—হাঁ হাঁ ভারি বয়েছিস। নে ধর—একটু মৌতাত কর। এখুনি সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

৩য় লোক—দিয়ে আয়তো ভাই। যা হোক বাহাদুরী তোর আক্কেলের আর ভর্সার। হারুটা আজ বাড়ী ছেল না—আর আজকেই এই বিষ্টি—তাইতেই ভারি মজা হয়েছে।

২য় লোক—দেখ, আমার ওটার উপর অনেক দিন নজর ছেল। ছোঁড়াটা আগে পিলেরোগা মত ছেল। তারপর ঐ সব বাবুদের কাছে গিয়ে অযুধ খেয়ে, বেটা যেন অসুর হয়ে উঠেছিল। আমি তো হাল ছেড়েই দিয়েছিলুম। তারপর ভাগ্যিস ছোঁড়াটা কলেরায় পটল তুললে, তাইতো।

৩য় লোক—যা বলেছিস—কলেরাটায় আমাদের ভারি উপগার করেছে। যেত ও পাড়ার সব যোয়ানগুলো মরে তো বেশ হ'তো। তাতো হ'লো না। কোথা থেকে ডাক্তার এসে সব থামিয়ে দিলে। নইলে পর গাঁ উজোড় হয়ে যেত—আরও মজা হ'ত।

২য় লোক—ঠিক বলেছিস। কিন্তু বেছে বেছে যোয়ানগুলো মরাই দরকার। ভারি আমাদের পেছনে লাগে। আচ্ছা দেখে নেবো সব—আমরাও যমের সতত ভাই।

৩য় লোক—এখন শেষ রক্ষে করতে পারলে হয়। দেখ দেখিন—ওটা কিরকম শব্দ করছে না?

২য় লোক—দে মুখে আরও খানিকটা কাপড় গুঁজে। আর চেঁচানি কেন চাঁদ—টেনে তো এনেছি—এখন আর চেঁচিয়েও লাভ নেই—কেঁদেও লাভ নেই। চল সুড় সুড় করে।

৩য় লোক—বুঝছ চাঁদ। এইবার চল আমাদের সঙ্গে ভাল মানুষটীর মত। তোমার ঘরে তোমায় তো আর নেবে না। বুঝতেই তো পারছো। ছটফট্ করে আর কি হবে?

২য় লোক—ছটফট্ করবে তো দেনা—বেশ করে বুঝিয়ে।

১ম লোক—নে ভাই চ শীঘ্রী শীঘ্রী ঠিকানায় পৌছুনো যাক। আমার গাটা কি রকম ছম্‌ছম্ করছে।

২য় লোক—তুই একেবারে বেকাম। এত ভয় কিসের তোর?

১ম লোক—না না ভয় নয়—তোরা থাকতে আবার ভয়? তবে কিনা যদি কেউ দেখতে টেকতে পেয়ে থাকে। তাই বলছিলুম শীঘ্রী শীঘ্রী ওঠা যাক।

২য় লোক—আছে রে খবর আনবার জন্য পেছনে লোক আছে। আর দেখতে পেয়ে থাকে—পেয়েছে। করবে কি আমাদের? সাক্ষী দেবে? সে ভরসা হবে না। জানে তারা সাক্ষী দিলে কি হাল হবে তাদের। ঘর জ্বালিয়ে দোব—খুন করবো—বাস। নে আর একটু।

১ম লোক—আরে না না তাই বলছিলুম, ধরা পড়ে শেষে জেল টেল হবে।

৩য় লোক—তোর জেলের এত ভয় কেন রে। না হয় দিনকতক খেটেই দেওয়া যাবে—আবার ফিরে এসে তখন ফূর্ত্তি ক'রব। হাত ছাড়া তো আর হ'বে না।

২য় লোক—হাঁ—জেল অমনি হলেই হ'ল।

১ম লোক—আরে ভাই সর্ব্বনাশ হয়েছে। একটা মস্ত বেহিসিবী কাজ হয়ে গেছে—সর্ব্বনাশ হয়েছে।

৩য় লোক—কিরে কি হ'ল? চেঁচাস কেন?

১ম লোক—মস্ত বেহিসিবী কাজ—এই যে আমরা ক'জনায় গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, লোকে তো বুঝতে পারবেই।

৩য় লোক—বুঝতে পেরে আর ক'রবে কি? আমাদের ফাঁসি দেবে?

১ম লোক—না ভাই, এ সবাই বুঝতে পারবে। এখন কি করা যায়—সর্ব্বনাশ করেছে।

২য় লোক—আরে নারে গাধা। শোন, চেঁচাস নে—সব মৎলব ঠিক করা আছে। সবাই তোর মত গাধা নয়।

১ম লোক—গাধা নয়? তাহলেই হ'ল, বলতো ভাই।

২য় লোক—শোন তাহলে। আজ ওটাকে লক্ষ্মীপুরে বেঁধে রেখে আসবো—সেই ভূতের ঘরটায় জানিস তো। সেখানে তো আর কেউ ঘেঁসবে না ভূতের ভয়ে। পালা করে নজর রাখা যাবে, দূর থেকে। তারপর একবার গাঁয়ে ফিরে এসে একটা কাজের অছিলে করে সবাই মিলে যাওয়া যাবে, বাস। বুঝলি গাধা? তোর ভয় করে তুই আর না হয় তখন যাস নে।

১ম লোক—তাই তো বলি, তোর মত হুঁসিয়ার লোক কি আর আছে? না ভাই আমি যাব—ফাঁকি দিস নে যেন।

২য় লোক—তারপর শোন, লক্ষ্মীপুর থেকে আমার সেই মিতের বাড়ী নে যাব। সে ভারী হুঁসিয়ার। সেখানে গেলে বাস—বেপরোয়া।　　(চতুর্থ ব্যক্তির প্রবেশ)

৪র্থ লোক—কোনও ভয় নেই। কেউ দেখতে পায়নি। বাজী মাৎ।

৩য় লোক—(প্রথমের প্রতি) দে গাধাটার কাণ মলে। চল—ওঠা যাক, বিষ্টি থেমে গেছে।

(সকলের ডুলি লইয়া প্রস্থান। অপরদিক দিয়া পাগলীর প্রবেশ)

পাগলী—গেল—ঐ নিয়ে গেল—সর্ব্বনাশ করবে। উঃ, কি রাক্ষস সব! —দয়া নেই, মায়া নেই—একেবারে রাক্ষস। কি করি—কেউ নেই—আহা বেঁধে নিয়ে গেল—সর্ব্বনাশ করবে, কি করি—কে রক্ষে করবে? যাই সঙ্গে যাই—কেড়ে আনি। না পারবো না। একলা—একলা। যাই—সরলা দিদির কাছে যাই। বলি লক্ষ্মীপুর গেছে—ভূতের বাড়ী গেছে—লক্ষ্মীপুর গেছে—যাই। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

হরিহর বাবুর বৈঠকখানা।

(ঘরটী বেশ সাজান। একটী ফুলদানে ফুল রহিয়াছে)

ধীরেন— নিন মশাই, আপনার সব হিসাবপত্র বুঝে নিন—এরকম ক'রে আর আমার দ্বারা হ'ল না।

হরি— কি হ'ল ধীরেন বাবু—অত রাগ করছেন কেন? আমারও তো বিপদ দেখছেন—ছেলেটা কোনও গতিকে বোধ হয় রক্ষে পেলে।

ধীরেন— সে তো শুনলুম। কিন্তু এটাও তো একটা সাধারণের কাজ। এর যা হয় বিহিত করুন। এই সেবারে কলেরা হয়—সব দল বেঁধে পালাল। আবার এই কদিন সব ব্যাটারা দল বেঁধে জ্বরে ভুগতে আরম্ভ করেছে। কোঁ কোঁ ক'রে কাঁপবে না কাজ করবে? এরকম সব লোক নিয়ে কি আর কাজ হয়?

হরি— তাদের আর দোষ কি? তারা জ্বর এলে কাজ করবে কি ক'রে?

ধীরেন— গোদের উপর আবার বিষফোড়া। নৃপেন বাবুর দল এসে ছিলেন—বলেন এসব ম্যালেরিয়া। লোকগুলোকে একটু কুইনিন খাওয়ালে, আর পুকুর ডোবাগুলো সাফ করিয়ে কেরোসিন দিলেই থেমে যাবে। আমি তো সব হাঁকিয়ে দিয়েছি।

হরি— তাহ'লে এখন কি করা যায় বলুন দেখি?

ধীরেন— করবেন আর কি। সব বেটা পিলে রোগাকে তাড়িয়ে, পশ্চিম থেকে লোক আনা যাক—তা নইলে কি কাজ হয়?

হরি— সেটা তো বড় সোজা নয়—লোক যোগাড় করা বড় শক্ত। দেশের লোক না হ'লে কি কাজ হয়।

ধীরেন— তা হবে না কেন? দেশ তো ওরাই রেখেছে। লোক জোগাড় করাও কিছু শক্ত নয়। দিন না আমাকে ফাণ্ড থেকে পাঁচশো টাকা। আমি পাটনা গিয়ে লোকের দাদন দিয়ে আসছি।

হরি— টাকা তো আমার একলার নয়? সবাইকার সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে তো?

ধীরেন— টাকার এত মায়া করলে আপনারা কাজ চালিয়েছেন আর কি? অন্ততঃ দু'শো টাকা দিন, আমি আজই চলে যাই। আরও কিছু দেন তো—পাটনা তো যাচ্ছি, কিছু ছোলা কিনে আনি—পাটনার ছোলা খুব ভাল।

হরি— অত টাকা কি আর আছে? আমার নিজেরও নেই।

ধীরেন— তা হলে আপনি টাকাটার যোগাড় করুন—আমি পরে দেখা করবো। এখন আসি। (ধীরেনের প্রস্থান)

ভুলু— (স্বগত) টাকাটা পেলে উকিল বাবুর দিন কতক চ'লবে ভাল।

(সরোজের প্রবেশ)

সরোজ— এই দেখুন আপনার ছেলের রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট নরেশবাবু পাঠিয়েছেন। ওতে মালিগ্নেণ্ট ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইটই পাওয়া গেছে। কুইনাইন ইনজেক্সন দেওয়াতেই ছেলেটি রক্ষা পেলে এবার। অল্প দিনের মধ্যে সেরে যাবে। আর ভয় একেবারেই নাই।

হরি— ম্যালিগ্নেণ্ট? ম্যালেরিয়ার ওরকম ক'টী জাতিভেদ আছে?

সরোজ— আর একটী আছে—তার নাম বিনাইন।

হরি— বিনাইন? তিনি এমন কি বিশেষ উপকারী?

সরোজ— উপকারী বই কি। এরকম একবারে না মেরে ভুগিয়ে ভুগিয়ে মারেন—অস্থিচর্ম্মসার করেন।

হরি— আমাদের বাঙ্গলা দেশের সবচেয়ে বড় বন্ধুই তো তিনি তাহ'লে। ইংরিজী ভাষাটার বাহাদুরী আছে কিন্তু।

ভুলু— বলবেন না! বি-ইউ-টি হয় বাট—আর পি-ইউ-টির বেলা হলেন পুট। ঐজন্যই তো লেখাপড়া হ'ল না।

হরি— এতে আর লেখাপড়া হয় কি করে? তাহলে ওটা ম্যালেরিয়াই সাব্যস্ত হল?

ভুলু— ম্যালেরিয়া অমনি হ'লেই হ'ল! পচাপুকুরে না নাইলে কি আর ম্যালেরিয়া হয়? খোকা তো বাড়াতেই স্নান করে।

সরোজ— ভুলে যাচ্ছ ভুলুবাবু। ম্যালেরিয়া হয় মশার কামড়ে।

ভুলু— মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হ'লে এতদিনে দেশ উজোড় হয়ে যেত। সবাইকে রোজ দু দশটা মশা কামড়ায়ই।

সরোজ— নাহে, সব মশার কামড়ে জ্বর হয় না।

ভুলু— সব মশাতেই ভোঁ ভোঁ করে, আর বদ রক্ত খায়। ওদের মধ্যে আবার হেলে কেউটে আছে নাকি ?

সরোজ— আছে বৈকি ? তবে সাপ কেউটের বিষ জন্মগত—আর মশা কেউটের বিষ ধার করা। বুঝলে না বোধ হয় ? শোন। কেউটে মশা অর্থাৎ এনোফিলিস, জন্মায় যখন তখন নিরপরাধ। কিন্তু একটী রোগীকে কামড়ালেই সর্ব্বনাশ। তখন তার বিষটা টেনে নেয়। সেইটে আর কারুর শরীরে ঢুকিয়ে দিলেই তারও জ্বর হয়।

হরি— আমার ঘরে তো মশা নেই বল্লেই হয়। থাকলেও আমার ছেলে মশারির ভেতরেই শোয়। আমার বাড়ীর কাছে তো ম্যালেরিয়া রোগীও নাই। সে যা আছে—তা গয়লা পাড়ায়। আপনার থিওরি বোধ হয় খাটল না।

সরোজ— মশা আপনার ঘরে আছে ও জন্মাচ্ছে—আপনার ছেলে মশারির ভেতরে শোয় না—আর ঐ গয়লা পাড়ার মশা এসেই আপনার ছেলেকে কামড়েছে। মশা ঐ আপনার চোর আটকাবার উঁচু পাঁচিল মানে না—উড়ে পার হয়। থিওরিটা অনেকে বেশ ভাল ক'রে প্রমাণ করেছেন।

ভুলু— ঘরে জঙ্গল নাইতো যে মশা জন্মাবে।

সরোজ— আবার ভুলে গেলে—মশা জন্মায় জলে, জঙ্গলে নয়। দেখ দেখি—এই ফুলদানটায় কিছু দেখতে পাচ্ছ কিনা ?

ভুলু— কই, মশা তো নেই—জলটা প'চে ক'টা ঘুরোণ পোকা হয়েছে।

সরোজ— তোমার ঐ পোকাই সব মশার বাচ্ছা। ওতে হেলে কেউটে দুইই রয়েছে। একটা শিশিতে ধরে রেখে দেখনা—ওঁরাই দুপাঁচ দিন বাদে—ডানা পালক গজিয়ে বিশ্ববিজয় করতে বেরুবেন।

হরি— ফেল—ফেল—বাবা, ঘরের ভিতর যমের বাসা !

সরোজ— না—না রাখুন—দেখুন না—ঐ যে বেশ কুটোর মত ভাসছে, ঐ গুলো হ'ল এনোফিলিস। আর যেগুলো জলে শুঁড়টী ঠেকিয়ে ঝুলছে—সেগুলি কিউলেক্স। আপনার ঘরে যে কয়েকটী স্ত্রী মশক এসেছিলেন—ঐ সব সন্তান প্রসব ক'রে রেখে তার সঠিক প্রমাণ রেখে গেছেন।

হরি— ধাড়ী মশার জাত কি করে চেনা যায়? শত্রুকে চিনে রাখা ত দরকার।

সরোজ— মশা দেওয়ালে বসলেই চেনা যায়। কেউটে বসে সোজা হ'য়ে—যেন একটী রেফ—আর হেলেরা বসে গাংফড়িঙ্গের মত।

হরি— ওদেরও স্ত্রী পুরুষচেনা যায় নাকি?

সরোজ— তা যায় বই কি। পুরুষ মশার মানুষের মত দাড়ী গোঁফ হয়। আর তারা সম্পূর্ণ নিরপরাধ। এখানে কোনও স্ত্রীলোক নাই তো? যত অনর্থ কেবল স্ত্রী মশাতেই করে।

হরি— ঈশ্বরের সৃষ্টি তা হ'লে সর্ব্বত্রই সমান।

ভুলু— আপনার হেলে মশায় কামড়ালে কোনও ভয় নেই তো?

সরোজ— ভয় ম্যালেরিয়ার নেই বটে—তবে গোদ প্রভৃতি রোগের আছে।

ভুলু— আমি ভাবতুম—মশায় বদ রক্ত খায় খালি—তা নয় তা হ'লে।

হরি— আমি আশ্চর্য্য হ'চ্ছি—ছেলেটা এই কদিন কলকাতা থেকে এসেছে, আর বেছে বেছে ওই পড়ল।

সরোজ— জ্বরটা মশা কামড়াবার অল্প কদিনের মধ্যেই হয়। আর মজা হচ্ছে ভাল জায়গা থেকে এলে তাকেই আগে ম্যালেরিয়া ধরে। যেমন একটু একটু আফিং খেতে খেতে

বেশীটা সহ্য হয়—সেই রকম একটু একটু বিষ ঢুকতে ঢুকতে সে দেশের লোকের কতকটা অভ্যেস হ'য়ে যায়।

হরি— কলকাতায় থাকলে বোধ হয় এ বিপদটা হ'ত না।

সরোজ— কলকাতাতেও তো ম্যালেরিয়া নেহাৎ কম নেই। সেখানকার ম্যালেরিয়াও হ'তে পারে এটা। আশ্চর্য্য হচ্ছেন, না? সেখানে বন জঙ্গল নেই, পুকুর ডোবা নেই, তবু ম্যালেরিয়া। জানেন তো—মশা থাকলেই ম্যালেরিয়া হয়।

হরি— কলকাতার মশাগুলো কোথায় জন্মায় বলুন দেখি?

সরোজ— সেগুলো জলের চৌবাচ্চায়, টপে, আর ড্রেণে জন্মায়।

ভুলু— ওঃ বাবা! শেষকালে কবে ব'লবে ম্যালেরিয়া তাড়াতে হবে, সব ভেঙ্গে ফেল। তা হলেই তো সর্ব্বনাশ।

সরোজ— ভাঙ্গতে হবে কেন? ট্যাঙ্ক গুলো ঢাকা দিয়ে রেখে—আর যেখানে সেখানে জল জমিয়ে রেখে মশার চাষ না করলেই হ'ল। নিধু—একবার শোন তো বাবা—ও নিধু—নিধু—

হরি— নিধু বোধ হয় এখনও ঘুমুচ্ছেন—ও নিধে—

(নিধের প্রবেশ)

ব্যাটা কুঁড়ের বাদশা—কি করছিলি এতক্ষণ? ঘুমচ্ছিলি?

নিধু— আজ্ঞে না—ঘুমিয়ে উঠে একটু জিরুচ্ছিলুম।

সরোজ— বেশ করেছিলে—একটু কেরোশীন তেল আনতো বাবা।

(প্রস্থানোদ্যত)

হরি— দাঁড়া—হাঁরে, খোকাবাবুর খাটের মশারিটা কি হ'ল?

নিধু— খোকা বাবুরে মশায় কামড়ায় নি—কিন্তু মোর মশার ডাকে নিদ্রে হয় নি বলে—আমারে দিয়ে দেছেন।

সরোজ— দেখলেন তো? আচ্ছা যাও, একটু কেরোশীন আনো—আবার

যেন ঘুমিয়ে পোড়ো না। দেখুন মশারিটা ম্যালেরিয়ার দেশে ভারী উপকারী। মশারির ভিতর শুলে সুস্থ লোকের ম্যালেরিয়া হয় না—আর রোগী গুলোও ম্যালেরিয়া ছড়াতে পারে না।

ভুলু— বড় গরম হয়—ও একটা হাঙ্গাম। যেখানে হয় গুমুম, ঘুমু-মুম—তা নয়—

(নিধুর তৈল লইয়া প্রবেশ)

সরোজ— দাও তো বাবা—দেখি (কয়েক ফোঁটা ফুলদানিতে নিক্ষেপ) দেখুন একবার ওগুলোর অবস্থা।

ভুলু— ওঃ—গন্ধে যে সব ছটফট করছে! কি করলেন?

সরোজ— নাহে গন্ধে ছটফট নয় শুধু—ওদের দম আটকে আসছে—হ'য়ে এল ব'লে।

ভুলু— য়্যাঁ! মারা যাবে! এতগুলো ভ্রূণহত্যা করলেন আপনি?

হরি— ডাক্তার বাবুকে ধ'রে জেল দাও। কিন্তু ভুলু—ওগুলো যে আমাদের শত্রু—শুনলে তো?

ভুলু— শত্রু বলেই কি ঐ নব জাত শিশুদের দম আটকে মারতে হবে? এসব আইনে মানা।

হরি— আইন শত্রুর বেলায় খাটে না—বুঝলে?

ভুলু— কেন—লড়ায়ে গ্যাস দিয়ে শত্রু মারা তো মানা—এটা অমানুষিক অত্যাচার।

হরি— আর টরপেডো দিয়ে ডুবিয়ে মারাটা মানুষিক না?

ভুলু— না—আপনারা এক কাজ করুন—এ রকম কেরোসিন দিয়ে বাচ্ছাগুলোকে দম আটকে না মেরে—কলকাতায় আজকাল যেমন এরোপ্লেন নিয়ে উড়ন্ত মশার সঙ্গে যুদ্ধ হ'চ্ছে—সেই রকম আকাশিক যুদ্ধ করুন—আইন সঙ্গত কাজ হবে।

হরি— (হাসিয়া) ঠিক ! বাঙ্গালীর মশক যুদ্ধ।

সরোজ—নাহে ভুলু সেটাও মশার সঙ্গে যুদ্ধ নয়—উড়ন্ত মশা গুলোকে মারা এরোপ্লেনেরও কর্ম্ম নয়। ওটাও ঐ বাচ্ছাগুলোকে বিষ খাইয়ে মারারই মতলব। এওতো আইনে মানা—কেমন না ?

(নিধুর প্রবেশ)

নিধু— বাবু—ডাক্তার বাবু আসছেন।

হরি— আসতে বল।

সরোজ—এখন দেখলেন তো—আট দিন অন্তর কেরোশীন ছড়ালেই পুকুরের, ডোবার,চৌবাচ্ছার মশার বাচ্ছা গুলি সব ম'রে যায়। যাকে নির্ব্বংশ দিতে হবে—আগে তার পৌত্র মারতে হয়—এতো পুরাণ কথা।

হরি— তাহ'লে মশক যুদ্ধে আমাদেরই সম্পূর্ণ জয়লাভ।
(নরেশের প্রবেশ) আসুন—আসুন, সুপ্রভাত।

নরেশ— সুপ্রভাত আর কই—আপনারা কি সব লড়ায়ের মতলব আঁটছেন দেখছি। কার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন ?

হরি— (হাসিয়া) আপনার সঙ্গে নয়—আপনাদের শত্রু মশার সঙ্গে।

নরেশ— তবু ভাল। আমি বলি কি একটা লড়াই বাধালেন।

হরি— আমরা এত জন বাঙ্গালী একসঙ্গে হয়েছি একটু বাক্‌যুদ্ধও হবে না। কি বলেন আপনি ?

ভুলু— আমি এখন যাই কাজ আছে।

(প্রস্থান)

হরি— আমার ছেলেটী আপনাদের অনুগ্রহেই রক্ষা পেয়েছে। ভাগ্য-ক্রমে সেদিন এসে পড়েছিলেন।

নরেশ— সৌভাগ্য আমারও—আপনার একটী কাজে লাগলাম।

হরি— তার চেয়ে বড় কাজে লেগেছেন—আমাদের গ্রামে কয়েকটী মানুষ তৈরি ক'রে দিয়েছেন। সরোজবাবু তো দেখছি অল্প দিনে বেশ কর্ম্মক্ষম হয়েছেন। আর সরলার রোগী পরিচর্য্যার কথাও যা শুনলাম—সে তো আশ্চর্য্য। আমার স্ত্রী প্রভৃতি বলেন—তাঁর সাহায্য না পেলে ছেলে বাঁচান দায় হ'ত।

নরেশ— পেটে একটু বিদ্যা থাকলে সবই হয়। মানুষে চোক আর কাণ দিয়েই তো শেখে। পল্লী গ্রামে সে সুযোগ তো ঢের রয়েছে।

সরোজ—ঠিক বলেছেন—আমাদের মত ম্যালেরিয়া কলেরার প্রকৃত চিকিৎসক কলকাতাতেও নেই। কেউই বোধ হয় সহস্রটী বধ করতে পারেন নি। আর আমরা? বেপরোয়া—অগুন্তি। এখন চলি তাহ'লে। (সরোজের প্রস্থান)

(ভৃত্যের চা ও বিস্কুট লইয়া প্রবেশ)

নরেশ— একি! আপনি এত বড় পাণ্ডা আপনার বাড়ী এসব কেন? কোথায় আদা ছোলা, চিঁড়ে গুড়, মুড়ি খাবেন—তা নয় এই সব চা-বিস্কুট।

হরি— আমি ছাড়লেও বাড়ীর সব তো আর ছাড়েনি। তারা বলে, আমারই মাথা খারাপ হয়েছে—তাদের তো আর হয় নি। লোকে অসভ্য বলবে যে। আচ্ছা বলুন দেখি এগুলোর উপর আপনার এত রাগ কেন? ভিটামিন নেই বলে?

নরেশ— কতকটা তাই।

হরি— আচ্ছা, আপনাদের অদৃশ্য ভিটামিনটা সত্যি, না খালি থিওরি। আমার মনে হয় আমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্য ওকথাটা আমদানী করা হয়েছে। আমরা অল্পে সন্তুষ্ট জাত কিনা।

নরেশ— থিওরিই যদি হয় সেটাতে আপনাদেরই তো সুবিধা। সস্তায়ও হয় আর দেশের পয়সা কতকটা দেশেই থাকে। তবে এটা সত্য, যে সাদা চিনির চেয়ে কাল গুড় ভাল, সাদা কলের ময়দার চেয়ে লাল আটা ভাল, সাদা ধবধবে কলের চালের চেয়ে ময়লা ঢেঁকির চাল ভাল। আর আদা, ছোলা, চিঁড়ে, মুড়ির উপর চটবার তো কিছু নেই—অপরাধ না হয় সস্তা—গরীবেও খায়। আমরা আত্মবিস্মৃত কি না—নিজেদের কিছুই আমরা ভাল দেখি না।

হরি— আপনার সাদার উপর এত রাগ কেন বলুন দেখি?

নরেশ— এতে রাগের কথা কিছু নেই। সাদা কর্ত্তে গিয়ে আমরা যে আসল বাদ দিই।

হরি— নতুন কথা যা হ'চ্ছে তা পশ্চিম থেকেই আসছে দেখছি। আমাদের তো নিজস্ব এসব বিষয়ে কিছুই নেই—যা বোঝায় তাই বুঝি। আমাদের দেশ এখনও অনেক পেছিয়ে। এই গভীর অজ্ঞানতা, এই দারুণ দারিদ্র্যের বোঝা নিয়ে এগুনো বড়ই শক্ত।

নরেশ— কথা গুলো প্রায় সমস্তই আমাদের নিজস্ব। তবে আমরা এখন তার দাবী ছেড়ে দিয়েছি। অনেক কথা বহু সহস্র বৎসর আগে মনু, চরক, সুশ্রুত জগৎকে শুনিয়েছিলেন। এখন আবার সেই সবই একটু রকম ফের হ'য়ে আমাদের কাছে নতুন হয়ে আসছে। আমরা অনেকে হয়ত একাদশী অমাবস্যার উপবাস শুনলে নাসিকা কুঞ্চন করি; কিন্তু ফাষ্টিংএর কথা বললে ভারি ভক্তি করে শুনি। আপনার পশ্চিমে এখনও এমন অনেক আবিষ্কার হ'চ্ছে, যা আমাদের সাধারণ কবিরাজ মহাশয়রা পুরুষানুক্রমে জানেন।

হরি— এগুলো সব সত্য কথা নয়. নরেশ বাবু জোর করে বল্লে চ'লবে কেন ? এই একটা ছোট কথাই ধরুন না—আমাদের আঁতুর ঘরটাই কি একটা বীভৎস ব্যাপার।

নরেশ— ওটা বীভৎস একেবারেই ছিল না, আমরাই করেছি। আগে ছিল আতুর ঘর, অতি শুচি—সেখানে কোনও অশুচি লোকের যাবার অধিকার ছিল না। এখন হয়েছে সেটা অশুচি আঁতুড় ঘর ছুঁলে স্নান কর্ত্তে হবে। আগে ধাত্রীমাতা ছিলেন পবিত্রা সপ্তমাতার একমাতা, এখন তিনি হয়েছেন দাইমা-যাকে স্পর্শ করলে এখন লোকে স্নান করে। এগুলো আপনারা খোঁজ করে দেখেন না—দুঃখের বিষয়। এটা খুবই সত্য যে সামাজিক অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা অধঃপাতে গেছি। যখন টেঁকে আছি তখন আশা আছে। একটু বুঝলেই সব হবে।

হরি— আপনি কি ভাবেন এই সব কথা এই অজ্ঞান নিরক্ষর লোক-দের বোঝান সোজা।

নরেশ— আমাদের দেশের লোক এখন অনেকে নিরক্ষর বটে—কিন্তু অন্ততঃ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞান নয়। আচ্ছা, আপনি তো অনেক দেশ ঘুরেছেন। বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে সাধারণ আচার ব্যবহারে যেটুকু পরিচ্ছন্নতা দেখতে পান, আর কোনও দেশে, কোনও জাতির মধ্যে তা দেখতে পান কি ? অন্য কোনও জাতির মধ্যে এ রকম শুচিত্ব জ্ঞানও নাই বোধ হয়। সেগুলো অন্য হিসাবে খারাপ হইতে পারে, কিন্তু স্বাস্থ্য-হিসাবে তার মূল্য যথেষ্ট। তবে কতকগুলো কুশিক্ষা আর কুসংস্কার ঢুকে সে গুলোকে ঢেকে ফেলেছে, একটু কেটে উঠতে পারলেই সুফল ফলে।

হরি— আমাদের দেশের সাধারণ লোক বড়ই মূর্খ। কিন্তু এসব কথা বোধ হয় অনেক শিক্ষিত লোকেই এখন শিখেছেন ও জানেন।

নরেশ— অনেকে মনে করেন বটে জানি—কিন্তু সেটা সত্য নয়। তাঁদেরও শিখতে হবে। আর শুধু নিজে জানলেই তো হবে না। বাড়ীর লোককে, পাড়ার লোককে, গ্রামের লোককে শেখাতে হবে—তবে এর সম্পূর্ণ ফল হবে।

হরি— তাহ'লে আমাদের ডাক্তার কবিরাজরা এগুলো লোককে শেখান না কেন? তাঁরা কি ভয় পান পাছে লোকগুলো তাঁদের কবলে আর না আসে।

নরেশ— তা নাও হ'তে পারে। তাঁদের স্কুল কলেজে এসব ভাল ক'রে শেখায় না। বড় বড় রোগের চিকিৎসা কর্ত্তে—বড় বড় অস্ত্র কর্ত্তে—সব শিখে আসেন বটে,কিন্তু পাড়াগাঁয়ের এই সব সাধারণ রোগগুলো যে কি ক'রে বন্ধ হয়, সেটা তাঁরা বড় হাতে কলমে শিক্ষা পাননা। সেই জন্যই এটা তাঁদের বড় অভ্যাস থাকে না। তবে এটা নেহাৎ সত্য, যে যাঁরা এসব বিষয় কিছু জানেন, তাঁদের উচিত, লোকে যেমন করে ধর্ম্ম প্রচার করে সেই রকম করে এগুলো প্রচার করা—নইলে নরহত্যার পাপ হয়। একটু জ্ঞান ও সাবধানতার অভাবে লোকগুলো মাছির মত মরে—সেটা সহজেই বন্ধ হয়।

হরি— সব তো হ'ল। কিন্তু দলাদলি বলে যে একটা ব্যাপার আছে, সেটা মেটানই তো অসম্ভব।

নরেশ— চিত্রগুপ্তের কাছে তো আর দলাদলি নেই। সেখানে জাত বিচারও নেই, বড়লোক গরীব লোকও নেই। মরার পদ্ধতিটা সর্ব্বত্রই সমান। একটু চেষ্টা ক'রে বোঝাতে পারলে অন্ততঃ

অধিকাংশ লোককেই দলে আনতে পারা যায়। এতে তো আর ব্যক্তিগত সম্প্রদায়গত কোনও স্বার্থ নাই।

হরি— এসব ক'রতে গেলে তো পয়সার দরকার। এত পয়সা আসে কোথা থেকে? দেশতো ভীষণ দরিদ্র।

নরেশ— দরিদ্র তো বটেই। কিন্তু এর একটা প্রতীকার না করলে দেশ ক্রমেই দরিদ্র হয়ে চলেছে—শেষে অস্তিত্ব লোপ পাবে। ভুগে ভুগে লোকের উৎসাহ, পরিশ্রম করবার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। কাজেই স্বাস্থ্যকর দেশ থেকে বলিষ্ঠ লোক এসে, তাদের সব রোজগারের পথ বন্ধ ক'রে দিচ্ছে। এতে ক্রমে মনুষ্যত্ব, নৈতিক বলও চলে যাচ্ছে—দেশে পাপ ও পাপীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এখন আমাদের নিজের চেষ্টায় কিছু সুস্থ হয়ে, রোজগারের ক্ষমতা বাড়াতেই হবে।

হরি— দেখছি অসুস্থতা অজ্ঞানতা ও দারিদ্র্যের কুফল একসঙ্গে বেশ জড়িয়ে আছে। কেউ কম যান না। এরকম করে কোনও দিন ভেবেও দেখিনি, আর কেউ বোঝায়ওনি। কি করা যায় বলুন দেখি? একটা হাঁসপাতাল করলে কি কিছু উপকার হবে মনে হয়?

নরেশ— তা ক'রতে পারেন। কিন্তু আগে যা বল্লাম সেই রকম করতে হবে। রোগীদেরকে শুধু ওসুধ খাও—আর ফিরে এস, বল্লে হবে না। তাকে এমন ভাবে শেখাতে হবে, আর করাতে হবে, যাতে তার আর অসুখ হবে না, তার বাড়ীর কারও অসুখ হবে না,—তার পাড়ার কারও অসুখ হবে না—ডাক্তারের কবলে আর তাকে আসতে হবে না।

হরি— এমন ডাক্তারই বা আর কোথায় পাওয়া যায়।

নরেশ— পাওয়া যাবে বই কি—খুঁজলেই পাওয়া যাবে।

হরি— বেশ। আমি আমারএই বারবাড়ীটা হাঁসপাতালের জন্য ছেড়ে দিলাম। ব্যবস্থা করুন। ওসুধপত্র যন্ত্রপাতি শীঘ্র আনান।

নরেশ— ধন্যবাদ—আমরা যথাসাধ্য ক'রবো।

চতুর্থ দৃশ্য।

হরিহর বাবুর বাটীর নিকট রাস্তা—রাত্রিকাল।

১ম যুবক—ব্যাপার কি বল দেখি ভাই? এত রাত্রে হঠাৎ আমাদের ডাকলেন কেন?

২য় যুবক—কি জানি ভাই আমিও কিছু বুঝতে পারছি না। হরিহর বাবুর ছেলের অসুখের জন্য সেখানে রাত্রে আমার ডিউটী ছিল—মাও সেখানেই ছিলেন। রাত্রে হঠাৎ রাধী পাগলী এসে ডেকে কি বলে গেল, আর অমনি পাগলের মত এসে, আমাকে তোমাদের ক'জনকে ডাকতে বললেন।

১ম যুবক—কৈ কারও তো এমন কোনও মারাত্মক অসুখ শুনিনি। হ'ল কি বল দেখি?

২য় যুবক—না,অসুখ বিসুখ নয়—একটা কিছু বিশেষ কাণ্ড হয়েছে নিশ্চয়। নইলে মা অত বিচলিত হবার স্ত্রীলোক তো নন। সে যেন চোখে আগুন জ্বলছে—একেবারে পাগলিনী। দেখ না ঐ যে আসছেন।

(সরলার প্রবেশ)

১ম যুবক—মা, আমাদের এত রাত্রে ডেকেছেন কেন?

সরলা— বড় বিপদে পড়েই ডেকেছি বাবা—একটী অসহায়া স্ত্রীলোকের জীবন রক্ষা ক'রতে হ'বে।

১য় যুবক—এ আর বেশী কথা কি মা—বলুন কোথায়,কি অসুখ হয়েছে? আপনি ব'লতে এত ইতস্ততঃ করছেন কেন? আমরা তো

কোন রোগকেই ভয় করি না মা—প্রাণের মায়া তো বিশেষ রাখি না।

সরলা— সেই জন্যই তো তোমাদের ডেকেছি। জানি বাবা তোমরা মৃত্যুঞ্জয়ী। জীবনের মায়া তোমরা কিছু মাত্রও রাখ না। ভগবান তোমাদের সহায় হোন।

১ম যুবক—বলুন মা—কি করতে হবে। বুঝতে পারছি না—আপনার সেই সদা প্রফুল্ল মাতৃমূর্ত্তি কোথা গেল! বলুন মা—

সরলা— ব'লতে লজ্জাও হয়—ঘৃণাও হয়। তোমরা হারাধনের ছেলের অসুখের সময় তার বাড়ী গিয়েছিলে। তার বউটিকে বোধ হয় দেখেও থাকবে। অমন সতী সাধ্বী স্ত্রীলোক বোধ হয় কম দেখা যায়।

২য় যুবক—তারও কি অসুখ হয়েছে নাকি মা? আচ্ছা আমরা যাচ্ছি।

সরলা— না বাবা—অসুখ নয়। তাকে নিঃসহায় অবস্থায় পেয়ে, কতকগুলা নরকুক্কুর তার সর্ব্বনাশ করবার জন্য চুরি ক'রে নিয়ে গেছে।

১ম যুবক—চুরি ক'রে? কখন?

সরলা— আজই রাত্রে। হারাধন বাড়ী নাই—বাড়ীতে খালি ক'নী স্ত্রীলোক। সেই সুযোগ পেয়ে দুর্ব্বৃত্তরা এই সর্ব্বনাশ করেছে।

৩য় যুবক—চল ভাই পুলিশে খবর দিইগে।

সরলা— তার জন্য তো বাপ তোমাদের ডাকিনি। তোমাদের বলছি—তোমরা এখনি সকলে মিলে গিয়ে তাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে এস। শুনেছি—তাকে এখন লক্ষ্মীপুরে নিয়ে গিয়ে রাখবে। যাও বাবা শীঘ্র যাও। দেরী ক'রলে বোধ হয় তোমরা বিফল হ'বে।

৩য় যুবক—আমরা কি পশু গুলোর সঙ্গে পেরে উঠবো ? আমাদের যে মা হাত পা বাঁধা—আমরা যে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র।

সরলা— নিশ্চয়ই পারবে। তোমরা তো বাঁধা একবারেই নয় বাবা—সম্পূর্ণ মুক্ত—ধর্ম্মই তোমাদের অস্ত্র। যাও বাবা—যাও। মা আদ্যাশক্তি তোমাদের সহায় হবেন।

১ম যুবক—পারবো মা—সতীর সতীত্ব প্রাণ দিয়ে রক্ষা ক'রবো। চল ভাই সব।

সরলা— এই তো বাবা তোমাদের উপযুক্ত কথা। তোমরা যমের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বাঙ্গালীকে নূতন রাস্তা দেখিয়েছ। এখন একবার দেখাও যে তোমরা আপনাদের মাতাভগ্নীর সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণ দিতেও কিছুমাত্র কাতর নও।

২য় যুবক—আর বলতে হবে না। আমরা এখনই চ'ললাম। চল ভাই সব, সর্দ্দারপাড়া বাগ্দীপাড়া থেকে, তাদের জনকয়েককে ডেকে সঙ্গে নিয়ে যাই।

সরলা—প্রার্থনা করি তোমাদের পুণ্যব্রত সফল হোক। মনে রেখ বাবা—তোমরা না মুছালে বাঙ্গালীর এ মুখের কালী কখনও মুছবে না—জগৎ ব'লবে বাঙ্গালায় মানুষ নেই।

(হরিহরের প্রবেশ)

হরি— ভাই সব—এই তোমাদের মনুষ্যত্বের পরীক্ষা। মনে রেখ নিজের প্রাণের চেয়েও স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম বড়। আর উচ্চ-জাতীয়া না হ'লেও, সে স্ত্রীলোক—অসহায়া। তার ইজ্জৎ তোমা-দেরকেই রাখতে হবে। চল, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই

২য় যুবক—মাপ করবেন—আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

আপনার হুকুম প্রতি অক্ষরে পালিত হ'বে। চল ভাই সব—বাঙ্গালার এ কলঙ্ক ঘোচাতেই হবে।

(সরলা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

সরলা— (স্বগতঃ) হা ভগবান—সীতাসাবিত্রীর দেশে তোমার একি অভিসম্পাত ! ধরিত্রী যে আর এ ভার সইতে পারছেন না। এ কলঙ্ক-কালি স্ত্রী-জাতির মুখে আর মাখিও না নাথ ! একটা উপায় দেখিয়ে দাও—তোমার অনাথনাথ নাম সার্থক কর !

পঞ্চম দৃশ্য।

হাটের নিকট রাস্তা—প্রাতঃকাল।

(গান গাহিতে গাহিতে বাবাজীর প্রবেশ
ও কিছু পরে কাচা গলায় একটী পথিকের প্রবেশ)

দুদিনের লীলা দুদিনের খেলা, দুদিনের পরে সকলি ফুরায়।
সুখের স্বপন দেখে জীবগণ, নিশা শেষ হ'লে সব ভেঙ্গে যায়।
রমণী অধর মধুময় হাসি, প্রাণে প্রাণে বড় ভালবাসাবাসি।
প্রবাহে পতিত যেন তৃণরাশি, সময়ের স্রোতে ভেসে যায়।
চিরদিন কারো সমান যাবেনা, ভবে তাতো কেউ বুঝেও বুঝে না।
হাসালে হেসনা, কাঁদালে কেঁদনা, হাসা কাঁদা সব কাদাতে মিশায়।
কেহ রাজা কেহ ভিখারীর বেশে, কেহ তরুতলে কেহ উপবাসে।
করমের ফলে যে যেমন আসে, সে তেমনি ফল পায় গো পায়।

পথিক—প্রণাম হই বাবাজী মশাই—আ-হা-হা-হা। কি কথাই শোনালেন। আ-হা দেহতত্ত্ব—দুদিনের খেলা দুদিনে ফুরায়।

অই প্রবাহে পতিত যেন তৃণরাশি সময়ের স্রোতে ভেসে যায়—
আ-হা-হা প্রণাম হই, একটু পায়ের ধুলো দিন। আ-হা-হা।

বাবাজী—একি ? আপনার তো দেখছি পিতৃ কি মাতৃদায়। আপনি সকাল বেলা ও দোকানে ঢুকেছিলেন কি করতে ? আপনি কোথায় যাবেন ?

পথিক— হাঁ, আমার মাতৃদায় হয়েছে। পাশের গ্রামে কুটুম্ব আছে, সেখানে দেখা ক'রতে যাব। ভাবলুম অশৌচ অবস্থায় সেখানে কিছু তো আর খাওয়া চ'লবে না তাই কাজটা সেরে নিচ্ছিলাম।

বাবাজী—সর্ব্বনাশ! কোথায় আপনি আলোচালের হবিষ্যি করবেন—তা নয় গেলেন কিনা শুঁড়ির দোকানে মদ খেতে সকাল বেলা! হা ভগবান—কতরকমই সৃষ্টি তোমার।

পথিক— আজ্ঞে ঠিক সেই জন্যই গিয়েছিলাম। পিতৃমাতৃদায়গ্রস্ত লোকের জন্য আতপ চালের প্রস্তুত জিনিষও আছে ওখানে।

(যুবকের প্রবেশ)

যুবক— কি বাবাজী, কি হ'ল ?

বাবাজী—এই দেখুন—ভদ্র লোক সকাল বেলা ঢুকেছিলেন শুঁড়ির দোকানে। হায় কলিকাল!

যুবক— মশাই ও সব কথা শুনবেন না—ওতে আর দোষ কি হয়েছে ?

বাবাজী—বেশ বুদ্ধি দিচ্ছেন যে। কোথায় বিদেশী ভদ্রলোককে একটু ভাল বুদ্ধি দেবেন তা নয়, বদমৎলব দিচ্ছেন।

যুবক— বদমৎলব আর কি ? লোকে যার যা ইচ্ছা খাবে, তাতে বাধা দেবার কারও অধিকার নেই। এই সব হাটে হাটে দোকান যে সব রয়েছে—এই সব উপকারের জন্যই তো।

বাবাজী—উপকার ঘোল আনাই! প্রথম দাঙ্গা হাঙ্গামা—তারপর গ্রেপ্তার পরোয়ানা, তারপর জরিমানা না হয় জেলখানা। সব শেষ ভুগে ভুগে একেবারে নিরুদ্দেশ রাজ্যে রওনা।

যুবক— তা হ'লে কি লোকে একটু আমোদও করবেনা? সবাই তো আর আপনার মত বৈরাগী নয়? আর আজ উনি কি খেয়ে থাকেন বলুনদিকি?

বাবাজী—উঁ-হু-হু-মশাই একটু স'রে আসুন—ও দিকে ময়লা রয়েছে।

পথিক— ময়লা কোথায় মশাই? (দেখিয়া) ওসব তো গোবর।

বাবাজী—সেকি মশাই! চোখে দেখতে পাচ্ছেন না? আর দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে—নাকেও যাচ্ছে না?

পথিক— তাতো যাচ্ছে। কিন্তু ময়লা আসবে কোথা থেকে—দেশে মানুষ থাকলে তো। বাবা, আমি চলি—ট্যাকের পয়সা কগণ্ডার পরমায়ু নেহাৎ ছিল দেখছি। (প্রস্থান)

বাবাজী—মাতাল কি ব'ললে কথাটা আপনারা বুঝলেন সব? সত্যই মানুষ হ'লে একটু লজ্জা থাকত—এ রকম করে রাস্তা গুলো অপরিস্কার ক'রতো না। গরু বাছুরেরও বোধ হয় ওদের চেয়ে আক্কেল আছে। আর এসব গুলো ধুয়ে জলে মিশে, আর পায়েপায়ে বাড়ীতে গিয়ে, শেষে যে আবার নিজেদেরই পেটে গিয়ে হাজির হচ্ছে এটা বোঝাও উচিত তো।

যুবক— তা কি ক'রবে বলুন—লোকের অত পয়সা নেই যে পাইখানার ব্যবস্থা করে! বড় জোর একটা পাইখানা ক'রবে না হয়—তাতে আর হবে কি? আমি গেলে দাদা হাঁ ক'রে থাকবে—দাদা গেলে আমি হাঁ ক'রে থাকবো। এ বাবা যেখানে খুসি বসে গেলাম, বাস্।

বাবাজী—পাইখানা না থাকলেই যে রাস্তা গুলো অপরিস্কার ক'রতে হবে, আর পুকুরের জলে শৌচ করে জলটা অস্পৃশ্য করতে হবে, তার তো মানে নেই। সেটা কেবল প্রবৃত্তির কথা। একটা ঘেরা জায়গা আর একটা ঘটির ব্যবস্থা ক'রলেই সব দিক রক্ষে হয়।

(একটী লোকের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে গ্রামবাসীর প্রবেশ)

ব্যাপার কি মানিক ? চোর ধরে এনেছ নাকি ?

লোক— মশাই রক্ষে করুন আমায় মেরে ফেললে।

গ্রামবাসী—আর মশাই—দেশে টেঁকা দায় করলে ! আমার সেই কচি নাতিটার মার অনুগ্রহ হয়েছে আর এই এসেছে কিনা টিকে দিতে ! বলে সব ছেলে বুড়ো টিকে নিতে হবে—সরকারী হুকুম ! হাঁ মশাই, মা যখন ঘরে ঢুকেছেন,তখন আর কি ক'রে টিকে দেব ! সব সেরেসুরে চানটান করুক—মা ঠাণ্ডা হোন, তখন দেখা যাবে।

(সরোজের প্রবেশ)

সরোজ—তবু ভাল। আমি মনে করেছিলুম ও লোকটা চুরিই করেছে কি খুনই করেছে।

লোক— (জোড় হাতে) মশাই আমায় রক্ষে করুন। আমাদের হুকুম আছে বসন্ত হলেই সব টিকে দিতে হবে। এক পয়সাও খরচ নেই মশাই। আমায় মেরে ফেলবে মশাই, রক্ষে করুন।

যুবক— ঐ শোন অত্যাচার ! কোথায় একটী বসন্ত হয়েছে—অমনি খবর—অমনি টিকে !

বাবাজী—লোকটী তোমাদেরই উপকার করতে এসেছে, আবার ওকেই ঠেঙ্গাতে যাচ্ছো। ছিঃ, ছেড়ে দাও। (ছাড়িয়া দেওন) তোমাদের আর কারুর যাতে বসন্ত না হয় সেই জন্যই তো টিকে দেওয়া।

যুবক— বাবাজীও যে দেখছি ধর্ম্মকর্ম্ম ছেড়ে ঐ সব বুজরুকি ধরেছেন।

বাবাজী—এটা তো বুজরুকি নয়—শরীর রক্ষাটাই সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম। রোগের চেয়ে তো আর শত্রু নেই—ন চ ব্যাধি সম রিপু। রোগেই যদি বারোমাস ভুগবে, আর হক্ না হক্ মরবে, তো ধর্ম্ম করবে কি করে ?

যুবক— বেশ, বেশ, তাই করুন, আপনিও শত্রু তাড়ান। কিন্তু টিকে দিলেই বসন্ত হয় না নাকি ?

সরোজ— হাঁ হে টিকে দিলে আর বসন্ত হয় না—নিশ্চয় হয় না। এটা জগৎ সুদ্ধ সবাই বলছে—আর আমরা-যাদের দেশে টিকের জন্ম—তারাই স্বীকার করছি না।

যুবক— তোমায় বলেছে—টিকে দিলে বসন্ত হয় না। ঐ সেবারে হ'ল—ছেলে বুড়ো, টিকে আটিকে, কেউতো অব্যাহতি পায়নি।

সরোজ— এটা তো সহজ বুদ্ধির কথা। আচ্ছা বল দেখি, পাকা ঘরে কি বড় আগুন লাগে ?

যুবক— তা লাগবে কেন ?

সরোজ— কেন, সেই যে গয়লা পাড়ায় আগুন লাগলো, মদনের পাকা বাড়ীটা পুড়ে গেল ত ?

যুবক— তার চারিদিকে চালাঘর পুড়ছে, তার মধ্যে কোটা ঘরটাতো পুড়বেই। চালাঘরে আগুন লাগলে—কাছের কোটাঘরও পোড়ে।

সরোজ— সে বুদ্ধিটা আছে দেখছি। তা হ'লে তোমায় বোঝাতে পারবো। তুমি স্বীকার করেছ যে চালা ঘরে আগে আগুন লাগে, পরে পাকাঘর পোড়ে। এতএব যেখানে যত চালাঘর বেশী—আগুনও সেখানে লাগে বেশী, আর কোটাঘরও পোড়ে বেশী। কেমন না ?

যুবক— হাঁ হাঁ—স্বীকার করলুম—এটা আর এমন শক্ত কথা কি?

সরোজ— তোমার কাছে সবই শক্ত। তা হ'লে চালাগুলোকে কোটা ক'রলে আগুন লাগার সম্ভাবনাই কমে যাবে। কেমন না?

যুবক— একটু বাংলা করে বল দেখি যাতে বুঝতে পারি। ও সব হেঁয়ালীর কথা বোঝা যায় না।

সরোজ— এত মোটা বুদ্ধি তোমার। তা তো জানি না। শোন তাহ'লে, যখন বসন্ত হয় তখন দেখতো, যে সব ছোট ছেলের টিকে হয়নি তারাই আগে মরতে সুরু হয়—অর্থাৎ চালাঘরে আগুন লাগলো। তারপর যখন বেশ ছড়িয়ে পড়ে—তখন যাদের বেশী দিন আগে টিকে হয়েছিল, তাদেরও হয় অর্থাৎ কোটা ঘরও পুড়তে সুরু হ'ল।

যুবক— হ'ল যেন। তা ক'রতে হবে কি?

সরোজ— সোজা কথা—জল ঢালতে হবে। অর্থাৎ যাদের টিকে হয়নি কি বেশী দিন আগে হয়েছে, তাদের সব টিকে দিতে হবে—আর সেটা যত শীঘ্র সম্ভব। আগুন যেমন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠলে নেবান শক্ত, সেই রকম বসন্ত একবার ছড়ালে থামান শক্ত। রোগটা ভয়ানক সংক্রামক। রোগীর কাছে কারুরই যাওয়া উচিত নয়।

যুবক— বেশ বোঝাচ্ছ যে? তাহ'লে যাদের বাড়ীতে রোগ হয়েছে, তারা সব ছেড়ে ছুড়ে পালাক।

সরোজ— ঘরে আগুন লাগলে কি লোকে পালায় না, ভিজে কাঁথা গায়ে দিয়ে সব রক্ষা করাবার চেষ্টা করে? নূতন টিকেই হ'চ্ছে ভিজে কাঁথা। রোগীটীকে মশারির মধ্যে রাখতে হবে, আর তার কাপড় বিছানা আলাদা সিদ্ধ ক'রতে হবে।

যুবক— হাঁ, হাঁ—বুঝেছি। আমি অত ভয় করিনা।

সরোজ— ভয় কর আর না কর, তোমায় একটা সদ্‌বুদ্ধি দিই শোন। তোমার তো একটী বাচ্ছা এই নূতন হয়েছে। সেটীর শীঘ্র টিকে দিয়ে নাও—এতে পরিবারের পরামর্শ যেন শুনোনা।

যুবক— হাঁ—মেয়ে বই তো নয়। স'রলেই বাঁচি—সিন্নি দেবো। কতকগুলো পয়সাও বাঁচে—আর খোসামোদও বাঁচে।

সরোজ— কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়—মেয়ের বিয়ে দেওয়াটা এমনই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে বটে। কিন্তু ভুলে যাচ্ছ ভাই—যদি না স'রে বেঁচে ওঠে—ডায়মণ্ড কাটা মেয়ে পার করা আরও শক্ত হবে—চক্ষু গেলে তারও দাম ধ'রে দিতে হবে।

যুবক— বাচ্ছার তো হ'ল। এখন ধাড়ীদের বাঁচাবার একটা মতলব ক'রে দাও দিকি ?

সরোজ— যা হোক—ধাড়ীর ভাবনা যে ভাবছ সেও ভাল। সে মতলবও আছে। শোন নি ? বসন্তর ইনসিওরেন্স বেরিয়েছে ?

যুবক— কি রকম শুনিনি তো ? কি ব্যাপার। প্রিমিয়ম কত ক'রে ?

সরোজ— প্রিমিয়ম এমন বেশী কিছু নয়—সামান্য। তাও পাঁচ বৎসর অন্তর দিলেই হবে। তবে বসন্ত দেখা দিলেই একটু কষ্ট ক'রে কোম্পানীকে খবর দিতে হবে। তারা এসে ব্যবস্থা ক'রবে।

যুবক— কোথায় খবর দিতে হবে বল দেখি ?

সরোজ— কোম্পানীর টিকাদারকে খবর দিলেই, সে এসে নিখরচায় টিকে দিয়ে যাবে। তোমার খরচ নগদ একখানা পোষ্টকার্ডের দাম। লাভ—অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের মধ্যে বসন্তের হাতে মরবে না।

যুবক— জোচ্চোর কোথাকার ? এই বুঝি তোমার ইন্‌সিওরেন্স।

সরোজ— এই তো আদৎ ইন্‌সিওরেন্স। তুমি বুঝি ভাবছিলে,

পরিবারটী বসন্তে ম'রবে—আর তুমি কিছু মোটা টাকা মারবে। এটাও বাংলা করে বলি শোন—পাঁচ বৎসর অন্তর টিকা—অবশ্য টিকার মত টিকে নিলে বসন্তর হাতে ম'রবে না। তুমি বুঝলে হে?

গ্রামবাসী—আজ্ঞা হ্যাঁ বুঝেছি। (টিকাদারের প্রতি) চলহে, আমি সবাইকে টিকে দিয়ে নিচ্ছি। সরকার যা করেন আমাদের ভালর জন্যই। (গ্রামবাসী ও টিকাদারের প্রস্থান)

সরোজ— বিদ্বান মশায়ের মাথায় বেশ ঢুকলো কি?

যুবক— না হে, বিদ্বান মশাইকে বোঝান অত সোজা নয়। পড়তেন আমার পাল্লায় তো বুঝিয়ে দিতুম। সেবারে এসেছিল সব পুকুরে কেরোসীন দিতে। বললুম অগ্নি কাণ্ডটা আর কোরো না। যেমন শুনলে না, কি করেছিলুম জান? ধ'রে বেশ ক'রে তেল সুদ্ধ জল খাইয়ে দিয়েছিলুম। বেচারা বমি ক'রতে ক'রতে অস্থির। আর একবার এসেছিলেন পুকুর ডিসিন্‌ফেক্ট ক'রতে হাঁকিয়ে দিলুম। বললুম, বাবা মাছ কটা আর মেরোনা।

সরোজ— খুব বাহাদুর তুমি। দেখ, সাবধান কিন্তু—শক্ত পাল্লায় প'ড়লে শেষে কাছারি ঘর করতে হ'বে।

যুবক— হাঁ, হাঁ—আমরাই কতলোককে কাছারিঘর করাচ্ছি। রেখে দাও তোমার ওসব বুজরুকি—আমি ওসব মানি না।

সরোজ— অনেকে ভূত মানে না বটে, কিন্তু যখন ভূতে ধরে তখন রোজাও ডাকে। তোমারও সেই রকম। আচ্ছা ভাই দেখা যাবে। আগে মনে করতাম অজ্ঞানতাই আমাদের শত্রু। এখন দেখছি —তার চেয়েও বড় শত্রু কতকগুলি সবজান্তা না পড়ে পণ্ডিতের দল! যাদের আমরা মূর্খ গ্রামবাসী বলি—তারা

সরল, তাদেরকে একটু বোঝাতে পারলেই বোঝে। কিন্তু এই সব ছাপমারা মহাপ্রভুরা—এঁদের বোঝান অসম্ভব। (প্রস্থান)

যুবক— শুনেছেন বাবাজী, একটা মজার খবর ?

বাবাজী— না, শুনিনি—কি হয়েছে বলুন তো ?

যুবক— শোনেন নি—হারাধনের বউটীকে গতরাত্রে ভূতে লুটে নিয়ে গেছে।

বাবাজী—সর্ব্বনাশ ! এখন উপায় ?

যুবক— গেছেন ছোকরার দল বাহাদুরী ক'রে তাকে উদ্ধার ক'রে আনতে। মনে করেছেন, সবই মশা-মাছি আর কি ! খানিকটা হৈ হৈ করলাম, তারপর বললাম—শত্রু জয় করে ফেলেছি—ম্যালেরিয়া কলেরা একেবারে তাড়িয়ে দিয়েছি। এ তা নয় রে বাবা—এ আসল। এখন মাথা নিয়ে ফিরলে বাঁচি।

বাবাজী—আপনি কি বলছেন—বুঝছি না।

যুবক— এ আর বুঝলেন না ? বলছিলুম, বাবুরা সব যে কোমর বেঁধে গেলেন বাঘের মুখ থেকে খোরাক কেড়ে আনতে—সেটা কি ভাল কাজ হ'ল ? তোদের এত মাথা ব্যথা কেনরে বাবু—যাদের হয়েছে তারাই বুঝতো।

বাবাজী—তাঁরা তো মনুষ্যোচিত কাজই করেছেন বাবা।

যুবক— মনুষ্যোচিত অমনি ! কেন আমরা যে গেলাম না—আমরা কি মানুষ নই ?

বাবাজী—যে ভাবে কথা কইছেন—তাতে তো সেটা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহই হ'চ্ছে। কারণ একাজটা প্রত্যেক মনুষ্যনামধারী জীবেরই করা কর্ত্তব্য।

যুবক— বাবাজীরও যে দেখছি মিলিটারী স্পিরিট আছে। আপনিও কি লেডী কমাণ্ডারের দলে নাম লিখিয়েছেন নাকি ? ভাল, ভাল ! তা আপনার আর কি—লেংটার নেই বাটপাড়ের ভয়।

আমাদের যে পেছটান রয়েছে—একটু সাবধানে থাকতে হয় বই কি।

বাবাজী—তা হ'লে তো আপনার সংসারধর্ম্ম ক'রে কাপুরুষের বংশবৃদ্ধি না করাই উচিত ছিল। যখন ভুলটা করেই ফেলেছেন, তখন আপনাকে একটা সৎপরামর্শ দিই। আপনি মাজননীকে বলে দিন যে আপনি তাঁকে রক্ষা করতে অসমর্থ। তিনি নিজে যেন আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেন।

যুবক— বাবাজী যে খুব লেকচার ঝাড়ছেন!

বাবাজী—হায় বঙ্গনারী! বাঙ্গলার পুরুষেরা আজ তোমায় রক্ষা করতে অসমর্থ। তোমরা নিজ নিজ শক্তির উদ্বোধন কর মা—নইলে তোমাদের সম্ভ্রম তো আর রক্ষা হয় না। কর মা—কৃপাণ করে আবার অসুর বধ কর—বাঙ্গালার মুখ রক্ষা হোক।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কাছারি বাড়ী।

একজন প্রজার প্রবেশ।

প্রজা— প্রেণাম হই হুজুর আমি বড্ড দূর হ'তে—আপনকার চরণ দর্শন করতে এসেছি (নজর প্রদান)। আপনি আমাদের রাজা—আপনার কাছে কিছু দুঃখু নিবেদন করতেও চাই।

মাধব— কি দুঃখু হ'ল আবার তোমাদের। দুঃখু শুনতে শুনতেই প্রাণ গেল। বাকি খাজানাগুলো সব পাই পয়সা মিটিয়ে দিয়েছো তো? তার পর যত দুঃখু বোলো।

প্রজা— আজ্ঞা হাঁ—আপনার সব নেজ্য পাওনা মিটিয়ে দিয়েছি। নায়েব মশায় আবার কি সব নতুন পাওনা বার করেছেন।

মাধব— সে আর আমার কাছে জানিয়ে কি হবে। সবাই কি হাওয়া খেয়ে থাকবে ?

প্রজা— থাক, সে আমরা নায়েব মশায়ের সঙ্গে মিটিয়ে নেব'খন। তাঁনার আমাদের উপর দয়া আছে। আমাদের দেশে হুজুর বড় জল-কষ্ট হয়েছে—জলের অভাবে মানুষ গরুবাছুর সব মারা যেতে লেগেছে। আমাদের মেয়েদের প্রায় দুক্রোশ তফাৎ থেকে খাবার জল ব'য়ে আনতে হয়। নায়েব মশাইকে জিজ্ঞাসা করুন। আপনি যদি দয়া করে আমাদের গাঁয়ে একটী পুস্কর্ণী কাটিয়ে দেন, তাহ'লে আপনার প্রজারা জল খেয়ে বাঁচে।

নায়েব— যথার্থই হুজুর ওদের বড় জলকষ্ট।

ভুলু— আহা বড় কষ্ট বেচারাদের। দিন জ্যাঠামশাই একটা পুকুর কাটিয়ে—লোকগুলো বাঁচবে।

মাধব— আমার অত পয়সা নেই বাবু—আমি তোমার হুকুমে গ্রামে গ্রামে পুকুর কাটিয়ে দিই। দুক্রোশ তফাৎ থেকে জল এনে খাবে সে আর বেশী কথা কি ? এতকাল লোকের কি করে চলছিল ?

প্রজা— আজ্ঞে এতকাল তো আর এত প্রজা ছিলনি। আমরা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছি, আর পুরাণ পুকুরগুলোও নষ্ট হ'য়ে গেছে। আপনি রাজা—মা-বাপ ! দয়া করে একটু হুকুম করে দিন। আপনার অনেক প্রজা বাঁচবে। ছোট বাবু থাকতেন যদি—

মাধব— প্রজা বাঁচল আর ম'রল, তাতে আমার বড় এসে যাচ্ছে না। আমি এখন কিছু খরচ করতে পারবো না। যাও না ছোট বাবুর কাছে।

ভুলু— বাবা বেঁচে থাকলে সত্যই পুকুর কাটিয়ে দিতেন। এত কষ্ট বেচারাদের !

প্রজা— জমিদার মশাই—আপনি এখন সে কথা ব'লছেন বটে—কিন্তু সত্যই বছর বছর কলেরা হয়ে বিস্তর লোক মারা যাচ্ছে। আমাদের মনে বড়ই আতঙ্ক হ'চ্ছে। ডাক্তার বাবুরা এসেছিলেন; তাঁরা বল্লেন যে এখানে ভাল খাবার জল নেই বলেই এরকম হয়। ভাল খাবার জলের ব্যবস্থা হ'লে আর কলেরা হবে না।

নায়েব— মধ্যে কলেরা হয়ে বহু লোক মারা যায়। সরকারী ডাক্তার বাবুরা এসে অনেক চেষ্টা ক'রলেন। কিন্তু ক'রলে কি হবে—জলের অভাবে লাভ কিছু হ'ল না।

ধীরেন— তারা ভারি জানে! কলেরা আবার হ'বে না। যেখানে ছোট লোক আছে—সেখানে কলেরা হবেই।

প্রজা— আপনি কি ব'লছেন! আমরা পেত্যক্ষ দেখ্‌ছি—আমাদের পাশের বাবুদের এলাকায় তাঁরা ভাল পুষ্করণী কাটিয়ে—কেমন ডাক্তার ওষুধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সেখানে তো কলেরা হ'চ্ছে না—আর প্রজাও মরছে না। ম'রতে দেখি আমরাই মরছি। গরু বাছুরেরও অধম।

ধীরেন- তোরা ম'রলে তো আর জমিদারের লোকসান নেই, আবার নূতন বন্দোবস্ত ক'রে সেলামী পাবেন।

প্রজা— ছি, ছি—আপনার সাথে কথা বলাও মুস্কিল দেখছি! জমিদার মশাই—না হয় হুকুম দেন—আমরা সব প্রজা মিলে আমাদের গ্রামের একটা সরকারী ডোবা আছে—সেটার ধারের আগাছাগুলো কেটে সেটাকে নিজেরাই বাড়িয়ে নিই। প্রাণটাতো রক্ষা করতেই হবে।

ধীরেন- তা বেশ—জমিদারের যা পাওনা তা জমা দিয়ে, তারপর বন্দোবস্ত কোরো। গাছ কাটতে পুকুর খুঁড়তে কি দিতে হয় জানতো?

প্রজা— আজ্ঞে তা জানি—সে ক্ষমতা থাকলে আর এতদূর আসবো কি করতে? আমরা সব গতরে খেটে কেটে নিইগে। আপনার জিনিষ আপনারই থাকবে—আমরা খালি জলটুকু খাব। আমাদের অবস্থাটা নায়েব মশায় ভাল জানেন।

নায়েব— ওদের অবস্থা বড়ই খারাপ। জমা দেওয়ার ক্ষমতা ওদের নাই।

ধীরেন— চাটুর্য্যে মশাই—আপনি ওসব কথা শুনবেন না—পরে গোল-যোগ ক'রবে। টেনেন্সি এক্ট মতে আপনার পাওনা পেলে তবে ওদের পুকুর কাটতে দেবেন।

নায়েব— হুকুম পেলে আমি ব্যবস্থা করে দিই!

প্রজা— তা হ'লে নায়েব মশাইকে আপনি একটু হুকুম করুন—আমা-দের গরীবদের রক্ষা করুন—নইলে আমরা ধনেপ্রাণে মারা যাই বাবু! একটু জল দান করুন। (ক্রন্দন)

ভুলু— আহা দিন, জ্যাঠামশাই দিন। না হয় বাবার ভাগ থেকেই দিন।

মাধব— না, না, সে সব হবে না—আমার পাওনা না পেলে হুকুম তো আমি দিতে পারি না। তোমরা যাও, আর জ্বালাতন কোরো না।

প্রজা— এততেও আপনার এ সামান্য দয়া হ'ল না। ভগবান—এরকম আর কত দিন সওয়া যায়। জমিদারকে রক্ত ছেঁকে খাজনা দিই—আর আমরা কাদা ছেঁকে জল খাই। মনে রাখবেন জমি-দার মশাই, ভগবান এর বিচার করবেনই। (প্রস্থান)

মাধব— দেখলে একবার বেটাদের আক্কেল। যা খুসি তাই বলে।

ধীরেন— দেখছি তো তাই—আপনার মত মহৎ জমিদার—তাই অমনি রক্ষা পেলে।

ভুলু— বললুম জ্যাঠা মশাই বাবার ভাগ থেকে দিতে, তাও দিলেন না।

মাধব— তোর বাবার আবার ভাগ কিসের রে ? বাবার ভাগ—বাবার ভাগ করছিস যে ?

ভুলু— কি রকম ! (দুই জন প্রজার প্রবেশ)

মাধব— কি রে, তোরা এত ব্যস্ত হ'য়ে এসেছিস কেন ? কি হ'ল তোদের আবার। ভূতে তাড়া করেছে নাকি ?

১ম-প্রজা—(২য়ের প্রতি)—ঐ দেখ, সত্যি কি না দেখলি ?

২য়-প্র— তাতো দেখছি—তাহ'লে তো সত্যিই।

নায়েব—তোদের কি সত্যি ভূতে ধরলে নাকি ?

১ম প্র— আজ্ঞে আমরা যাই—আর দেরী ক'রবো নি।

২য় প্র— চল মামা পালাই—শেষ কালে কি প্রাণটা যাবে ?

ধীরেন— ওদের চেহারা দেখে মনে হ'চ্ছে, ওদের ভূতেই ধরেছে।

নায়েব— ভয় নেই তোদের—বল কি হয়েছে ?

১ম— আজ্ঞে ঐ জলার ধারে যে খালি বাড়ীটা আছে—

ধীরেন— সেখানে ভুত দেখেছিলি, না পেতনী ?

২য় প্র— দেখলি ! আমি যা বলেছিলুম সত্যি কি না ? বাবুরা সব বুঝতে পারে।

১ম প্র— সে তো আমিও বলেছি—

২য় প্র— আজ্ঞে যখন ঐ পথে আমরা দু জনায় আসছিলাম, দেখলাম—

নায়েব— কি দেখলি তাই বল না ?

১ম প্র— সে একটা ভয়ানক কথা—নামটা আর আমরা করবো না—

মাধব— তোদের এখানে আটক ক'রে রাখবো তাহ'লে।

২য় প্র— এই রে মামা—সারলে এবারে—

১ম প্র— তাহ'লে ব'লে ফেলা যাক—কি বল ?

১ম প্র— মশাই—ঐ জলাটার নেকট যে খালি ঘরটা আছে—তার কাছে

ঐ যা বল্লেন—এখন আর নামটা করবো না—ঘুরে ঘুরে বুল-ছিল। যেমন আমাদের নজর হয়েছে অমনি উবে গেল।

ধীরেন— তার পর তোরা কি করলি ?

১ম প্র— আমরা চোক বুজে দৌড়—এখানকে এসে, তবে চোক মেলেছি।

মাধব— হাঁহে, নায়েব বাবু, ভূত জোড়াটার হ'ল কি ? খেপল নাকি ?

নায়েব— কি জানি হুজুর ? ব্যাপারটা বড় ভাল বুঝছি না। (প্রজাদের প্রতি) তোরা একটু বাইরে দাঁড়া ? দরকার আছে।

মাধব— একি ? তোমার আবার কি হ'ল ?

নায়েব— হুজুর—আমায় একটু ছুটী দেন। যাই একবার দেখে আসি। যাই—দেরী হ'লে হয়তো সব নষ্ট হবে। (প্রস্থান)

ধীরেন— তাইতো, দেখাদেখি এও ক্ষেপলো নাকি ?

সপ্তম দৃশ্য

নৃপেনের বহির্বাটী

নৃপেন—কি প্রভা, এমন সময় এখানে যে ?

প্রভা—ভুল করেছি। পাঁজি পুথি দেখে আসা হয়নি বুঝি ? কি করি ? আতুরে নিয়মং নাস্তি। দেখতে এলাম যে সেই তিনি, যিনি পলকে প্রলয় জ্ঞান কর্ত্তেন—তিনি আজ কি দেশোদ্ধারের কাজে এত ব্যস্ত যে তপস্যা ক'রেও তাঁর দেখা পাওয়া যায় না। তা যাক এমন করে নিজের শরীর নষ্ট ক'রে আর লোকের গালাগাল খেয়ে, বনের মোষ তাড়িয়ে লাভ কি ?

নৃপেন— সত্য বলেছ প্রভা। যতদিন অন্য নেশায় মেতে ছিলাম, ততদিন এক রকম কেটেছিল ভাল। দুজনে কত স্বপ্নরাজ্য গড়েছি— আবার কেমন ভেঙ্গেছি-তাত জানই। কিন্তু কি যে এক নূতন নেশায় ধ'রল। সত্য প্রভা, গরীবের রোগ শোক দেখলে মনে বড় কষ্ট পাই—তাই ভেবেছিলুম কিছু ক'রে দেখি।

প্রভা— কিছু ক'রে দেখবে—তা এদেশে ক'রে কি হবে। এখানে মানুষ কোথায়? যা আছে তা চাষাভুষো। তাও তো সব ভুগে ভুগে আধমরা হ'য়ে আছে দেখছি। যদি কিছু কর তো কলকাতায় গিয়ে কর, যে নাম বার হবে।

নৃপেন— নাম তো বেরোয় জানি। কিন্তু মরাকেই তো বাঁচাতে হয়। আর এই সব পল্লীগ্রামের লোক নিয়েই তো কলকাতা। এরা বাঁচলে আর মানুষ হ'লে তবে তো কলকাতা থাকবে।

প্রভা— হাঁ, কলকাতা আবার থাকবে না—এসব জায়গায় লোক কমেই যাচ্ছে, আর জঙ্গল হ'চ্ছে—কিন্তু কলকাতায় লোক আঁটছে না।

নৃপেন— ঠিক! কিন্তু কলকাতা এখন পূরো বাঙ্গলা দেশ নয়। বোধ হয় আর বেশী দিন সেখানে বাঙ্গালীর স্থানও হ'বে না। অন্য জাত সব এসে কলকাতা দখল ক'রছে।

প্রভা— কাকে বোঝাচ্ছ তুমি—আমি তো আর পাড়াগেঁয়ে মেয়ে নই। কলকাতার লোকের মনে যেমন উৎসাহ আছে—তোমার এদেশে কি তা আছে? কত সভাসমিতি হ'চ্ছে—কত প্রদর্শনী হ'চ্ছে—মেয়েরাও কেমন স্বাধীন ভাবে যোগ দিচ্ছে। আর এ পোড়া দেশে একটু জুতো পায়ে দিলেই নিন্দে।

নৃপেন— ওঃ! তোমার জুতো পায়ে দেবার সুবিধা হয় না ব'লে, তাই? আমি তো কখনও বারণ করিনি। ঐতো সৌভাগ্যবান পাদুকা

শ্রীচরণে এখনও শোভা পাচ্ছে। তা লোকে একটু নিন্দে করলেই বা—অন্যায় তো আর কিছু করনি।

প্রভা— না, আমি জুতো পায়ে দেবার কথা বলিনি। আমি বলছিলাম, কলকাতায় গেলে—তুমি যেমন ক'রছ—আমিও মেয়ে মানুষের মধ্যে কতকটা কর্ত্তে পারতুম। সেখানে সব ভাল ভাল লোক আছে কি না।

নৃপেন— কলকাতায় তো করবার লোক ঢের আছে—সেখানে আর তেলা মাথায় তেল ঢেলে কি হ'বে? এখানেও তো আমাদের করবার ঢের রয়েছে—বিশেষতঃ তোমার।

প্রভা— আমার? ঠিক বলেছো। পাড়াগায়ের লোকগুলো আবার মানুষ—তাদের আবার উন্নতি হবে—তারা আবার বাঁচবে। তা হ'লেই হ'য়েছে আর কি! এই যে এত দিন ভূতের ব্যাগার খাটলে—কিছু হ'য়েছে কি?

নৃপেন— ঠিকই বলেছ প্রভা। লোকগুলো যেমন শ্রীহীন, স্বাস্থ্যহীন আগে ছিল, এখনও তাই—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা। তারা না বোঝে নিজের ভাল, না বোঝে পরের ভাল। বোঝাতে গেলেও উল্টো বোঝে। তাঁদের কেল্লার ভেতর তো আমাদের ঢোকবার যো নেই—তাঁরাই মালিক। যা হোক, সরলা তবু একটু আধটু করেছে। কিন্তু এ পাড়াগাঁয়ের ঘুম ভাঙ্গাতে গেলে অনেকগুলি সরলার দরকার। কে একজন বোধ হয় তোমার কাছে আসছে (নৃপেনের প্রস্থান ও তরঙ্গিনীর প্রবেশ)

প্রভা— এস তরি ঠাকুরঝি—এমন অসময় কি মনে ক'রে?

তর— আমাদের সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ হয়েছে বৌদি! ভাইপোটী তো গেলই—বউটীকেও বদমায়েসরা ধ'রে নিয়ে গে'ছে।

প্রভা— ধ'রে নিয়ে গে'ছে! বল কি? এখন উপায়?

তর— উপায় ভগবান। শুনছি তো সরলা ঠাকরুণ তাঁর দলবল পাঠিয়েছেন তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য। এনেই বা কি হবে? খালি কেলেঙ্কারী বাড়ানো বই তো নয়!

প্রভা— সেকি! আনলে তাকে তোমরা ঘরে নেবেনা নাকি?

তর— তাকে আর ঘরে কি করে নেব? তার কি আর জাত আছে? সে কালামুখীকে ঘরে নিলে আমাদেরকে পর্য্যন্ত জাতে ঠেলবে যে।

প্রভা— তাকে আগে থাকতেই কালামুখী করছ কেন? তাকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গেছে—সেত আর ইচ্ছে ক'রে যায় নি। শুনেছি বউটী বড় ভাল ছিল। সে কি ক'রবে তা'হলে?

তর— তার বরাতে যা আছে তাই ক'রবে। তার জন্যেতো আর সবাই ডুবতে পারি না।

প্রভা— ডুববে কেন? তার কোন দোষ নেই অথচ তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। একটু ভেবে চিন্তে কাজ কোরো।

তর— এর আবার ভাবনা চিন্তা কি? আমাদের ঘরে ঐ নিয়ম। ভদ্দর ঘরের কথা আলাদা।

প্রভা— কেন ভদ্দর ঘরে তুমি কি দেখলে?

তর— কি আর না দেখছি! বিধবা মানুষ, দিন নেই, রাত নেই, সব যেখানে সেখানে কি ঘুরে বেড়ান ভাল? ঐ তোমাদের সরলা ঠাকরুণ গো!

প্রভা— তোমাদের সকলকার উপকারই তো করছেন সরলা-ঠাকরুণ। মিছে বদনাম দাও কেন?

তর— মিছে নয়। এদিকে যে ঢি ঢি হ'য়ে গেল,সে খপর রাখনা বুঝি? যখন কথাটা উঠলো, বলে যাই। তুমি নিজে একটু সাবধান হোয়ো—লোকে বড় কাণাঘুষো ক'রছে।

প্রভা— লোকে কাণাঘুষো ক'রছে, তোমার তাতে অত মাথাব্যথা কেন ? এ খবরটা তোমার কষ্ট ক'রে না দিয়ে গেলেও হ'ত।

তর— সাবধান করলুম, তা নয় আবার উল্টে চোখ রাঙ্গানি ? হায়রে কলিকাল ! এদিকে যে কাণ পাতা যায় না।

(তরঙ্গিণীর প্রস্থান)

(প্রভা মুখভার করিয়া বসিয়া আছে। নৃপেনের পুনঃ প্রবেশ)

নৃপেন— প্রভা একটা দুঃসংবাদ আছে। (হঠাৎ প্রভার মুখের দিকে চাহিয়া) একি ! শরতের চাঁদ নিমিষে কেন বর্ষার মেঘে ঢেকে গেল ? বল প্রভা, হঠাৎ তোমার একি হল ? এত অভিমান কিসের ?

প্রভা— না, কিছু হয়নি। আমরা মেয়ে মানুষ—আমাদের আবার মান অভিমান ! এই যে লোকে নানা কথা বলে এও আমায় কাণ দিয়ে শুনতে হ'ল ! কেন তুমি যার তার সঙ্গে মেশ বল দিকি ?

নৃপেন— ওঃ ! বুঝেছি প্রভা। আত্মীয় বন্ধু আমাকে পাগল ব'লে উপহাস করে, এমন কি সন্দেহও করে। তাত আমি গ্রাহ্য করিনা। কিন্তু প্রভা, তুমিও আমাকে সন্দেহ ক'রছো। এক সঙ্গে এত কাল ঘর করবার পরেও যদি তুমি একথা বিশ্বাস কর, তা'হলে বড়ই দুর্ভাগ্য।

প্রভা— কি করি। দশজনে তোমায় ছিছি ক'রলে আমার বুকে যে শেল বেঁধে। আমার তো আর বাঁচতে ইচ্ছে হয় না। তোমার ও সবে আর কাজ নেই।

নৃপেন— প্রভা, তুমি ভুল বুঝছ। তুমি স্ত্রীলোক হ'য়ে একটী স্ত্রীলোকের স্বভাবে সন্দেহ করবার আগে তোমার বেশ করে ভেবে দেখা উচিত ছিল।

প্রভা—তুমি কি তার সঙ্গ ত্যাগ ক'রতে পার না ? বেশ, আমি তোমার সহায়তা ক'রবো।

নৃপেন— এই তো তোমার মত স্ত্রীর কথা। কিন্তু সরলা—সে যে আমার ভগ্নীতুল্যা। তার সঙ্গে ভালভাবে আলাপ ক'রে, আজ খোঁজ নিয়ে দেখো এটা একটা গ্রাম্য ষড়যন্ত্র মাত্র। তার মত দেবী-চরিত্র এখনও বাঙ্গালার বিধবাদের মধ্যে আছে ব'লেই, এখনও সংসার চ'লছে। কিন্তু স্থবির সমাজ, আর তার মাতব্বররা, তাদের রক্ষা করা দূরে থাক, উল্টে তাদের মিথ্যা কুৎসা রটনা করে। এই রকমে কত অসহায়া স্ত্রীলোক যে সমাজের বার হ'য়ে যাচ্ছে, তা বলা যায় না।

প্রভা— সব তো বুঝি, কিন্তু মন তো বোঝে না। খালি মনে হয়—পোড়া বরাতে বুঝি অত সুখ সইল না। কত তপস্যা ক'রে তোমার মত স্বামী পেয়েছিলাম, সে অহঙ্কার বুঝি বা ভগবান আমার চূর্ণ করেন।

নৃপেন— মিথ্যা ভাবনা ছেড়ে দাও। সরলা কর্ম্মস্রোতের ঘূর্ণীপাকে প'ড়ে, আমাদের সঙ্গ নিয়েছে—কর্ম্মের সঙ্গে মাত্র তার যোগ। আবার একদিন একটা ঢেউ এসে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে—যখন আমাদের মধ্যে হ'বে শত যোজনের ব্যবধান। তুমি আমার স্বর্গের পারিজাত—ধর্ম্মকর্ম্মের অংশীদার—ইহকাল পরকালের পরম আত্মীয়। তোমার সঙ্গে কার তুলনা প্রভা।

প্রভা— তাই যদি হয়, তা'হলে তুমি আমার একটী কথাও রাখতে পারছ না। তুমি এ সব ছেড়ে যেমন ছিলে তেমনি হও। তোমার পায়ে পড়ি।

নৃপেন— না প্রভা, তাতো হ'তে পারে না। একদিন স্বপ্নে অশ্রুপ্লুতা মাতার তর্জ্জনীনির্দ্দিষ্ট যে পথকে, সাধনার চরম মার্গ জ্ঞানে

আমার সর্ব্বস্ব পণ ক'রে গ্রহণ করেছি, স্বাত্ত্বিকের হোমাগ্নি শিখার উজ্জল জ্যোতিতে যার পরিসমাপ্তি আলোকিত দেখেছি, যে পথে কর্ম্মক্লান্ত মানবকে অভয় দেবার জন্য, বঙ্গলক্ষ্মী আকুল নয়নে দাঁড়িয়ে আছেন, তোমার অনুরোধে—তোমার একটী ভ্রান্ত ধারণার বশে—আমাকে যে সে পথ ত্যাগ ক'রে স্বার্থের কূপে ডুবতে হবে, এটাতো সম্ভব নয়। প্রভা, আমার অনুরোধ, তোমার এসকল দুশ্চিন্তা ছেড়ে দাও।

অষ্টম দৃশ্য।

স্থান—জলার মধ্যে জঙ্গল।

পাগলী— না, ঘরের তালা ভাঙ্গতে পারলুম না। উঃ কি কষ্ট! মুখ হাতপা বাঁধা প'ড়ে রয়েছে। কাকে ডাকি? কি খাওয়াই? (প্রস্থান)

(একজন লোক প্রবেশ করিল)

লোক— না এখানে তো কেউ নেই দেখছি। ঘুমের ঘোরে ভুল দেখলুম নাকি? চাবিটা থাকলে ঘরটা খুলে দেখা যেত। একলা ভাল লাগে না। কখন যে সব আসবে?

(পাগলীর প্রবেশ)

কে তুই? এখানে কোথা থেকে এলি?

পাগলী— দূর হও সয়তান। পালাও।

লোক— পালাব। দাঁড়া তুই দেখছি। (প্রহারোদ্যত)

পাগলী— তবে রে শয়তান! (ছুরি লইয়া আক্রমণ)

লোক— দাঁড়া আসছি। তোকে খুন ক'রতেই হবে। (প্রস্থান)

পাগলী— য়্যাঁ কি করি ? ফিরে আসবে—খুন ক'রবে ? কি করি ? কাকে ডাকি ? খুন ক'রবে করুক। নিয়ে যেতে দেব না।

(ঘরের দিকে প্রস্থান। নায়েব ও একজন লোকের প্রবেশ)

নায়েব— এই দিক থেকেই শব্দটা আসছিল বোধ হ'ল।

পাগলী— (হঠাৎ) আবার এসেছ ? এগুলেই খুন ক'রব।

নায়েব— কে তুমি ? খুন ক'রবে কেন ? তুমি এখানে কি ক'রতে এসেছ ?

পাগলী— কি করতে এসেছি ? রাক্ষস, সয়তান, দূর হ।

নায়েব— আমায় বিশ্বাস কর। কোনও ভয় নেই তোমার।

পাগলী— বিশ্বাস ক'রব ? শীঘ্র পালাও, তোমার প্রাণ যাবে।

নায়েব— তোমার কি মতলব কিছুই বুঝতে পারছি না।

পাগলী— বোঝাচ্ছি বদমায়েস। (ছুরিকা হস্তে হঠাৎ আক্রমণ)

নায়েব— (ঠেলিয়া দিয়া) কি খুন ক'রবে নাকি ?

সঙ্গী— খবরদার সয়তানী (লাঠি দ্বারা প্রহার)

পাগলী— ওঃ ! আর পারলুম না দেখছি ! (পাগলীর পতন) এখনও দাঁড়িয়ে আছ ? যাও—শীঘ্র যাও।

নায়েব— কে তুমি ? ঠিক ক'রে বল কি হয়েছে ?

পাগলী— সতীর উপর অত্যাচার ক'র না।

নায়েব— বল কে সতী ? কোথায় সতী ? (নেপথ্যে গোলমাল)

(নেপথ্যে) ঐ দিকে। ঐ দিক থেকে মেয়ে মানুষের গলার শব্দ আসছে।

পাগলী— ঐ গোলমাল—সব দল বেঁধে আসছে। না আর পারলুম না। হায়, কে রক্ষা ক'রবে ?

নায়েব— ব্যাপারটা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ঐ ঘরটা দেখিগে।

পাগলী—(উঠিবার চেষ্টা করিতে করিতে) না, না যেওনা। ওঘরে যেওনা। গেলে খুন ক'রব ! আর পারলুম না। শরীরে আর বল নেই। উঠতে পারছি না। (যুবকগণের প্রবেশ)

২য় যু— কি হয়েছে তোমার ?

পাগলী— না—না—এসোনা—কেন আবার অত্যাচার ক'রতে এসেছ ? ছেড়ে দাও—ওকে ছেড়ে দাও ! তোমরাও তো মানুষ !

নায়েব— কে তোমরা ? খবরদার, এদিকে এসোনা।

পাগলী— সাবধান বউ—দেখিস যেন কেউ তোকে জ্যান্ত ছুঁতে না পারে। খবরদার খুন ক'রব।

১ম যু— কে পশু—স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার ক'রছো ? ভাই সব ওদের বাঁধো।

(নেপথ্যে) ভাঙ্গ—ভাঙ্গ—দরজা ভেঙ্গে ফে'ল। ঐ ভেতরে রয়েছে।

সঙ্গী— পালাই বাবা। প্রাণটা যাবে। (পলায়ন)

পাগলী—ভেঙ্গনা—ভেঙ্গনা—ভগবানের দিব্যি ভেঙ্গনা।

নায়েব— খবরদার সয়তানরা। সাবধান !

২য় যু— বাঁধ লোকটাকে বাঁধ আগে। তারপর যা হয় করা যাবে। (নায়েবকে বন্ধন) পাষণ্ড স্ত্রীলোকটীকে খুন করেছে নাকি ? (টর্চ্চ দিয়া দেখিয়া) এই যে রাধী পাগলী !

পাগলী— আঃ বাঁচলাম ! তোমরা এসেছ ? ঐ ঘরে সয়তানরা বৌকে বন্ধ করে রেখেছে। যাও এখুনি নিয়ে চলে যাও। ঐ সব আসছে। (ভুলু ও প্রজ্ঞার প্রবেশ)

প্রজ্ঞা— ঐ ঘরটা বাবু। এই দেখুন এখানে ! ওরে বাবারে ! (পলায়ন)

ভুলু— ওরে দাঁড়া, দাঁড়া। তাইতো, সত্যই এযে ভূতের কাণ্ড ! (টর্চ্চ দিয়া দেখিয়া) একি ? নায়েবমশাই বাঁধা প'ড়ে !

নায়েব— খোকা বাবু পালান ! গুণ্ডারা মেরে ফেলবে।

১ম যু— (টর্চ্চ দিয়া দেখিয়া) একি ! ভুলু বাবু ! তুমি এখানে ?

ভুলু— তোমরা কোথা থেকে এলে এখানে ? আমাদের নায়েব মশাইকেই বা বেঁধে রেখেছ কেন ?

১ম যু— ওটি তোমাদের নায়েব মশাই ? ওঁরই এসব কাণ্ড নাকি ?

ভুলু— নায়েব মশাই এইমাত্র কাছারি থেকে একটা কি খবর পেয়ে দৌড়ে এলেন। আমিও, কি হয়েছে দেখবার জন্য এলাম। ব্যাপার কি বল দেখি ?

২য় যু— ব্যাপার তো দেখছ। হারাধনের বউকে বদমায়েসরা চুরি ক'রে এনে এখানে লুকিয়ে রেখেছে।

ভুলু— নায়েব মশাই তো ঠিক আন্দাজ করেছিলেন। খুলে দাও ওঁকে।

(বন্ধন মোচন। হারাধন ও রাধানাথের প্রবেশ)

রাধা— আমাদের বউ পেয়েছি। ঐ ঘরটায় বন্ধ ছিল। দরজা ভেঙ্গে বার ক'রলাম। এখনও মুখ হাত পা বাঁধা। ওঃ ! মানুষ এত সয়তান হ'তে পারে ? ও কে ? রাধী পাগলী না ?

নায়েব— ওরই জন্য বউটী রক্ষা পেয়েছে। আহা,কি দুর্দ্দশাই ওর করেছি।

হারা— রাধী পাগলী যে কেমন ক'রছে। রাধী, রাধী, ওঠ চ।

রাধী— আমার কাজ শেষ হ'য়েছে। তোমরা বউ নিয়ে যাও। আমার ছুটী। সরলা দিদিকে ব'লো। দিদি কাঁদবে।

রাধানাথ—আহা হা—পাগলের মধ্যে এত ছেল ?

২য় যু— না—ও পাগল নয়। আমাদের ঘরে ঘরে যদি এমন পাগল হয় তো আমাদের কলঙ্ক ঘোচে। কে তুমি অপরিচিতা দেবী, বাঙ্গালীর এই দুর্দ্দশার দিনে তাকে নূতন পথ দেখালে ?

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(স্থান—গঙ্গাসাগর মেলার একপ্রান্ত। সমুদ্রতীর—রাত্রিকাল)

যাত্রী— কাল ভোরে যে যোগের স্নান মাঝি। আমাদের ভাগ্যে সেটা তা হ'লে আর হোলোনা।

মাঝি— কেন হ'বে না কর্ত্তা মশাই? আমরা তো সাগরেই পৌঁছেছি। যে দখিনে বাতাসের ঠেলা। আশা ছিল নি যে আজ পৌঁছুবো।

যাত্রী— মাঝি, তোমার হাতে ধরি এ সময়ে আর ঠকিয়ো না। চল, নৌকা খোল। আজ রাত্রে যা ক'রে হোক সাগরে পৌঁছুতেই হ'বে; নইলে আমরা কেউই প্রাণে বাঁচবো না।

মাঝি— আপনি বিশ্বাস করছেন না? আচ্ছা ঐ বাবাজীটী গান গাইতে গাইতে আসছেন—জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন।

(গান গাহিতে গাহিতে বাবাজীর প্রবেশ)

এসেছি আবার দুয়ারে তোমার, অভাগার পানে চাহনা।
ঘুরি দেশে দেশে আকুল পিয়াসে, দেখা তবু তুমি দিলেনা।
তব পুণ্য বেলায়, এ মহা-সন্ধ্যায়,
কত ভকত মিলেছে আকুল হিয়ায়।
দে মা পদছায়া, ওগো মহামায়া,
অধমে বিতর করুণার কণা।

যাত্রী— হাঁ বাবাজী, এ কোন সহর? এখান থেকে সাগর সঙ্গম আর কত পথ? হায় দুরদৃষ্ট!

বাবাজী—এই তো বাবা সেই মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর, যেখানে লক্ষ লক্ষ ভক্ত স্নান ক'রে পবিত্র হয়। সত্যই গল্পের সাগর আর এখন বাস্তব সাগর নয়। আহা, কি দয়া বাবা কপিলমুনির, আর কি সৌভাগ্য আমাদের বাঙ্গলা দেশের।

যাত্রী— ওঃ বাঁচালেন ! সত্যই আজ আমরা সাগরে না পৌঁছুলে প্রাণে বাঁচতাম কিনা সন্দেহ।

বাবাজী—আপনার মত ভক্তের দর্শন নিতান্ত সৌভাগ্য।

যাত্রী— অপরাধী ক'রবেন না। আপনার ন্যায় মহাপুরুষের সঙ্গে পরিচয়ে আমার জীবন ধন্য হ'ল। আবার দর্শন পাই যেন। (প্রস্থান)

(পিসী ও ভলান্টিয়ারের প্রবেশ)

পিসী— সেই যে গো আমাদের গাঁয়ের ওপাড়ার ভটচাজ্জী গিন্নী আর চার পাঁচজন এসেছে। এ আর বুঝতে পারছো না ? আমরা এখানে একখানা হোগলার ঘর নিয়েছি, তার পাশে একঘর হিন্দুস্থানী রয়েছে। অমনি তফাতে একটী আলো। এ আর বুঝতে পারছো না ? এই সারাটা বেলা রাত অবধি ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ালে। কি রকম তোমরা গো ! সেই সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দ হচ্ছে। বুঝলে ?

ভলান্টি— আপনি যে সব জায়গা বললেন তা'তো দেখলাম—এখন চলুন আমাদের আপিসে। যদি তাঁরা কেউ খুঁজতে আসেন তো সঙ্গে যাবেন।

বাবাজী—কি হয়েছে বাসা খুঁজে পাচ্ছেন না ? যান মা ওঁদের সঙ্গে। কোনও ভয় নেই ?

পিসী— ও কে আমাদের বাবাজী না ? এতক্ষণ দেখিনি। দে বাবা আমার সঙ্গীদের বার ক'রে। আমি সেই ভটচাজ্জী গিন্নী-রাণীরমার সঙ্গে এসেছি গো। দে বাবা খুঁজে।

বাবাজী—একি আর আপনার গ্রাম যে খুঁজলেই পাওয়া যাবে। দেখ-
ছেন তো ব্যাপার। আচ্ছা আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

(চিম্‌টা বাজাইয়া ভজন গাহিতে গাহিতে সন্ন্যাসীগণের প্রবেশ)

জয় গঙ্গে জয় গঙ্গে জয় গঙ্গে, পতিতপাবনী সুরধুনি গঙ্গে।
কুলুকুলুনাদিনী সাগরবাহিনী, পুণ্যসলিলা তরলতরঙ্গে।
জয় ত্রিতাপহারিণী কলুষনাশিনী, মকরবাহিনী মহেশ্বরী।
অভয়দায়িনী আশ্রিতপালিনী হরশিরোবিহারিণী শিবে মহাশঙ্করী।

বাবাজী— ধন্য আমার এই বঙ্গদেশ। মা জাহ্নবী ! কি দয়া তোমার এই বঙ্গদেশের উপর—ব্রহ্মকমণ্ডলু হ'তে জন্মগ্রহণ ক'রে ভারত-ভূমির যত তীর্থ স্থান হ'তে পুণ্যরাশি ধৌত ক'রে এনে আমাদের মত পাপীদের উদ্ধার কর'ছ মা।

(রাণীর মার প্রবেশ)

রাণীর-মা—(প্রণাম করিয়া) আপনারা সিদ্ধ পুরুষ আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করতেই এত দূর আসা। আমরা সংসারের জীব, বড়ই মায়ায় বদ্ধ বাবা।

বাবাজী—মায়া নিয়েই সংসার মা।

পিসী— ওমা এই যে এসে পড়েছে। হাঁগা, তোদের কেমন আক্কেল গো রাণীর মা ? আমি এই সারা দেশটা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

রাণীর-মা—বেশ, তুমি একলা জোর ক'রে বেরিয়ে গেলে ; আর দোষ হ'ল আমাদের ? কোথায় থানা কোথায় আপিস, এই সব করছি।

পিসী— নাও, বাড়ী চল।

রাণীর-মা—(সন্ন্যাসীদের প্রতি) বাবা, যখন আপনাদের দর্শন পেয়েছি, একটী ভিক্ষা দিতেই হবে। আমার মেয়ের বড় অসুখ। একটু

আশীর্ব্বাদ দিন বাবা। আপনাদের মুখের আশীর্ব্বাদই পরম ঔষধ।

সন্ন্যাসী—লে বেটী লে। তেরা মঙ্গল হোগা। (গ্রহণ ও সন্ন্যাসীদের প্রস্থান)

রাণীর-মা—(বাবাজীর প্রতি) মেয়েটার তো দেখে এলুম বাবা বড় অসুখ। কলকাতার বাসায় একলা রয়েছে। ঘুসঘুসে জ্বর, কাশী। মেয়ের শরীরে আর কিছু নেই। বাবা কপিলের মনে কি আছে কে জানে ? মন বড়ই উদ্বিগ্ন রয়েছে।

বাবাজী—বাবা মঙ্গল ক'রবেন। এক কাজ করবেন মেয়েকে আর কলকাতায় ফেলে রাখবেন না। যাবার সময় দেশে নিয়ে যাবেন।

রাণীর-মা—ভাবছিলুম তাই। আবার ভাবলুম সেখানে তো আর ভাল ডাক্তার নেই। কলিকাতায় রাখলে চিকিচ্ছে হোতো।

বাবাজী—আমি আমাদের এখানকার ডাক্তার বাবুদের ব'লে দেব। তাঁরা বড় যত্ন ক'রে দেখেন। দেখছেন তো এখানে ? শুনি এসব রোগে কলকাতা বড় খারাপ। ফাঁকা জায়গা আর তদ্বির বড় দরকার।

রাণীর-মা— তাই ক'রবো আপনি একটু ডাক্তারবাবুকে ব'লে দেবেন।

পিসী— চল না রাণীর মা। তোমার আর কথা ফুরোয় না। আমি কত কি যে মাড়িয়েছি। কাপড়টা ছাড়তে হবে।

রাণীর-মা—সাগরে ওসব ব'লতে নেই।

পিসী— ওমা! তাইতো! সত্যি কি করবো ?

রাণীর-মা—কি আর ক'রবে ? কাল সমুদ্রে দুটো বেশী ক'রে ডুব দিও। চল। (পিসী ও রাণীর মার প্রস্থান। নরেশের প্রবেশ)

নরেশ— কি বাবাজী ভাল আছেন ত ? এবারেও দেখা হ'ল।

বাবাজী— ভালই আছি বাবা। সবই কপিল মুনির ইচ্ছা।

(ভলান্টিয়ার ও একজন যাত্রীর প্রবেশ)

ভলান্টিয়ার—এঁদের সঙ্গে একটী বুড়ো স্ত্রীলোকের কলেরার মত হয়েছে। হাঁসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ইনি আপত্তি ক'রছেন।

যাত্রী— না বাবু, তিনি আমার মাতামহী। তাঁকে হাঁসপাতালে পাঠাব না—অধর্ম্ম হবে। যখন গঙ্গামায়ের কৃপায় এতটা সৌভাগ্য হয়েছে, তিনি এইখানে দেহ রাখলেই ভাল হয়।

নরেশ— দেহ রাখতে দেওয়াতো কারও হাত নয়। আমরা তাঁকে বাইরে রাখতে তো পারি না। তাতে অন্য লোকের বিপদ হ'বে। (ভলান্টিয়ায়ের প্রতি) আপনারা ষ্ট্রেচারে ক'রে রোগীটীকে নিয়ে যান। ডাক্তার বাবুকে ব'লবেন এঁদের দলে যদি ইন্‌জেক্‌সন না হ'য়ে থাকে তো ক'রে দে'ন যেন। আর সেই জায়গাটা যেন বেশ ক'রে ডিসিন্‌ফেক্‌সন্ করা হয়। (জল হইয়া জনৈক যাত্রীর প্রবেশ) আপনি জল নিয়ে ওদিক থেকে কোথা থেকে আস-ছেন? খাবার জলের পুকুর, কল, সব তো এদিকে।

যাত্রী— না মশাই, আমরা ওসব জল খাই না। কলের জল তো নয়ই, আর ঐ সব লোক যে জল তুলে দিচ্ছে তাও না। আমাদের শাস্ত্রে মানা আছে। পুকুর সব ঘেরা রয়েছে—পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। জল তুলতে গেলাম—তাড়িয়ে দিলে। তাই ঐ স্নানের পুকুর থেকেই আনছি। কি ক'রবো? ধর্ম্মতো রাখতে হবে।

বাবাজী—কেন বাবা, ওরা তো সব ভাল জাত। আপনি ঐ জলটা নিয়ে আসছেন—ওতে তো হাজার হাজার লোক স্নান ক'রছে, জলশৌচ ক'রছে, প্রস্রাব ক'রছে,আপনার খেতে প্রবৃত্তি হবে?

যাত্রী— উপায়? দুদিন জল খাইনি-সমুদ্রের জল খেলে বমি হয়।

নরেশ— সংস্কার এই রকমই বটে! জলে যা কিছু মিশুক দোষ নাই।

দেখা না গেলেই হ'ল ! (যাত্রীর প্রতি) আপনি চলুন আমার সঙ্গে ! জলটা ফেলুন । (নরেশ ও যাত্রীর প্রস্থান)

(কয়েকজন যুবকের প্রবেশ)

১ম যু— দেখতে এলাম সেই "তমাল তালী বনরাজী নীলা" এতো দেখছি ত'য়ের নাম গন্ধ নেই। কতকগুলো শুক্‌নো শালের খুঁটির মাথায় আলো জ্বালা। কোথায় বা সেই পর্ণ-কুটীর কোথায় বা সেই বালিয়ারী ?

২য় যু— চেহারা দেখে তো মশাইকে কবি বলেই মনে হ'চ্ছে। বোধ হয় কপালকুণ্ডলার সন্ধানে বেরিয়েছেন ? হতাশ হবেন না। একটু ভিতরে যেতে হবে—দু' একটা পেতে পারেন।

১ম যু— কোন দিকে বলুন তো ? শেষে পথ হারাবো না ত ?

২য় যু— পথ না হারালে কপালকুণ্ডলা পাবেন কি করে ?

১ম যু— হাঁ-হাঁ ভুল হয়েছে—তা'হলে যাই। (প্রস্থান)

বাবাজী—তাইতো মশাই, লোকটী কি শেষে বাঘের পেটে যাবে নাকি ?

২য় যু— মশাই ও নেশা এখুনি ছুটে যাবে। ছোকরা বয়স—একটু ভাব এসেছে। বাবাজী কি এখানে ধর্ম্ম ক'রতে এসেছেন ?

বাবাজী—হাঁ বাবা,বছর বছরই বাবা কপিলমুনির, আর মহা সাধুসন্ন্যাসীর চরণ দর্শন ক'রে কৃতার্থ হই।

২য় যু— সাধুসন্ন্যাসী কি ফেরার আসামী, তা তো বলা শক্ত।

৩য় যু— মশাই কি মিস মেয়োর আত্মীয় নাকি ?

বাবাজী— সাধু কি ফেরার, তা অন্তর্য্যামীই জানেন। তবে হিন্দু মাত্রেই বিশ্বাস করে যে মহামহা যোগী সাগরসঙ্গমে আসেন।

(নেপথ্যে কপিল মুনি কি জয়, গঙ্গা মায়ি কি জয়) ঐ শুনুন—ভক্তের আকুল আহ্বান ! এর ভিতর একটু প্রাণের সাড়া পাচ্ছেন কি ?

২য় যু— তা খুব পাচ্ছি। জোড়া জোড়া প্রাণের সাড়া। এ পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে তীর্থ কে করলে, কে জানে ?

বাবাজী—এ বারাণসী পুরীর মতই শত শত যুগের তীর্থ বাবা—কেউ তো করে নি! বাঙ্গলার গৌরব এ সাগরসঙ্গম—পুরাণেও এর বর্ণনা আছে।

২য় যু— পুরাণের কথা রেখে দিন। কপিলমুনি হিমাচল বিন্ধ্যাচল ছেড়ে এলেন কিনা ঘোর সোঁদরবনে তপস্যা ক'রতে। নন্সেন্স! সেখানে অশ্বমেধের ঘোড়া ধরা পড়ল—তারপরে তিনি সগর রাজার ষষ্টিসহস্র পুত্রকে এক কথায় ভস্ম ক'রে দিলেন—সব গাঁজাখুরি।

বাবাজী—কেন বাবা ? এটায় তো বেশ প্রমাণ হ'চ্ছে যে মুনির ধর্ম্মশক্তির কাছে রাজার ক্ষাত্রশক্তি একেবারে পরাজিত হ'য়েছিল।

৩য় যু— আর মশাই—সোঁদরবনটা তো চিরকাল সোঁদরবনই ছিল না—এখানে হয়তো মস্ত সহর ছিল আগে।

২য় যু— মশাই কি সন্ন্যাসীদের আড্ডা থেকে এইমাত্র উঠে এলেন ?

৩য় যু— পুরাণও মানব না—প্রত্নতত্ত্বও মানব না—না প'ড়ে পণ্ডিত! শুনুন তা হ'লে একটু আক্কেল হবে। এই যে সোঁদরবনটা দেখছেন—এটা বহু বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বেশ সমৃদ্ধিশালী স্থান ছিল। এখানে দেব-দেবীর মন্দির ছিল—ঘর বাড়ী ছিল—সান বাঁধান পুকুর ছিল।

২য় যু— প্রমাণ—

৩য় যু— প্রমাণ—মাটীর ভেতর থেকে সেই সব বেরিয়েছে।

২য় যু— বেরিয়েছে অমনি ? সে সব বেরিয়েছে সারনাথে, রাজগিরিতে।

৩য় যু— ঘর, বাড়ী, মন্দির, পাথরের প্রতিমা এখানে ভেসে এসেছে নাকি ? আপনাদের সারনাথের রাজগিরির কথা সত্য আর

এটা বুঝি মিথ্যা ? বাড়ীর কাছে কি না ? চক্রতীর্থ, অম্বুলিঙ্গ ব'লে যে সব বড় বড় তীর্থ কেতাবে শোনা যায়, সে সব তো এই অঞ্চলেই এখনও রয়েছেন।

২য় যুবক—তীর্থ তো চিরকালই গঙ্গার ধারে ধারে হয়। তানয় ভগীরথ গঙ্গা আনলেন এক পথে, আর তীর্থ সব রইলো দশ ক্রোশ তফাতে—রাবিস।

৩য় যুবক—মশাই, ঠিক ঐ পথ দিয়েই ভগীরথ গঙ্গা নিয়ে গিয়েছিলেন।

২য় যুবক—নন্সেন্স্! ডাঙ্গা পথে নাকি ? তাহ'লে এই সব বড় বড় জাহাজ মালপত্র নিয়ে ওসব দেশ থেকে আসতো কি করে ?

৩য় যুবক—মাথা নাই তার মাথা ব্যথা ! তখন ওসব দেশে কিছু তৈরি হ'ত কিনা কে জানে ? তবে ঐ পথ দিয়েই বাঙ্গালীর বড় বড় সওদাগরী জাহাজ পৃথিবীর সে সময়কার সমস্ত সভ্য দেশেই কাপড় চোপড় নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রতে যেতো।

২য় যুবক—সে পথটী একেবারে অন্তর্দ্ধান হ'য়ে গেছেন নাকি ?

৩য় যুবক—অন্তর্দ্ধান একেবারে হন নি। এখনও এক সীমায় কালীঘাটের আদি গঙ্গা, আর এক সীমায় কাকদ্বীপের খাল—দুটী মহা-তীর্থরূপে আজও বিরাজ ক'রছেন। আর মধ্যে তার অস্তিত্ব প্রমাণ ক'রছে বারুইপুর, জয়নগর, মথুরাপুরের সব ঘোষের গঙ্গা, বোসের গঙ্গা—যেখানে লোকের বিশ্বাস এখনও গঙ্গা অন্তঃসলিলা বইছেন।

২য় যুবক—এতো মন্দ নয়—ভগীরথ এত সাধ্যসাধনা ক'রে গঙ্গাকে আনলেন—আর তিনি অন্তর্দ্ধান হ'লেন !

৩য় যুবক—কি আর করবেন ? কলিকালের কোনও এক ভগীরথ তাঁকে পথ ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে সরস্বতী আর রূপনারানের সঙ্গে দেখা

করিয়ে দেন। তিনি মনের আনন্দে তাঁদের সঙ্গে এই নূতন পথেই সমুদ্রের দিকে চললেন।

বাবাজী—এতদিনে আমার একটা ধাঁধাঁ মিটল। সেইজন্যই লোকে বলে কলকাতার দক্ষিণে গঙ্গার মাহাত্ম্য নাই। আচ্ছা আপনি যে ব'ললেন—এ অঞ্চলটা আগে একটা সমৃদ্ধিশালী স্থান ছিল, তা'হলে এত জঙ্গল হ'ল কি করে ?

৩য় যুবক—কোন নৈসর্গিক কারণে ওটা জলের মধ্যে চলে যায়। এখন যেরকম দেখা যাচ্ছে—তাতে তো বিশ্বাস হয় বাঙ্গালার মধ্যে এই অসভ্য সুন্দরবনই ধর্ম্মকর্ম্মের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল। হ'তে পারে এখানে বসেই কপিল দেব তাঁর সাংখ্যদর্শন লিখে ছিলেন, আর বৌদ্ধেরা তাঁদের নির্ব্বাণ মন্ত্র প্রচার করবার জন্য এখানে একটা কেন্দ্র করেছিলেন। বৌদ্ধযুগের তাম্রলিপ্ত-যাকে এখন তমলুক বলে—সে তো বহু দূরে নয়।

২য় যুবক—মশায়ের কি যে টেক্স আদায় হয়, তাতে কিছু বখরা আছে নাকি ? নইলে এত দালালি ক'রছেন কেন ? জুলুম তো মন্দ নয়—তীর্থ করতে আসবে, তাতেও টেক্স।

বাবাজী—টেক্স না হ'লে এসব হ'ত কোথা থেকে মশাই ? এই যে কলের জল খাচ্ছেন, আলোয় বেড়াচ্ছেন—পয়সা না হ'লে এসব হয় কি করে ? টেক্সর ব্যবস্থা করেই তো এসব হয়েছে।

৩য় যুবক—টেক্সটা নূতন নয় মশাই—বহু কাল থেকে এখানে নৌকার দাঁড় পিছু চার আনা টেক্স ছিল। সেটা বোধ হয় অযোধ্যার পূজারীরা আর সরকারী মহলই ভোগ ক'রতেন। এখন সেটা ব্যয় হয় আপনাদের সুখের জন্য।

২য় যুবক—আর কতকটা কর্ত্তাদের সুখের জন্যও যায়।

বাবাজী—আত্মবৎ মন্যতে জগৎ। কৃতঘ্ন আপনি। দেখছেন না এই সব ভদ্রলোক নিজের পদমর্য্যাদা ভুলে প্রাণপাত ক'রে দিবারাত্র পরের সেবা ক'রছেন।

(কয়েকজন যাত্রীর জিনিষপত্র লইয়া প্রবেশ)

সকলে— যাঃ—সব ভেসে যাচ্ছিল—কোথা যাই—সব ভেসে যাবে—সর্ব্বনাশ (নেপথ্যে গোলমাল)

বাবাজী—ভয় নাই—ও সমুদ্রে জোয়ার এসেছে—স্থির হোন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গ্রাম্য রাস্তা।

পিয়াদা--আপনার নামে একখানি সমন আছে

সরলা— সমন! আমার নামে? কিসের জন্য?

পিয়াদা--আজ্ঞা হাঁ, আপনার নামে। বাকি পাওনার।

সরলা— কে নালিশ করেছেন? কত টাকার?

পিয়াদা--(সমন দেখাইয়া) এই দেখুন, জমিদার শ্রীমাধব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—পাওনা সাতশ পঞ্চাশ টাকা।

সরলা— সাতশ পঞ্চাশ টাকা! এতো আমার নামের সমন নয়।

পিয়াদা--কি রকম? দুটি ভদ্রলোক আপনাকেই ত দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। বললেন, ওঁর কাছে গেলেই হবে। একজন গেরুয়া পরা। তিনিও কি মিথ্যা বলবেন?

সরলা— বলতে পারি না। কিন্তু আমি মিথ্যা বলছি না।

পিয়াদা--তাঁরাই বা মিথ্যা বলবেন কেন? তবে আপনি যদি বলেন—আমি জারি না করে ফেরৎ দিতে পারি। কিন্তু—

সরলা— কিন্তু টিন্তু বুঝি না। ব'লে দিলাম, ও আমার নামের সমন নয়— তোমার যা ইচ্ছা কর।

পিয়াদা—ভাল পরামর্শ দিলুম। দিনকতক কাটত—আচ্ছা, যাই।

(প্রস্থান)

সরলা— (স্বগত) তাইতো! ব্যাপার এতদূর এগিয়েছে! মধুসূদন আছেন—তিনিই রক্ষা ক'রবেন। (ধীরেনের প্রবেশ)

ধীরেন— হঠাৎ এতটা সৌভাগ্য! আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল, নিবেদন করতে পারি কি?

সরলা— আপনার কথার কিছু অর্থ বুঝলাম না। কথা থাকে অন্য সময় ব'লবেন। এখন আমার সময়ও নেই, আর এটা কথা বলবার স্থানও নয়।

ধীরেন— একটু অনুগ্রহ করে শুনুন। বলছিলাম কি—আপনি যদি একটু সাহায্য করেন, তাহ'লে আমরাও দেশের অনেক কাজ ক'রতে পারি। আপনার মত মহিলাই এ নারী প্রগতির দিনে ভরসা।

সরলা— আপনার ও সব বিষয় কথা বলবার কোন আবশ্যক নাই।

ধীরেন— এখন নারী জাগরণের উপরেই জগতের মুক্তি নির্ভর ক'রছে। আপনি তাদের মধ্যে অগ্রণী।

সরলা— আমি স্ত্রীলোক—আপনার আমার সঙ্গে এরকম বাক্যালাপ করা ভাল দেখায় না।

ধীরেন— আপনার মুখের একটা জবাব পেলে, আমাদের উৎসাহ অনেক বাড়ে। আপনি নৃপেনকে যেমন সাহায্য করেন, আমাদেরও সেই রকম ক'রতেই হবে।

সরলা— আপনার উদ্দেশ্য বুঝছি না। এখন আর আপনার সঙ্গে তর্ক করবার সময় নাই।

ধীরেন— তর্ক করতে বলছি না—জবাবটা পেলে আশ্বস্ত হ'তাম।

(প্রেমচাঁদের প্রবেশ)

প্রেমচাঁদ—কিহে ধীরেন বাবু—কার সঙ্গে আলাপ হ'চ্ছে? (দেখিয়া) তাইতো—এযে নাতনী! বেশ, বেশ, হরি হে—পার কর।

ধীরেন— হাঁ, হঠাৎ এঁর সঙ্গে দেখা হ'ল। আপনাদের সেই পাওনা টাকাটার কথাই বলছিলাম। আরও বলছিলাম সেটা না দিলে গোলমাল হ'বে—নালিশ হাঙ্গামাতো হয়েইছে।

প্রেম— উকিল বাবুতো ভালই বলেছেন, নাতনী। একটা রফা ক'রে ফেল না। মিছে ঘর বাড়ী গিয়ে নিরাশ্রয় হবে।

ধীরেন— নিরাশ্রয় আর হবেন না—ওঁর আশ্রয় অনেক আছে।

সরলা— আপনারা মুখটা একটু সংযত ক'রে কথা কইবেন। এখন আমায় যেতে দিন।

ধীরেন— যাবেন তো—একটা বন্দোবস্ত করে গেলে হ'ত না?

প্রেম— হাঁ, হাঁ, নাতনী—তাই কর, তাই কর।

সরলা— আপনারা শীঘ্র পথ ছাড়ুন—আর কথা বাড়াবেন না।

(ভুলুর প্রবেশ)

ভুলু— উকিল বাবু—ঠাকুর্দ্দা! এ কি ব্যাপার?

ধীরেন— তোমাদেরই টাকা পাওনা আছে। তাই আদায়ের ব্যবস্থা করছিলাম।

ভুলু— আমাদের টাকা! তাতে আপনাদের কি মাথা ব্যথা পড়েছে? আমি জ্যাঠামশাইকে বলে দেব, আপনারা এই রকম স্ত্রীলোকের উপর পীড়ন করেন। আপনি যান মা—ব্যস্ত হ'বেন না। (ধীরেনের প্রতি) আপনার টাকা আমার কাছ থেকে নেবেন—আমি বন্দোবস্ত ক'রে দেব।

সরলা— ভুলু, আমার সঙ্গে একবার দেখা কোরো। এখন যাই। (প্রস্থান)

ধীরেন— ভুলু! তোমার বন্দোবস্ত কে করে তার ঠিক নাই—তুমি আবার পরের বন্দোবস্ত ক'রতে যাচ্ছ?

ভুলু— আমায় আর ভয় দেখাবেন না।

(দূরে যুবকেরা গান গাহিতেছে)

প্রেম— না ভুলুবাবু না—ওসব রহস্য—কিছু মনে ক'র না। ধীরেনবাবু চল, চল— (উভয়ের প্রস্থান)

(গান গাহিতে গাহিতে যুবকগণের প্রবেশ)

আশার আলো ভাতিল আকাশে, অবসান আজি দুখ-নিশার।
বঙ্গ-জননী শোন মাগো তুমি, রুগ্না শীর্ণা রবে না আর।
সুপ্তি ত্যজি মা সন্তান তব, বাজাল আশার তূর্য্য,
সুস্থ করিতে সাত কোটী প্রাণ, জাগাতে জ্ঞানের সূর্য্য।
আবার অরুণ অধরে মা তোর, ফুটিবে স্বাস্থ্যের হাসি।
শূন্য শুষ্ক ক্ষেত্রে হাসিবে শ্যামল ধান্য রাশি।
বিশ্ব শুনিবে বিবেকের বাণী, টুটিবে নিবিড় তিমির ঘোর,
গাহিবে ভুবন আকুল কণ্ঠে, রবীন্দ্রের গান হ'য়ে বিভোর।

তৃতীয় দৃশ্য।

গ্রাম্য পাঠশালা।

(সম্মুখের ঘরে কয়েকটী ছাত্র পড়িতেছে। পশ্চাতের ঘরে ছাত্রেরা উচ্চৈঃস্বরে "বন্দেমাতা সুরধুনী, পুরাণে মহিমা শুনি" পড়িতেছে)

নরেশ— এইটীই হরিহর বাবুর অবৈতনিক বিদ্যালয়?

শিক্ষক— (সকলে দাঁড়াইয়া) আজ্ঞে হাঁ। পণ্ডিত মশাই ছেলেদের একটু

থামতে বলুন। উপর থেকে বাবু এসেছেন। আপনি একটু এদিকে আসুন।

নরেশ— আপনারা বসুন। আপনার ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর্ব্ব।

পণ্ডিত মশাই—(নেপথ্যে) আমি সকাল সকাল বাড়ী যাব। বড় সর্দ্দি কাশী বেড়েছে, (কাশি) ঠাণ্ডা লাগবে।

শিক্ষক— ছুটীর এখনও বিলম্ব আছে। একটু অপেক্ষা করুন।

নরেশ— আপনার যে সব ছাত্রেরা স্বাস্থ্যরক্ষা পড়ে তাদেরকে রাখুন। আর সব যেতে বলে দিন।

শিক্ষক— এই ক'টীই পড়ে। পণ্ডিত মশাই, ছেলেদের ছেড়ে দিয়ে এদিকে আসুন।

নরেশ— তোমরা স্বাস্থ্য রক্ষা পড় কেন বল দেখি ?

১ম ছাত্র (গুইরাম)—পরীক্ষায় নম্বর পাবার জন্য সার।

নরেশ—স্বাস্থ্যরক্ষা বইটা কি খালি নম্বর পাবার জন্য পড় ? তাতো নয়। ওতে যে সব লেখা আছে সেই সব কাজে ক'রতে হয়। আর বাড়ীতে মা, মাসী, পিসীকে সেই রকম কর্ত্তে বলতে হয়। তা হ'লে অনেক রোগ হয় না।

১ম ছাত্র—(কাঁদিতে কাঁদিতে) তা হ'লে পিসীমা স্কুলে আসতে দেবে না। আমি ব'লব না।

নরেশ— তুমি কাঁদছ কেন ?

শিক্ষক—ওর বড় ভায়ের কলেরার সময় এই সব কথা বলেছিল ব'লে, ওর পিসীমা ওকে স্কুলে আসতে দেবেন না বলেছিলেন।

নরেশ— না খোকা-তুমি সব সময় এই রকম ক'রে ব'লবে, ভয় ক'রো না। না ব'ললে সবাই শিখবে কি ক'রে ?

(কাশিতে কাশিতে পণ্ডিতের প্রবেশ। তাঁহার গালে সাদা ঔষধ লাগান)

পণ্ডিত— কাশতে কাশতে মারা গেলাম (মেঝের উপর কফ নিক্ষেপ)

শিক্ষক— করেন কি? কফটা বাইরে ফেললেই পারতেন।

পণ্ডিত— এই নিন—(পা দিয়া মুছিয়া দিয়া) হ'ল তো ?

শিক্ষক—আপনাকে ব'ললেও বোঝেন না—খালি তর্ক করেন।

নরেশ— পা দিয়ে মুছলে তো লাভ কিছুই হইল না। বরং ওতে যে সব রোগের বীজ আছে—সে গুলো আর একটু ছড়াবে বেশী। আপনার গালে কি ও ?

পণ্ডিত—বলবেন না। নাপিত বেটার খুরে নেই ধার। আর হাত এমনি যে কামিয়ে সব কি ঘা করে দিয়েছে।

নরেশ— দোষ খুরেরও নয়—হাতেরও নয়, দোষ আপনার বুদ্ধির।

পণ্ডিত— নাপিতে আস্ত গালে ঘা করে দিলে—আর দোষ হল আমার ?

নরেশ— অপরকে কামান খুরে কামালে এই বিপদ হয়।

পণ্ডিত—এই তো রোজগার। নিজের খুর কোথায় পাব ?

নরেশ— নিজের খুর না রাখতে পারলে—একটু জ্বালাবার স্পিরিট দিয়ে খুরখানা পুঁছে নিলেই নিরাপদ হওয়া যায়। এতে তো আর খরচ বেশী নাই। আচ্ছা আপনি যান। (পণ্ডিতের প্রস্থান) আচ্ছা বলো দিকি খোকা—দাঁত করকম হয় ?

২য় ছাত্র—আজ্ঞে তিন রকম। দুধে দাঁত, আদৎ দাঁত, আর ম্যাজিকের দাঁত—আমার দাদামশায়ের উঠেছে। কেমন খোলা যায়—

নরেশ— ওঃ! বাঁধান দাঁত। দাঁত পরিষ্কার না রাখলে কি হয় বল দেখি ?

১ম ছাত্র—আজ্ঞে মুখে গন্ধ হয়—দাঁতে পোকা হয়—পেটের পীড়া হয়।

নরেশ— এস তোমাদের গলা দেখি, পেটে পিলে আছে কি না দেখি, বুক কত চওড়া দেখি। (দেখিয়া লিখিয়া লইলেন)

দাঁড়াও তোমাদের ওজন ক'রব। দেখুন মাষ্টার মশাই ছেলেদের বসাদাঁড়ানটার দিকে লক্ষ্য রাখবেন। যাতে বেশ সোজা হ'য়ে বসে দাঁড়ায় দেখবেন। আপনার পণ্ডিত-মশাইকে ব'লবেন—ছেলেদের বাইরে ব'সে পড়াতে। উনি দেখছি হাওয়াকে বড়ই ভয় করেন।

শিক্ষক— তা তো বলি—উনি শোনেন না।

নরেশ— আপনার স্কুলে কত ছেলে—আর আজ কত উপস্থিত ?

শিক্ষক— আমার স্কুলে একশ সতের জন ছেলে। তার মধ্যে আজ মোট পঁয়ত্রিশটী উপস্থিত।

নরেশ— এত অনুপস্থিত কেন ?

শিক্ষক— অসুখ বিসুখের জন্যই বেশী। দুচারটীর আমাশয়, দুচারটীর খোস পাঁচড়া হয়েছে। আর এক নূতন উপসর্গ হয়েছে—ক'টী ছেলের একসঙ্গে চোখ উঠেছে। তাদের স্কুলে আসতে মানা করে দিয়েছি। আমাদের গ্রামে ম্যালেরিয়াটা কম, কিন্তু পাশগ্রাম থেকে যারা আসে, সেই সব ছেলের মধ্যে অনেক ক'টীর ম্যালেরিয়াও হ'য়েছে।

নরেশ— আচ্ছা খোকা বলতো, তোমাদের পণ্ডিত মশাই যাদের খোস পাঁচড়া হয়েছে, চোখ উঠেছে, তাদেরকে স্কুলে আসতে মানা করে দিয়েছেন কেন ?

১ম ছাত্র—ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে কিনা সার। অপরেরও হবে শেষে।

নরেশ— আচ্ছা ছোঁয়াচে রোগগুলো সব ছড়িয়ে পড়ে কেমন করে বল দেখি ?

১ম ছাত্র—ছুঁলে সার— গায়ে গা ঠেকলে।

নরেশ— তোমরা সব শোনো, বেশ করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ছোঁয়াচে রোগ বা সংক্রামক ব্যাধি মানে হচ্ছে, যে রোগের বিষ অর্থাৎ বীজাণু একটী রোগীর শরীর থেকে বেরিয়ে, সুস্থ লোকের শরীরে চুপি চুপি ঢুকে, তার সেই রোগটা উৎপন্ন করে। বুঝলে? দেখ-বার চোখ না থাকলে ওদেরকে দেখা যায় না।

২য়ছাত্র— কি রকম চোখ চাই সার?

নরেশ— শুনে আর প'ড়ে সে চোখ হয়। ভিন্ন ভিন্ন রোগের বিষ ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় বার হয়, আর ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। কতক গুলি রোগের বিষ রোগীর মল বমির সঙ্গে বেরোয়, আর আমাদের মুখ দিয়ে খাবার জিনিষ কিম্বা জলের সঙ্গে, আমাদের শরীরে ঢোকে। কতকগুলোর নাম কর দেখি?

২য়ছাত্র—হঁা হঁা—'ওলাউঠ', সার।

নরেশ— ঠিক। ওলাউঠা, আমাশয় ও টাইফয়েড জ্বর। আচ্ছা আরও দু একটী ছোঁয়াচে রোগের নাম কর দেখি?

১ম ছাত্র—কাশীর ব্যারাম সার। আর—

নরেশ— আরও বল? মনে পড়ছে না? ইনফ্লুয়েঞ্জা নিমোনিয়া, এ সব ফুসফুসের ব্যায়রাম। এগুলোর বিষ রোগীর কফ, কাশী, থুথু, হাঁচির সঙ্গে বেরোয়, আর আমাদের ফুসফুসে ঢোকে নিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের নাক দিয়ে। বসন্তের বিষটাও কতকটা এই রকমে ঢোকে। আচ্ছা আরও নাম কর?

২য়-ছাত্র—আজ্ঞে খোস পাঁচড়া, চুলকুনি, চোখ ওঠা।

নরেশ— ঠিক। এগুলো ছোট রোগ হ'লেও সংক্রামক। এ সব রোগ হয় ছোঁয়াছুঁয়ি, কাপড় গামছা, বিছানা প্রভৃতি থেকে। বসন্ত

আর অনেক বড় বড় রোগ এই রকম ক'রেই ছড়ায়। আর কি কি উপায়ে রোগ ছড়ায় বল দেখি ?

১ম ছাত্র—মশা মাছি দিয়ে সার।

নরেশ— হাঁ। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ডেঙ্গু, গোদ এসব মশা বা অন্য কোন পোকা মাকড় দিয়ে ছড়ায়। তা হ'লে তো বুঝলে, চোখ থাকলে কি ক'রে এই সকল বড় বড় ব্যায়াম হয়, তা দেখা যায় আর সাবধানও হওয়া যায়।

২য় ছাত্র—বেরিবেরির পা ফোলা কি করে হয় সার ?

নরেশ— চাল নষ্ট হ'লে সম্ভবতঃ হয়। এটাও বোধ হয় সংক্রামক।

(বাহিরে চানাচুরওয়ালার ডাক—"চাই চানাচুর গরম,")

ছাত্রেরা—মাষ্টার মশাই বাইরে থেকে আসি।

নরেশ— ঐ চানাচুর খাবে বুঝি ? আচ্ছা ওকে ভিতরেই ডাক।

১ম ছাত্র--এই চানাচুরওয়ালা ভিতরে এস।　　(প্রবেশ)

নরেশ— আচ্ছা দেখ দেখি, খেতে ইচ্ছে করে এসব ? কত দিনের বাসি, কোনও ঢাকা নাই, কত রাজ্যের ধুলা—ঐ লম্পর ভূষা পড়েছে। ওগুলো খেতে নাই—খেলে অসুখ ক'রবে।

২য়ছাত্র— আর কিছুতো পাওয়া যায় না সার।

নরেশ— বাড়ী থেকে খাবার নিয়ে এস। বাড়ীতেও এসব তৈরী হ'তে পারে। মাষ্টার মশাই, আপনি কোন ভাল খাবারওয়ালার ব্যবস্থা ক'রবেন। আচ্ছা যাও তোমরা সব খেলা করগে। ঐ মাঠেতে খুব ছুটাছুটি কর দেখি। আমি দেখব কে ভাল দৌড়াতে পার।

(ছাত্রদের প্রস্থান। মাধব চাটুজ্যে ও গ্রামবাসীর প্রবেশ)

মাধব— কি রকম পণ্ডিত মশাই ! তোমার স্কুলে এসব কি হ'চ্ছে ?

আমরা খবর পেয়েই দৌড়ে আসছি। হরিহর স্কুল ক'রে আচ্ছা এক আপদ ক'রেছে।

শিক্ষক— আজ্ঞে ওঁরা ওপর থেকে এসেছেন শিক্ষার জন্য।

মাধব— শিক্ষা না মাথা! তোমার শিক্ষায় হচ্ছে না? শেষে কি হাতে দড়ি দেবে নাকি? তাড়াও, তাড়াও।

শিক্ষক— আজ্ঞে না। উনি কি ক'রে শরীর সুস্থ থাকে, দেহে বল হয়, এই সব শেখাচ্ছেন।

মাধব— বাঙ্গালীর ছেলে আবার সুস্থ! যা আছে তাই ঢের। ওরা তো আর লড়ায়ে যাবে না, যে গায়ে খুব জোর চাই—কোন রকমে উঠতে বসতে পারলেই ঢের হ'ল।

নরেশ— ভয় নাই মশাই। এটা আপনাদেরই উপকারের জন্য। দেহ সুস্থ না থাকিলে লেখা পড়া শিখবে কি ক'রে? আর যে অল্প কদিন বাঁচবে তা, যদি ভুগতে ভুগতেই গেল তো বেঁচেই বা লাভ কি? আমাদের দেশের লোক, অন্য দেশের তুলনায় অর্দ্ধেক দিনও বাঁচে না, সে কথা জানেন কি?

গ্রা-বা— বেঁচে তো ভারি লাভ। আর লেখা পড়া শিখেই বা কি হ'বে?

নরেশ— সে কথা আলাদা। আমরা গরীব—আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই লেখাপড়া শেখাবার ক্ষমতা নাই। তারপর যাঁরা লেখাপড়া শিখতে আসেন তাঁদের অধিকাংশই একটা না একটা রোগ নিয়ে ফেরেন। কারুর চোখের রোগ, কারুর বুকের রোগ, কারুর গলার রোগ। এ সব গুলো আমরা ধ'রে দিয়ে যাচ্ছি। এখন থেকে সাবধান হ'লে আর বাড়বে না।

মাধব— আর ধ'রে দিতে হবে না মশাই। লেখাপড়া লেখাপড়া ক'রে—ছেলে গুলোর মাথা খেলে একেবারে।

নরেশ— ঠিক কথা—একে রাশি রাশি ব'য়ের চাপ—তার উপর এই সব রোগের চাপ। এদের মধ্যে হয়ত অনেকে ভাল ভাল পাশ ক'রে বেরুবেন। কিন্তু পাশ ক'রতে ক'রতে তাদের আর কোনও পদার্থই থাকবে না। কাজেই আমাদের ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নজর না দিলে, ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকার।

গ্রা-বা— তা মেপে কি অরে ভবিষ্যৎ আলো হবে? দেশে খাবার জিনিষ তো লোপ পেয়েছে। মাছ তো আমাদের পাড়া গাঁয়েও ক্রমে এঁকে দেখাতে হবে—টিউব কলে তো আর মাছ হয় না। পুকুর পুষ্করণী, খাল বিল, সবতো মজে চলেছে। দুধের শেষ-কালে পরিচয় দিতে হবে বকেরমত—গরুর বংশ তো নির্ব্বংশ হ'য়ে এল। যা আছে তাও চরবার মাঠের অভাবে চামড়া সার।

মাধব— ঠিক বলেছ—ওঁরা পেটে মেরে বীর তৈরী করবেন! দিশি কুকুরকে না খেতে দিয়ে কি আর ডালকুত্তা তৈরী হয়? সে লড়ায়ে কুকুরের জাতই আলাদা।

নরেশ— জাত সবই এক—চাই খালি জ্ঞান আর চেষ্টা। বলিষ্ঠ আর সুস্থ শরীর—ভগবানের আশীর্ব্বাদ।

মাধব— যান মশাই, এখন অব্যাহতি দিন। এমনিই গাঁয়ে টেঁকা দায়, আর কতকগুলি গুণ্ডা তৈরী করবেন না। সে আমরা মরি তখন যা হয় হবে। হাঁ!

চতুর্থ দৃশ্য।

হরিহরের বাটী।

হরি— ভাই সব, কঠোর কর্ত্তব্য তোমাদের সামনে। যে তৎপরতা ও সাহস তোমরা দেখিয়েছ—তা খুব প্রশংসনীয়। কিন্তু তোমাদের

এই আত্মত্যাগই তোমাদের দায়িত্বকে বাড়িয়ে তুলেছে। এখনও কাজ বাকি।

১ম যুবক---অনুমতি করুন আমাদের কি করতে হবে ?

হরি— তোমরা সকলেই জান, এ ব্যাপারটা এখন আমাদের দেশে নিত্য ঘটনার মধ্যে দাঁড়িয়েছে। যে সামান্য কটা রোমাঞ্চ-কর ঘটনা সংবাদ-পত্রের স্তম্ভ কলঙ্কিত করে, সেই গুলোই সমগ্র বাঙ্গালী জাতটাকে জগতের সামনে ধিক্কৃত ক্'রছে। এখন আমাদের সমবেত ভাবে এর প্রতীকার না ক'রলে, দেশ ব্যভিচারীর দলে ভ'রে যাবে। আমি থানায় গিয়াছিলাম, দারোগাবাবু আসবেন বলেছেন। তাঁদের সাহায্য নিয়ে আমাদের কাজ ক'রতে হবে।

১ম যুবক—দারোগা বাবুর সাহায্য অবশ্য দরকার। দেখা যাক তিনি কি পরামর্শ দেন। কিন্তু আমাদের ঘর অমাদেরকেই সামলাতে হ'বে।

হরি— আমি সেই কথাই বলছিলাম। ধনৈশ্বর্য্য রক্ষার চেয়েও স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম রক্ষা বড়—তা সে যে জাতীয়াই হোক। আমাদের এখন কর্ত্তব্য হবে, নিঃসহায় পরিবারগুলিকে রক্ষার ব্যবস্থা করা। কারণ দেখা যাচ্ছে যে সব পরিবারে রক্ষাকর্ত্তার অভাব হয়—কুকুর গুলোর দৃষ্টি পড়ে সেই খানেই বেশী। তারা ভাবে না, তাদেরও কন্যা ভগ্নীর এই অবস্থা একদিন হ'তে পারে।

(দারোগার প্রবেশ) আসুন, আসুন।

দারোগা—আপনারা বদমায়েস গুলোর কোনও সন্ধান পেলেন কি ?

২য় যুবক—না, আমরাতো এখনও কোনও সন্ধানই ক'রতে পারি নি।

দারোগা—তবু আপনাদের কার উপর সন্দেহ হয় বলেন যদি, একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।

হরি— সে খবর তো এখন কিছু দিতে পারছি না।

দারোগা—মনে রাখবেন পাজীগুলা উদ্ধার ক'রে আনলেও, আবার তাকে হরণ করবার চেষ্টা করে।

হরি— আমরা সেই জন্যই এখানে সকলে পরামর্শ করছি। আশা করি এর বন্দোবস্ত ক'রতে পারব। আপনার কথায় বাধিত হলাম। আপনার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আমরা আশা করি।

দারোগা—এটা আমাদের কর্ত্তব্য। আর আমরাও তো স্ত্রী কন্যা নিয়ে এই বাঙ্গালা দেশেই বাস করি। একবার ধ'রতে পারলে, বাছাদের শিক্ষা যাতে হয় তার ব্যবস্থা ক'রব। চলি এখন।

(প্রস্থান)

১ম যুবক—আপনারা কি মনে করেন পাপীদের বেশী শাস্তি দিলে এটা বন্ধ হয়?

২য় যুবক—দণ্ডের উদ্দেশ্য তাই। দণ্ড এমন হওয়া উচিত, যাতে এই সকল জঘন্য পাপ চিন্তা মনে আসতে আসতেই পাপীর হৃৎকম্প হবে—আর অগ্রসর হ'বে না। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি মনে করেন, এই জাতীয় পাপে পাপীর চরম দণ্ড হওয়া উচিত।

হরি— আবার অনেকে কিন্তু বলেন, যে এই সকল পাপী—বিকৃতমস্তিষ্ক—ব্যাধিগ্রস্ত—ঈশ্বরের অভিশপ্ত জীব। যে সমাজে দুর্বৃত্তদের এই সকল হীন পাপক্রিয়া অধিক মাত্রায় আত্মপ্রকাশ করে—বুঝতে হবে, সেই সমাজ ততই অধিক ব্যাধিগ্রস্ত—বিপন্ন! দণ্ড দ্বারা এ স্রোত বন্ধ হবে না—যতক্ষণ এই সব পশুদের নৈতিক উন্নতি না হয়। তাঁরা বলেন—সামাজিক আবহাওয়ার উন্নতি

না হ'লে এ পাপ অন্ততঃ ভিতরে ভিতরে থাকবেই। কারণ এটা অন্তরস্থ ব্যাধির বাহ্যিক লক্ষণ মাত্র।

২য় যুবক—কিন্তু দেখতেওতো পাওয়া যায় যে যাঁরা এই সব মত প্রচার করেন, তাঁরাই আবশ্যকমত এই উপদেশটা বেশ বেমালুম ভুলে যান। আর নৈতিক উন্নতি? করে কে? আসুরিক ব্যাধির আসুরিক চিকিৎসাই দরকার। চিকিৎসা রীতিমত হ'লে রোগটা অতি শীঘ্র সারে।

(ভুলু, হারাধন ও রাধানাথের প্রবেশ)

হারা— বাবু—বাবু—আমায় রক্ষা করুন !

হরি— আবার কি হ'ল তোমার ?

হারা— রক্ষা করুন বাবু। আপনারা যখন দয়া ক'রে ফিরিয়ে এনেছেন—আমায় বাঁচান। আহা, আমার সোনার পিতিমে কোথায় ভাসিয়ে দেব ? মা যেন আমার ভগবতী !

ভুলু— হারাধন জ্যাঠামহাশয়ের কাছে গিয়েছিল—তিনি বললেন, বউকে ঘরে রাখতে পাবে না—তাড়িয়ে দিতে হবে। আহা, বউটীকে তাড়িয়ে দিলে কি যে করবে সে !

হরি— তোমাদের সকলকার ওকে রাখাই মত তো ?

রাধা— হাঁ বাবু। সালিশী করে ঠিক করেছি—রাখতেই হবে।

হরি— বেশ। তোমরা সব এক হ'য়ে থাক কোনও ভয় নাই। আমরা আছি। একটু সাবধানে থেক, আবার উৎপাত না করে।

রাধা— কার সাধ্য আবার উৎপাত করে ? একবার বে-ইজ্জৎ হয়েছি—আক্কেল হ'য়ে গেছে। আপনাদের বুদ্ধি আর আমাদের হাতের জোর এক হ'লে, আমরা দুনিয়ার কাউকে ভয় করি না। আপনাদের বুদ্ধিতেই তো গায়ে গতরে এখন আমরা অনেক

বল পেয়েছি—রোগে ভুগেইতো গেছিলাম। এ বিপদে বাঁচান।

১ম যুবক--না ভাই—আমরা তোমাদেরকে তো ভিন্ন দেখি না। মনে রেখ—তোমাদের বিপদই আমাদের বিপদ—আর আমাদের বিপদই তোমাদের বিপদ।

ভুলু— বাস, কোনও ভয় নেই—আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি।

রাধানাথ-খোকাবাবু—খোকাবাবু, আপনি ছেলেমানুষ। তাহ'লে কি হয়? আমাদের ছোট বাবুর ছেলে তো বটে। তাঁর মত কথাই কয়েছেন। রাখবেন বাবু—পায়ে রাখবেন। (পা ধরিতে অগ্রসর) আপনাকে আমরা ছাড়ব না।

ভুলু— (জড়াইয়া ধড়িয়া) পায়ে কেন ভাই তোমাদের বুকে রাখবো —তোমরা ছাড়া যে আমাদের আর কিছুই নাই।

পঞ্চম দৃশ্য

নৃপেনের বহির্ব্বাটী।

(নৃপেন চিন্তাকুল ভাবে উপবিষ্ট—নরেশের প্রবেশ)

নৃপেন— নরেশ বাবু যে? আসুন, আসুন। কেমন আছেন?

নরেশ— ভাল না থাকলে আর এলাম কি ক'রে। আপনি কেমন বলুন—বহু দিন কোন খোঁজ খবর নাই।

নৃপেন— খোঁজ খবর আর কি দেব—নূতন তো কিছু নাই।

নরেশ— এতটা অবসাদ এ'ল কেন? হঠাৎ ঘোর সাংসারিক হ'য়ে পড়লেন যে দেখছি। (যোগেশের প্রবেশ) এই যে যোগেশ বাবু! কি রকম সারথি আপনি? আপনার অর্জ্জুনের এতটা মোহ এসেছে, সেটা দূর করতে পারেন নি?

যোগেশ—সারথিরও আসবো আসবো হ'চ্ছে। এদেশের যে অবস্থা। লোককে বোঝালেও বোঝে না, শেখালেও শেখে না।

নরেশ— দেশের অবস্থা সর্ব্বত্রই সমান। এ বহুকালের জমা করা কুসংস্কার আর অদৃষ্টবাদিতা যেতে একটু সময় লাগবে বৈ কি। সকলকেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে—আর সেটা অক্লান্ত চেষ্টা আর অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে। সকলের সঙ্গেই সহযোগিতা ক'রতে হবে—সকল বিষয়ে উন্নতি ক'রতে হবে, তবে আশানুরূপ ফল পাবেন।

নৃপেন— আশার কিছুই দেখছি না—চতুর্দ্দিকেই নিরাশা।

নরেশ— বেশী আশা ক'রলেই বেশী নিরাশ হ'তে হয়। আর একটা কথাও ব'লে রাখি—বেশী স্বার্থপর হ'লে, আর সবটাই নিজেরা ক'রব ভাবলে হয় না—সকলকেই কিছু কিছু ক'রতে দিতে হয়।

নৃপেন— করুন না সকলেই। আমি তো আর কিছু মানা ক'রছি না। এই যে হরিহর বাবু, আসুন, আসুন। (হরিহরের প্রবেশ)

হরিহর— নৃপেন বাবু—আপনার এ কি রকম কাজ? এই সব গোলমাল বাধিয়ে দিয়ে বেশ স'রে দাঁড়ালেন?

নৃপেন— কি বলছেন আপনি?

হরিহর— এই যে হারাধনের বউটীকে উদ্ধার করিয়ে আনলেন, তারপর আর খোঁজ খবর নাই।

নৃপেন— মন্দ নয়। এর কিছুই জানি না—আর আমিই দোষী হলাম!

হরি— মিথ্যা কথা! আপনিই সব করলেন—আর কিছুই জানেন না?

নৃপেন— মাপ করবেন—আপনার সঙ্গে তর্ক ক'রতে পারব না।

হরি— নৃপেন ভাই, রাগ ক'র না। সত্য, তুমিই ঐ স্ত্রীলোকটীকে উদ্ধার করেছ। যখন দেখলাম, যুবকেরা একটী কথায় তাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ক'রতে পারলে—আর জীবন বিপন্ন ক'রে

চ'লে গেল—তখন ভাবলাম তার মূল উৎস কোথায়। ঠিক করলাম—সে তুমিই।

নৃপেন— আমি? আমি তো এসবের বিন্দু বিসর্গও জানতাম না। আপনি তো জানেন যে আমি রোগ আর রোগী ছাড়া আর বড় কিছুরই ধার ধারি না। তাতে যদি কিছু অপরাধ ক'রে থাকি, মাপ চাইছি।

নরেশ— সবচেয়ে একটা বড় অপরাধই করেছেন। রোগীর শয্যাপার্শ্বে আর আর্ত্তের কুটীরে যে বন্ধনে সকলকে বেঁধেছেন, সেটা ছাড়িয়ে উঠা অসম্ভব। রোগশোকটা সর্ব্বব্যাপী। তাই সেটা নিবারণের জন্য যারা কিছু করে,তাদের এমন মনোভাবের সৃষ্টি হয়, যার দ্বারা পৃথিবীর সকল সাধুকার্য্যই সম্পন্ন হ'তে পারে। আপনি অজ্ঞাতসারে একটা বিরাট ব্যাপার ক'রে, উপকারী ও উপকৃতদের মহামিলন ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছেন।

নৃপেন— ও সমস্ত বাজে কথা। কিন্তু বাঙ্গালার চারিদিকে বড়ই দুর্দ্দিন। আপনারা যে চেষ্টা ক'রে স্ত্রীলোকটীকে উদ্ধার ক'রে এনেছেন—এতে যে দেশের কতটা উপকার করেছেন, বলা যায় না। এখন এটা বন্ধ করবার কি করা যায় বলুন দেখি?

নরেশ— এই যে মোহ ভাঙ্গছে দেখছি। যারা কাজ করে, তারা চুপ ক'রে থাকতে পারে না।

নৃপেন— তা থাকলে চলে কই। দেশে বাস তো ক'রতে হবে। আসুন এখন সকলে মিলে একটা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ক'রে দেশের মুখ রক্ষা করি। সকলে হাত ধরাধরি করে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

হরি— নৃপেন বাবু—আমার ভুল ভেঙ্গেছে। এখন বুঝছি—আন্দোলন আর শুধু বক্তৃতায় কাজ হয় না। সমস্ত উৎসাহটা যদি মুখ

দিয়েই বেরিয়ে যায়, তাহ'লে হাতের উৎসাহ একেবারেই থাকে না। আর কাজ ক'রতে গেলে তার জন্য ত্যাগের আবশ্যক।

নৃপেন— নরেশ বাবু আমারও ভুল ভেঙ্গে দিয়েছেন। আমার নিজের মতের উপর বড় বেশী বিশ্বাস ক'রে চলেছিলাম। দেখছি এটা এক দিনেরও কাজ নয়, আর একজনেরও কাজ নয়।

নরেশ— এই যে, আপনি বড় শীঘ্র সব বুঝে ফেলেছেন দেখছি।

নৃপেন— বুঝলাম বটে—কিন্তু তত সহজ নয়।

নরেশ— এতো বেশ সহজ কথা। দেশ তো আগেকার পুরাণ দেশ নাই। দেশ বিদেশ থেকে লোক আসছে, যাওয়া আসার অনেক সুবিধা হ'চ্ছে, কত কলকারখানা হ'চ্ছে। এতে কতক সুবিধাও হ'চ্ছে, অসুবিধাও হ'চ্ছে। লোকের অবস্থা ও মনোভাব সবই পরিবর্ত্তন হ'য়ে যাচ্ছে।

যোগেশ—তা হ'লে কি বলতে চান যে দেশের পূর্ব্ব অবস্থা ফিরে না এলে আর কিছুই হবে না ?

নরেশ— তা কেন ? অবস্থার যেমন পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে, ব্যবস্থারও তেমনি পরিবর্ত্তন কর্ত্তে হবে। যে সব ব্যবস্থা আছে তা কাজে লাগাতে হবে, নূতন পন্থাও অবলম্বন কর্ত্তে হবে। সকলকার সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে যাতে লোকের আর্থিক উন্নতি হয়, তার উপায় দেখতে ও লোককে সব জিনিষের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ শেখাতে হবে।

হরি— তবু তো আপনারা যেটুকু ধরেছেন, সেটুকু করেছেন—অন্ততঃ গ্রামের কলেরা বসন্তটা কতকটা বন্ধ করেছেন। আমি যে একেবারে ফেল। অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলাম কিছু কাজই করা যাক। "বানিজ্যে বসতে লক্ষ্মী"—লক্ষ্মীকে আনবার জন্য কারখানা খুললাম—সে তো যা হবার হ'ল। তারপর

স্কুল খুললাম—অজ্ঞানতা দূর করব। সেও তো অনেক বাধা বিপত্তি। এক রোগের দৌরাত্ম্যেই ছাত্রেরা ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু হাঁসপাতাল? সেখানে কখনও রোগীর অভাব হয় না।

নরেশ— বেশ মজা তো। আপনারা দুজনে দুপথে চলেছিলেন—দুজনেই মনে করেছিলেন আমিই ঠিক। এখন দুজনেই দেখছেন—দুজনেরই ভুল।

হরি— দুনিয়াটাই ভুল, নরেশবাবু! (ভুলুর প্রবেশ) ভুলুবাবু এত ব্যস্ত হ'য়ে কেন?

ভুলু— আমাকে জ্যাঠামশাই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন—আমি যার তার সঙ্গে মিশি—যাদেরকে সমাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে আশ্রয় দিই—আমার জাত গেছে। আমি বাড়াতেও থাকতে পাবনা, আর বিষয়েরও ভাগ পাব না।

হরি— সে কি! তোমার বাবার বিষয় তুমি পাবে, তাতে কারও আপত্তি তো হ'তে পারে না। তোমার জাতই বা গেল কিসে?

ভুলু— বিষয় পেতে পারি না কি? ধীরেন বাবুও যে বল্লেন আমি বিষয় পেতে পারি না।

হরি— বিষয় নিশ্চয়ই পাবে। জাতও তোমার যাবে না।

ভুলু— তাহ'লে জ্যাঠার সঙ্গে মনান্তর কর্ত্তে হবে ত? আর বিষয় নিয়ে কর্ব্বই বা কি? বিদ্যাও নাই—বুদ্ধিও নাই। তবে দুঃখ হয় এই সব নিঃসহায়া আশ্রয়হীনা স্ত্রীলোকদের জন্য—যারা একটু আশ্রয় আর দুটী পেটের ভাতের জন্য কাঙ্গাল।

হরিহর— ভুলু বাবু! তোমার হৃদয় এত মহৎ তাত জানতাম না। ঈশ্বর তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন। যথার্থই আমাদের

সমাজের কত স্ত্রীলোক যে এই কারণে পাপপঙ্কে ডুবছে, তা বলা যায় না।

ভুলু— কি করি তাহ'লে ? আপনারা যদি জ্যাঠামশায়কে বুঝিয়ে এর ব্যবস্থা কর্ত্তে পারেন ত করুন। বাবা বলতেন যে অনাথ আতুরকে সব সময় আশ্রয় দেবে।

হরিহর— ভুলু বাবু! তোমার ব্যবহারে আজ বাঙ্গালার জমিদারকুলের মুখ উজ্জ্বল হ'ল। বাঙ্গলার জমিদারের হৃদয় স্বভাবতঃ অতি উচ্চ, পরের দুঃখে সাড়া দেয়। এস তোমার বাবার আত্মার প্রীতির জন্য আমরা আমাদের গ্রামে একটা অনাথাশ্রম স্থাপন করি। তোমার জেঠামশায়ও নিশ্চয় অমত করবেন না।

ভুলু— বাস্! একটা ভাবনা মিটল। মনটা বড়ই খারাপ হ'য়েছিল। এখন ওদের একটু কিছু শেখাবার ব্যবস্থা কর্ত্তে পারলেই হয়— যাতে পেটের সংস্থানটা করতে পারে।

নরেশ— ধন্য আপনাদের গ্রাম—যেখানে ভগবান তাঁর সব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি প্রেরণ করেছেন।

হরিহর— এখন যাওয়া যাক। পরামর্শ ক'রে যাহোক কর্ত্তেই হবে।

(নৃপেন ব্যতীত সকলের প্রস্থান ও প্রভার প্রবেশ)

নৃপেন— এমন বেশে কোথায় প্রভা ? হাতে ও কি ?

প্রভা— গঙ্গাস্নানে। এই সাতটী সরষে—মাথায় দিয়ে স্নান ক'রব।

নৃপেন— ভাল! তোমার সে সাজ পোষাক কোথায় গেল ?

প্রভা— এখনও ছেলে মানুষ আছি নাকি ? একটা কথা ব'লছি—তুমি আর ওরকম ক'রে বাইরের ঘর দখল ক'রে থেকো না। ওটা আমার চাই।

নৃপেন— তুমি কি বৈঠকখানা ক'রবে নাকি ?

প্রভা- না গো না—ইস্কুল ক'রবো। দু'চারটী ছাত্রী যোগাড় ক'রে দেবে আমাকে?

নৃপেন— সর্ব্বনাশ! আমি ছাত্রী কোথায় পাব?

প্রভা— না পাও না পাবে। আমি সরলা ঠাকুরঝিকে বলে সব ডাকিয়ে আনব। কি করি? পেটে বিদ্যা সব বড় হাঁক পাঁক ক'রছে—না দান ক'রলে চ'লছে না। আমায় একখান তাঁত, আর গোটা কতক চরকা আনিয়ে দাও, সবাইকে শেখাব। আমার শেলাইয়ের কল তো আছেই।

নৃপেন— হঠাৎ তোমার একি হ'ল?

প্রভা— হঠাৎ আবার কিসে? শুনলে তো সব দেশের মেয়েরা না খেতে পেয়ে যা তা করে। তাদের থাকবার ব্যবস্থা তো হ'ল। আমি একটু যা জানি শেখাব।

নৃপেন— প্রভা, সত্যই আজ সুপ্রভাত।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাণীর মার বাটী।

রাণীর-মা—ডাক্তার বাবু শান্তর অসুখের কথা কি ব'লে গেলেন?

সরোজ— ব'ললেন বুকে সামান্য দোষ হ'য়েছে। সাবধানে থাকলেই সেরে যাবে। জ্বরটা কতদিন হচ্ছে ব'ল্লেন?

রা-মা— তিন চার মাস হবে। এখানে তো আর ছিল না।

সরোজ— ওর শ্বশুর বাড়ী কলকাতার কোন জায়গায়?

রা-মা— শ্বশুর বাড়ী কলকাতায় নয়। জামাই সেখানে ঘর ভাড়া ক'রে আছেন। একখানি অন্ধকার ঘর—একতালা। তাইতেই শোয়া, তাইতেই রান্না। ছেলেপুলে নিয়ে যে কষ্টে থাকা। ঝি চাকরই

কি আছে। সব নিজেকেই ক'রতে হয়। খেতে কোন দিন দুটো, কোনদিন তিনটেও হ'য়ে যায়। আর খাওয়া তো খাওয়া—গেরস্তর বৌ ঝি কি আর খেতে পায়!

সরোজ— কেন? আপনার জামাই কি করেন?

রা-মা— জামাই চাকরি বাকরি করেন। যা মাইনে পান নিজের বাবুগিরি করতেই বেরিয়ে যায়। বলি বাবু সব দেশে রেখে দাও, অত কষ্ট ক'রে থাকা কেন? জামাই বলেন তাঁর কষ্ট হয়।

সরোজ— ওর বিয়ে তো ঐ সে দিন হ'ল। কটি ছেলে মেয়ে হয়েছে।

রা-মা— তা সেটের এবছর আর বছর করে চারটি। ছোট ছেলেটী চার মাসের। সেইটি হয়েই তো বাড়াবাড়ি হয়েছে। একে তো ঐ শরীর তার উপর সেইটে টেনে খেয়েই তো আরও সর্ব্বনাশ ক'রছে।

সরোজ— ওর শ্বশুরবাড়ীতে কে কে আছেন?

রা-মা— শ্বশুর আছেন, শ্বাশুড়ী আছেন। বেশ চাষ বাস।

সরোজ— এক কাজ করুন। বড় ছেলে ক'টীকে ওদের ঠাকুরমার কাছে পাঠিয়ে দিন। কাছে থাকলেই ভয়—আর ঝঞ্ঝাটও বটে। ছোটটীকে রাখতেই হ'বে। তবে তাকেও মার কাছে যেতে দেবেন না, মার দুধও খাবে না। (সরলার প্রবেশ)

রা-মা— সরলা এসেছিস মা, বেশ হয়েছে। সাগরের ডাক্তার বাবু তো শান্তর বুকের দোষ হয়েছে ব'লে গেলেন। আমাতে তো আর আমি নাই। বাড়ীতে কর্ত্তারা কেউ নাই। তুই সব একটু বুঝে নে। কচি ছেলেটাকে মার দুধ খাওয়াতে মানা করছেন।

সরলা— তার আর কি? একটা বোতল আর একটা ফুড আনিয়ে দাও, আমি তৈরী ক'রে খাইয়ে দিয়ে যাব।

সরোজ— না, বোতল নিরাপদ নয়, আর ফুডও নয়। ওর চেয়ে মামুলি ঝিনুক বাটী আর গরুর দুধ ঢের ভাল।

রা-মা— রোগীকে কি খেতে দেব বাবা ?

সরোজ—দুধ যতটুকু খেয়ে সহ্য হয় দেবেন। ফল মূল খাবে। তরিতরকারী ভাতের সঙ্গে দেবেন। সহ্য হয় তো ভাল ঘিয়ের খাবার তৈরী করে অল্প অল্প দিতে পারেন।

রা-মা— মেয়েকে এত বলি ঘর থেকে বেরোসনে, ঠাণ্ডা লাগবে। তা নয়— ঐ খোলা বারান্দায় এসে ব'সে থাকবে।

সরোজ— ভালই করে। ও রকম ক'রে ঘরে দরজা জানালায় পর্দ্দা দিয়ে, রাত দিন তার মধ্যে থাকলে কোনও কালে রোগ সারবে না। ডাক্তার বাবু ব'লে গেছেন, যতদিন না জ্বর যায়, ততদিন ওকে ঐ বারান্দায় চুপ ক'রে শুয়ে থাকতে হবে, ঘরে যেতেই পাবেনা।

সরলা— এই ঠাণ্ডা প'ড়েছে, এখন বাইরে শুলে সর্দ্দিকাশী বাড়বে না ?

সরোজ—না, গায়ে ভাল করে একটা চাপা দেবেন। কফ থুথুটা ওরকম ক'রে যেন না ফে'লে। একটা পিকদানীতে একটু জল রেখে তাতে ফেলবে, পরে ফুটন্ত জল ঢেলে দিয়ে দূরে ফেলে দিয়ে আসবেন।

রা-মা— তা করবো। ছোঁয়াচে রোগ—সব বাঁচাতে হ'বে তো।

সরোজ—এ রোগের বিষটা বেরোয় থুথু, কফ, হাঁচি কাসির সঙ্গে। ওর মুখের খুব কাছে কারুর যাওয়া উচিত নয়। ওর বাসনে কাউকে খেতে দেবেন না, আলাদা মেজে আলাদা রাখবেন।

রা-মা— কত দিন এরকম ক'রে থাকতে হবে ? ছেলেপুলের মা— পারবে কি ?

সরোজ—পারতেই হবে। জ্বরটা বন্ধ হ'য়ে গেলে, আস্তে আস্তে বাইরে

খোলা জায়গায় বেড়িয়ে বেড়াবে। পাড়াগাঁয়ের খোলা বাতাস আর রোদই এ রোগের ওষুধ।

রা-মা— ওর আর এখন কলকাতায় যাওয়া হ'বে না তা হ'লে ?

সরোজ— এখন তো সারতেই দিন। যদি তেমন খোলা জায়গায় বাড়ী পাওয়া যায়, আর বেশ ছাতেটাতে বেড়াবার সুবিধা থাকে তো হ'তে পারবে।

সরলা— আমরা তো জানি বুকের দোষ পূর্ব্বপুরুষের থাকলেই হয়। কই জ্যাঠাই-মা, তোমাদের তো কারুর কখনও শুনিনি।

রা-মা— না বাছা। আমাদের ওসব আপদ কোনও কালেই নাই। কোথেকে হ'ল কে জানে ?

সরোজ— হবার কারণ বেশ আছে। কলকাতায় ঘেঞ্জি গলিতে নীচের ঘরে থাকা—তাতেই রান্না, তাতেই সব ছেলে পুলে নিয়ে শোয়া। বদ্ধ হাওয়া আর ধোঁয়া এর একটা প্রধান কারণ।

সরলা— এরকম ক'রে অনেক কুলিমজুর গরীব লোকেই তো থাকে। তাদেরও কি এ রোগ হয় নাকি ?

সরোজ— তাদের মধ্যে বোধ হয় এতটা হয় না। কলকাতার লোকে মনে করে সূর্য্যের মুখ না দেখতে হ'লেই বড় সুবিধা—কলের জলটিও পর্য্যন্ত ঘরের ভিতর।

সরলা— তা হ'লে আমরা যে রাস্তা ঘাটে ঘুরে বেড়াই, সেটা ভালই করি ?

সরোজ— নিশ্চয়। অতিরিক্ত পরিশ্রম, অসময়ে খাওয়া, আর উপযুক্ত খাদ্যের অভাবও এর কারণ।

সরলা— তা হ'লে কি আপনি বলতে চান, যে মেয়েরা শুয়ে ব'সে থাকবে, যা ভাল জিনিষটা হবে, সবাই কার আগে খেয়ে নেবে ?

সরোজ— আমাদের স্ত্রীলোকেরা তাদের জীবন ব'লে একটা

জিনিষ আছে, আর সেটা যে রক্ষা করা দরকার তা ভুলে যান। একটু সাবধানতার অভাবেই অনেকের এই অসুখটা হয়।

সরলা— মেয়ে মানুষের পতিপুত্র নিয়েইতো সব। তাদের রক্ষা ক'রে তবে তো নিজে ?

সরোজ— তাদেরও রক্ষা ক'রতে হবে, নিজেকেও বাঁচাতে হবে। নিজে প'ড়লে তাদের দেখবে কে ? এই তো দেখছেন। পুরুষদেরও এ বিষয়ে দোষ আছে। তাঁরা নিজের সময় মত খাওয়াটী পেলেই চাকরীতে গেলেন, মেয়েদের কি ক'রে যে দিন কাটে, সেটা ভাববার ফুরসুৎই পান না।

সরলা— তা হ'লে বড় লোকের বাড়ীর মেয়েদের ও এরোগ হয় কেন ?

সরোজ— উপর্য্যুপরি সন্তানপ্রসব, মানসিক অশান্তিও এর মস্ত কারণ। কচি ছেলেগুলো তো রক্তের অংশ টেনে খায়ই, কতকগুলি ছোট ছেলে মানুষ করাও মস্ত কাজ। গরীবের ঘরে তো কথাই নাই, বড় লোকের ঘরেও বিপদ।

সরলা— তা হ'লে যে জানতাম পূর্ব্ব পুরুষের থাকলেই এ রোগ হয়, সেটা সত্য নয়।

সরোজ— সত্য নিশ্চয়ই। তবে রোগীর সঙ্গে একত্রে থাকলে, এক ঘরে শুলে, এক বাসনে খেলেই এ রোগ হয়। তা সে মাবাপ, ভাই-বোন, স্বামী স্ত্রী, পাড়াপ্রতিবাসী, যেই হোক।

সরলা— কিন্তু এক বাড়ীর সকলকার তো এরোগ হয় না। পুরুষদেরই বা হয় কেন ?

সরোজ— অনিয়ম, অত্যাচার, অভাব, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি দ্বারা যাদের শরীর ভেঙ্গে যায়, তাদেরই এ রোগটা শীঘ্র হয়। কোনও রকমে একটু বিষ ঢুকলেই সর্ব্বনাশ।

রাণীর-মা—আমার মেয়ের শরীরে এ বিষ ঢোকবার কোনও পথই তো দেখছি না।

সরোজ— পথ যথেষ্ট রয়েছে। কলকাতার যে ঘরে ওঁরা ছিলেন, সে ঘরে যে আর একটি রোগী ছিল কে জানে। খবর নিন, ওঁরা কদিন হ'ল ঘর ছেড়েছেন, আজই হয় ত আর কেউ এসে ঢুকেছে। তারও বরাত ভেঙ্গেছে।

সরলা— তা হ'লে তো কলকাতায় বাড়ী ভাড়া করে থাকা বিপদ।

সরোজ— কলকাতার চেয়েও আবার যেখানে মানুষে বাঁচবার জন্য হাওয়া বদলাতে যায়—যেমন মধুপুর, পুরী, রাঁচি—সে সব জায়গায় বিপদ আরও বেশী।

সরলা— সর্ব্বনাশ! এর কি কোনও উপায় নাই?

সরোজ— সহজ উপায় আছে। যে ঘরে রোগী থাকে,সেটাকে কলি ফিরিয়ে তারপর গন্ধক পুড়িয়ে কিম্বা অন্য ঔষধ দিয়ে শুধরে নিলেই হ'ল।

সরলা— এটা কি এমন অসম্ভব কাজ! লোকগুলো যে না জেনে এই রকম ক'রে মরে, তাদের রক্ষা করা দরকার তো।

সরোজ— এটা সকলে বোঝেন না। এই বোঝাটাই প্রথম, আর তার পর আইন দরকার। আচ্ছা, আমি এখন যাই। (প্রস্থান)

(আলতাপরা খালি পায়ে ও লালপাড় সাড়ী পরিয়া প্রভার প্রবেশ)

রা-মা— কেও বউমা! এই তো কেমন মালক্ষ্মীর মত দেখাচ্ছে।

প্রভা— ডাক্তার কি বলে গেলেন? কোনও ভয় নাই তো?

সরলা— ডাক্তার বললেন বিশেষ ভয় নাই! তবে রোগ শক্ত।

রা-মা— তোমরা তা হ'লে কথা বার্ত্তা কও। আমি একবার শান্তকে দেখিগে। (প্রস্থান)

প্রভা— তোমার কাছে দিদি, আমার মুখ দেখাতে লজ্জা করে।

সরলা— তাই বুঝি ঘোমটা দিয়ে এসেছ। কেন এত লজ্জা কিসে হ'ল?

প্রভা— তুমি তোমার মত কথাই বলেছ। এখন আমায় মাপকর। আমি তোমার কাছে বিশেষ অপরাধী।

সরলা— কি এমন অপরাধ করেছ? জুতা পায়ে দিলে যে অপরাধ হয়, তাত জানি না। আমাকেও এক জোড়া দিও, প'রব।

প্রভা— আমি তোমার মত দেবীকেও সন্দেহ করেছি। মাপ কর দিদি, মহাপাপ করেছি নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করেছি।

সরলা— সংসারে থাকতে গেলে, ওরকম একটু আধটু মহাপাপ ক'রতে হয়। আর বৌদিদি মাঝেমাঝে ঝড়তুফানে না প'ড়লে জীবনটা বেশ ফুটে উঠে না—যেন একটানা মেরে যায়।

প্রভা— আর ফুটে উঠে কাজ নাই। যে নাকাল হয়েছি—আক্কেল হ'য়ে গে'ছে। কিনারায় যে ভিড়েছে এই ঢের।

সরলা— আর পাড়ি দেবার ইচ্ছে নাই তা হলে?

প্রভা— পাড়ী এবার দেব তোমার সঙ্গে—দেখি কোথায় জমে।

সরলা— নৃপেনদাকে ছেড়ে নাকি? না ভাই, আমি তোমার মাঝি-গিরি করতে পারব না—শেষে কি ভরা ডুবি ক'রব।

প্রভা— আর তোমায় ছাড়ছি না। তোমার চেলা হবই।

সরলা— তা হ'লে নৃপেনদাকে লোটা কম্বলের যোগাড় ক'রতে বোলো।

সপ্তম দৃশ্য

মাধব চাটুজ্যের দরদালান

মাধব— কি হে প্রেমচাঁদ? সব মতলব একেবারে মাটি হ'য়ে গেল?

প্রেম— সত্যই চাটুজ্যে মশাই। আমার এমন হার কখনও হয় নি। হরির কৃপায়, যেখানে পড়েছি—কুটটাও নিয়ে অন্ততঃ উড়েছি। আজকাল মেয়ে মানুষেরই রাজ্য।

মাধব— আরে সে সব তো এখন ছেড়ে দাও—এখন যে গোড়া ধ'রে টান দিচ্ছে। বিষয়ের আধখানা তো গেছেই, তার পর এই সব অত্যাচার। ভুলু আশ্রম ক'রবেন। ধর্ম্ম আর রইল না। নারায়ণ!

প্রেম— ঘোর কলি! ধর্ম্ম একেবারে বিদায় নিলে! ঐ ন্যায়রত্ন আসছেন ওঁকে ও জিজ্ঞাসা করুন না।

মাধব— ওঁকে আমিই ডাকতে পাঠিয়েছিলাম। ওঁর একটা বিধান নিয়ে দেখাই যাক না—সমাজ বলে এখন ও একটা কথা আছে তো? (ন্যায়রত্নের প্রবেশ) আসুন আসুন। আপনার মতন পণ্ডিত তো আর এ অঞ্চলে নাই। শুনেছেন তো সব ব্যাপারটা। এর একটা উপায় করুন।

ন্যায়— ক'রতেই হবে। আপনি গ্রামের জমিদার—সমাজের মাথা। এ তো আপনারই কর্ত্তব্য। নচেৎ সমাজের অমঙ্গল হ'তে পারে।

মাধব— হ'তে পারে কি ন্যায়রত্ন মশাই? দেখতে পাচ্ছেন না, সমাজে রীতিমত ঘুণ ধরেছে। হিন্দু সমাজের নাম লোপ পেলে ব'লে। এরকম অনাচার আমাদের পল্লীসমাজে সওয়া যায় না।

ন্যায়— সত্যই বলেছেন। এর প্রতিকার নিতান্তই আবশ্যক। নচেৎ সনাতন ধর্ম্মের মর্য্যাদা থাকে না।

মাধব— এর প্রতিকার করতে হ'লে, সেই সামাজিক শাসনেরই আবশ্যক!

প্রেম— নৃপেনটারও কিছু শিক্ষা হওয়া দরকার। সব মেয়ে পুরুষে মিলে একেবারে যেন একাকার। ওসব আশ্রম সমিতি নাম মাত্র। এতকাল ঠাকুর্দ্দাগিরি করছি, এ আর বুঝি না।

(হারাধন, রাধানাথ ও ভুলুর প্রবেশ)

হারা— দিন দাদাঠাকুর। হুকুম দিন, আপনারা মাথার মণি—আপনাদের কথা তো ঠেলতে পারি না। খোকাবাবু তো আশ্রয়

দেছেন—আপনি একবার মুখের হুকুমটা দিন। তাড়িয়ে দিলে বৌটা কোথায় ভেসে যাবে!

ভুলু— জ্যাঠা মশাই—বউটী একেবারে নির্দ্দোষ। আপনি দয়া ক'রে একটু হুকুম দিন।

মাধব— কেন হে বাবু—তোমার এত মাথা ব্যথা কেন? সমাজের ভার আমাদের উপর। ওর ইষ্টানিষ্টের জন্য আমরাই দায়ী।

(হরিহরের প্রবেশ)

তাহ'লে ন্যায়রত্ন মশাই আপনার মত যে হারাধন তার বউকে ঘরে স্থান দেবে না, আর সরলা আর তার মার সমাজের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রইল না।

হরি— ঠিক বিচারই হয়েছে। কিন্তু আপনারা জন কয়েক শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ, ধর্ম্মের মুখোষ মুখে দিয়ে সমাজ শাসন ক'রলে চলছে কই। আমাকে বুঝিয়ে দিন, সরলার অপরাধ কি। আর কি কারণে তার মত বিধবাকে সমাজচ্যুত করছেন?

ন্যায়— সমাজ স্ত্রীলোকের যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করেছে, সে স্থান ত্যাগ ক'রলে সমাজ তা সহ্য ক'রবে না। সাজা তাকে নিতেই হবে?

হরি— এই! এতে আর আপনারা অন্যায় কি দেখলেন? স্ত্রীলোককে কি ভগবান এতই অপদার্থ করে সৃজন করেছেন, যে তাকে একেবারে লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকতে হবে। আপনারাই না বলেন, স্ত্রীলোক মহামায়ার অংশসম্ভূতা ?

মাধব— সে কাল আর নাই। মহামায়া থাকেন তো ঘরেই থাকুন। ঘরের বাইরে তাঁর কোনও আবশ্যক নাই।

হরি— কেন, স্ত্রীলোকের কি হৃদয় নাই? তার হৃদয়ে কি স্নেহ নাই?

ন্যায়— সরলা বিধবা, সন্তানহীনা। তার হৃদয়ে কতটুকু স্নেহ থাকতে পারে জানিনা। তার কর্ত্তব্য, গৃহে থেকে আত্মীয়ের সেবা করা।

হরি— ভুলে যাচ্ছেন ন্যায়রত্ন মশাই—সরলার মত বিধবাদের স্নেহ গৃহের গণ্ডী ছেড়ে বিশ্বের পরপার পর্য্যন্ত গিয়ে পড়ে। সমস্ত দেশই তাদের গৃহ, দেশবাসী মাত্রই তাদের আত্মীয়, পরসেবাই তাদের ধর্ম্ম। তাদের হৃদয়ের বিরাট মাতৃস্নেহ, সৃষ্টি প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য, অবিরত ধারায় প্রবাহিত হয়। আবার সেই মাতৃস্নেহই উদ্বেলিত হ'য়ে আর্ত্তজীবকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সর্ব্বদা চঞ্চল হ'য়ে উঠে। এ আপনারা কোনও রকমেই ধারণা ক'রতে পারবেন না।

প্রেম— তোমার সরলা না হয় সতী সাবিত্রীই হ'লেন—তার জন্য একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করা যাবে। আর ঐ বউটাকেও পূজো ক'রতে হবে নাকি ?

হরি— সে মেয়েটীর ধর্ম্ম ঈশ্বর আশ্চর্য্য রকমে বজায় রেখেছেন। আর আপনারা—তাকে সমাজ বহিভূ'তা ক'রে—অধর্ম্মের পথে ঠেলে দিয়ে—সমাজের গৌরব বাড়াচ্ছেন।

মাধব— কি করি বল হরিহর। আমাদের একটু কঠিন হতেই হ'চ্ছে—শাস্ত্রকে তো আমরা ছাড়িয়ে চলতে পারি না।

হরি— যদি আপনার শাস্ত্রে থাকে যে অসহায়া স্ত্রীলোক ধর্ষিতা হ'লে, তাকে আমাদের রক্ষা করবার ক্ষমতা নাই বলে, বর্জ্জন ক'রতে হবে, তাহলে হোক না সে শাস্ত্র—তার আদেশ মানতে আমি প্রস্তুত নই।

রাধা— মেয়েটাকে বাঁচান দাদাঠাকুর। আপনার পায়ে ধরি। (চাটুজ্যে মশায়ের পা ধরিল)।

মাধব— ছাড়, ছাড়, পা ছাড়। তোদের আস্পর্দ্ধা এতদূর বেড়ে গেছে যে আমাকে ছুঁতে ভরসা করলি। তোদের আর দোষ কি ?

হরি— চাটুজ্যে মশাই, আপনার পা ছুঁলে যদি আপনার জাত যায়—

তাহলে ওরা যায় কোথায় ? হারাধন, রাধানাথ, তোমাদের সকলে ছাড়লেও, আমরা ছাড়ব না।

ভুলু— আমিও না।

হারা— বাবু, বাবু, আমাদের পায়ে রাখবেন বাবু। আমরা বউকে ঘরে রাখিগে তা হ'লে ?

হরি— হাঁ ভাই বউকে ঘরে রাখগে তোমরা। মনে রেখো যদি তোমরা এক হয়ে দাঁড়াও, সবাই তোমাদের ভয় ক'রবে। আরও মনে রেখো—ইজ্জৎ আগে। (রাধানাথ ও হারাধনের প্রস্থান)

মাধব— দুনিয়াটা কালে কালে হ'ল কি ? একেবারে স্বেচ্ছাচার—যা নয় তাই। এ সব ছোট লোক কি আর আমাদের মানবে ?

প্রেম— চাটুজ্যে মশাই, ক্রমে যে গাঁ শুদ্ধই এক ঘরে হ'য়ে যায় দেখছি। তা যায় যাক—আমরা একাই থাকবো। ধর্ম্ম তো আর ছাড়তে পারি না। হরিহে তুমিই ভরসা।

হরি— ন্যায়রত্ন মশাই, চাটুজ্যে মশাই, আপনাদের কাছে আমি হাত জোড় ক'রে বলছি—যদি আপনারা এই সকল বিশ্বাসী বলিষ্ঠ লোকদের এই রকম করে নিজেদের কাছ থেকে তফাৎ করে রাখেন, তা হ'লে আমাদের অস্তিত্ব বেশী দিন থাকবে না। আপনারা সকলেই পণ্ডিত, শাস্ত্রদর্শী। কিন্তু দুঃখের বিষয় চোখ চেয়ে দেখেন না দুনিয়া কোন দিকে যাচ্ছে। জানিনা ভগবান কতদিনে আপনাদের পার্থিব দৃষ্টি খুলবেন !

অষ্টম দৃশ্য

হাঁসপাতাল প্রাঙ্গণ।

নরেশ— ধন্য তোমার শিক্ষা, ধন্য-তোমার চেষ্টা, ধন্য তোমার সেবা ! পরকে আপন ভাবতে, এমন আর কেউ পেরেছে কিনা সন্দেহ।

সরলা— এত ধন্য ধন্য করবার কি আছে? আমি সামান্য বিধবা, আমাকে এত প্রশংসা করবার তো কিছুই নাই।

নরেশ— তোমার প্রশংসা করছি নাতো মা—করছি তোমার কর্ম্মের। তবে কর্ম্মের এই মাত্র আরম্ভ। এখন অক্লান্ত ভাবে তোমাকে আর কিছু দিন এই রকম ক'রে, স্বগ্রামের ও স্বজাতির, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সেবা ক'রতে হবে।

সরলা— বাবা, আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু হ'ল তা করেছি—এখন অবসর নেবার ইচ্ছা হ'চ্ছে।

নরেশ— অবসর নেবে কিমা? এই পঙ্গু স্বার্থপর জাতকে টানতে হ'লে অসীম শক্তির দরকার। সে শক্তি কজনার আছে? ভগবান সে শক্তি তোমায় কিছু কিছু দিয়ে,তাঁর সেবার অধিকার দিয়েছেন।

সরলা— না বাবা, আমি তীর্থে যাব। এই চিরপরিচিত চিরসাধনার গ্রাম ছেড়ে, অজানা দেশে থাকব।

নরেশ— জানি মা, আমি তোমার কষ্ট। কিন্তু কি ক'রবে বল? এই রকম সাধনা ক'রেই এই গলিত সমাজকে কিছু চেতনা দিতে হবে। নিন্দার ভয় ক'রলে তো চলবে না মা। নিন্দা যে আমাদের পরম সম্পদ। যে সাধারণকে ছাড়িয়ে চলবার জন্য কোনও চেষ্টা করে, যে কতকগুলো মরা আচারের বেড়ী চূর্ণ ক'রতে চায়—আমরা তারই নিন্দা করি। সকলের সঙ্গে মিলে মিশে, মাথা নীচু ক'রে—গতানুগতিক জীবনটা নির্ব্বিবাদে কাটিয়ে দিতে না পারলেই নিন্দা হয়। (হরিহরের প্রবেশ)

হরি— এই যে নরেশ বাবু। আপনার খবর ভাল তো?

নরেশ— হাঁ এক রকম। এখন আমাদের মাটা তো ক্ষেপে উঠেছেন। তিনি আর এদেশে থাকবেন না—বৈরাগ্য গ্রহণ ক'রবেন।

হরি— যারা পঙ্গু, বৈরাগ্য সাধন তাদেরই ধর্ম্ম। বৈরাগ্য সাধন তো তোমার মুক্তির পন্থা নয়। সংসারে তরঙ্গের সঙ্গে নেচে নেচে, সত্যকে ধ্রুবতারা জ্ঞান ক'রে, তার দিকে অচপল দৃষ্টি রেখে, শক্তিহীন জীব গুলার মধ্যে শক্তির তড়িৎ ছুটিয়ে দিয়ে, তাদের অনুপ্রাণিত করাই তোমার ব্রত, তোমার ধর্ম্ম, তোমার সাধনা। আর এই গ্রামই তোমার পুণ্যতীর্থ। সে তীর্থ ত্যাগ ক'রে তুমি কোথায় যাবে ভগ্নি ?

সরলা— যেখানে হিংসা দ্বেষ মানুষকে বিকৃত ক'রে দেখায় না—যেখানে মানুষ মানুষের সুনাম নষ্ট ক'রে, তাকে হাত ধ'রে পঙ্কের মধ্যে টেনে এনে পিশাচ সাজিয়ে তোলে না—যেখানে দেবতার স্নিগ্ধ করের আশীর্ব্বাদ পেয়ে জীব কৃতার্থ হয়—সেইখানে।

হরি— সে স্থান তোমার কল্পনায়। বাহ্য জগতে—এমন কি দেবতার দেশেও—তার সন্ধান পাবে না।

সরলা— তবু আমাকে যেতে হবে। আমাকে আপনারা আর আটকাবেন না। যাতে আমার ইহকালে মিথ্যা অপবাদ হ'ল, পরকালে কি হবে জানি না—তাতে আমার কোনও ইষ্ট নাই।

হরি— ব্যক্তিগত ইষ্টানিষ্টের কাছে দশের মঙ্গল বলি দেওয়া যায় না। যে মঙ্গল ব্রত তুমি গ্রহণ ক'রেছ, তার উদ্‌যাপন ক'রতে না পারলে, সমাজের, জাতির, দেশের মহৎ অনিষ্ট হবে। এ মহত্ত্ব সব সময় সব দেশে বড় একটা দেখা যায় না। তার স্ফূর্ত্তি, তার বিকাশ, তার সফলতার উপরেই ভবিষ্যৎ জগতের মুক্তি নির্ভর ক'রছে। তোমার এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর—ক'রে জগৎকে একটা আদর্শে অনুপ্রাণিত কর।

নরেশ— মা, আপনি বড়ই বিচলিত হয়েছেন। সহসা কোন কাজ করা উচিত নয়। একটু ভেবে চিন্তে দেখুন।

সরলা— আমাদের মত অসহায়া বিধবাদের ভেবে চিন্তে দেখবার কি আছে ? আমাদের সঞ্চয়ও নাই, হারাবারও ভয় নাই। দাঁড়াবার স্থান নাই—কক্ষভ্রষ্ট তারার মত, সদা চঞ্চল, উদ্দাম, অশ্রান্ত।

নরেশ— আপনি হঠাৎ এমন আত্মঘাতী হয়ে উঠলেন কেন ? আপনার জন্য বড়ই চিন্তা হ'চ্ছে।

সরলা— এই লক্ষ্যহীন নিরাশ জীবন রক্ষার জন্য কারও কোনও চিন্তার আবশ্যক নাই। আমাদের জীবন অর্থহীন, সৃষ্টির কলঙ্ক, বিধাতার অভিসম্পাত।

হরি— এ জীবন সমাজের অমূল্য সম্পদ। এ জীবনের জীবন্ত মূল মন্ত্র—জীবে প্রেম,স্বার্থত্যাগ, ভক্তি নারায়ণে। এ জীবন থেকে লোকে শিখবে সতীর আদর্শ—এ জীবন থেকে লোকে শিখবে মাতৃত্বের আদর্শ—এ জীবন থেকে লোকে শিখবে শক্তির আদর্শ।

সরলা— আমায় আর একটু ভেবে দেখবার সময় দিন।

হরি— ভগ্নি, মনে রেখো, এ গ্রাম তোমারই হাতে গড়া।

(নরেশ ও হরিহরের প্রস্থান)

সরলা— (স্বগত) সংসারের জীব যে এত নৃশংস তাতো জানতাম না। দেবতা, তোমার অদেশ বুঝি বা আর পালন কর্ত্তে পারি না। দয়া ক'রে ক্ষমা কোরো নাথ !

(রাধীর গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

তোমারই আদরে চির আদরিণী,
আমাকে যেন ভুলো না।
তোমা পানে চেয়ে আছি প্রাণ ধ'রে,
হাতে ধ'রে নিয়ে চল না।

(এই) অভাগীর কত অপরাধ
　　　　হাসি মুখে তুমি সয়েছ।
(আমার) সকল ভাবনা তুমি তো নিয়েছ,
　　　　প্রাণে প্রাণে কথা বুঝেছ।

রাধী— দিদি তোর চোখে জল কেন দিদি ?

সরলা— না রাধী জল নয়। তুই এত দিন কোথায় ছিলি ? আমি যে তোরই ভাবনায় অস্থির হ'য়ে ছিলাম রাধী।

রাধী— কত দেশ ঘুরলাম দিদি—কত ঠাকুর, কত দেবতা দেখলাম।

সরলা— হায়—আমার অদৃষ্টে কি আর দেবতাদর্শন আছে !

———
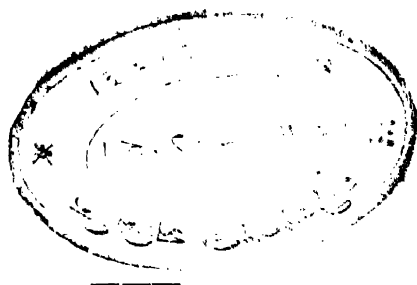
ক্রোড় অঙ্ক

স্থান—হরিদ্বার। বদরিকাশ্রমের পথ। গিরি গহ্বর।

সরলা— বাবা, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত তীর্থই তো দর্শন ক'রলাম। আমি অভাগিনী—আমার সমস্তই বিফল হ'ল।

সন্ন্যাসী—তীর্থদর্শন তো বিফল হয় না মা। হিন্দুর তীর্থ, দেবতার বাসস্থান—প্রকৃতি সুন্দরীর অপূর্ব্ব লীলাক্ষেত্র—আর্য্য কীর্ত্তির অক্ষয় স্মৃতিস্তম্ভ! তীর্থদর্শন ক'রলে ঘোর নাস্তিকেরও মন সেই বিশ্বস্রষ্টার চরণতলে ভক্তিতে আপনি নুয়ে আসে। দেখ মা, ঐ সম্মুখে তোমার বিশাল হিমাদ্রি, অনাদি অনন্ত কাল থেকে চক্ষু মুদে দাঁড়িয়ে, যেন সেই অনাদি নাথেরই ধ্যানে মগ্ন। নমস্কার কর মা, সেই দেবাদিদেব মহাদেবকে, যিনি এখানকার অধিষ্ঠাতা। (উভয়ের নমস্কার) পুরুষোত্তমে বারিধির বিস্তৃতি দেখে মনে হয় না কি মা, যে অনন্তদেব আপনার বিশ্রামের জন্যই অনন্তশয্যা বিস্তৃত ক'রে রেখেছেন। যেখানে যাবে সেই খানেই সেই পরম পিতারই করুণাহস্তের নিদর্শন দেখতে পাবে। কর মা, তাঁকে ভক্তি ভরে নমস্কার কর।

সরলা— বাবা, ভক্তের চক্ষে ভক্তির অশ্রু দেখেছি। কিন্তু অভাগিনীর প্রাণে সেই অনাবিল ভক্তি তো আসে না—যাতে আমি সকল ভুলে সেই বিশ্বপতির পায়ে সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রতে পারি। বাবা, যখন আপনার শ্রীচরণের দর্শন পেয়েছি, এমন শিক্ষা দিন, যাতে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

সন্ন্যাসী—হবে মা,—তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। জ্ঞান তো মা—ত্যাগ ও জীবসেবাই মহাধর্ম্ম—আর সেই মহাধর্ম্ম আচরণের প্রশস্ত ক্ষেত্র—গৃহস্থাশ্রম।

সরলা— জানি বাবা—সে বিশ্বাস তো এখনও হারাই নাই। কিন্তু নিষ্ঠুর মানব বিধবার শেষ সম্বল, সুনামটুকু অবধি অপহরণ করবার চেষ্টা করেছে। বাবা, আমি লোকালয়ের স্বার্থ, হিংসা, অনাচার হ'তে দূরে থাকবো।

সন্ন্যাসী—সন্ন্যাস তো স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নয় মা। আর স্বার্থ, হিংসা, অনাচার—সে তো কালধর্ম্ম—কোথাও তার অভাব দেখবে না। যাও মা, সংসারে ফিরে যাও—ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখো, কোনও ভয় নাই।

সরলা— সংসারে আমার নিজ ব'লতে কিছু নাই বাবা! আমি সন্তান-হীনা বিধবা—পরম দুর্ভাগ্যবতী। আমার সংস্পর্শই জীবের অকল্যাণ।

সন্ন্যাসী—তুমি পরম সৌভাগ্যবতী। জীবের কল্যাণের জন্যই তোমার জন্ম। কথাটা তোমার ভাল লাগছে না বোধ হয় মা? তবে শোন—জল মাত্রই জীবের প্রাণ রক্ষার হেতুভূত! কিন্তু বদ্ধ জলের সার্থকতা কতটুকু? জল যখন বন্ধনমুক্ত হ'য়ে স্রোতস্বতীরূপে দেশ প্লাবিত ক'রে লোকালয়ের মধ্যে ধাবিত হয়—তার সার্থকতা কতটা হয় বল দেখি? সেইরূপ নারী জগজ্জননী—সৃষ্টিরক্ষার হেতুভূতা। রমণী যখন পতিপুত্র নিয়ে নিজ সংসারে বদ্ধ থাকে, তখন তার আংশিক বিকাশ হয় মাত্র। কিন্তু আবার যখন সেই নারীর বন্ধন মুক্ত হ'য়ে—তার সেই স্নেহ, সেই ভক্তি, সেই করুণা জগজ্জীবের উপর

অবাধে প্রবাহিত হয়, তাতে জগতের কতটা কল্যাণ হয় বলতো মা ? সেটা সৌভাগ্য নয় কি ?

সরলা— বাবা, আমি ক্ষুদ্রশক্তি নারী। সেই পরম পুরুষের মাহাত্ম্য কি বুঝব ? (নেপথ্যে স্তোত্র পাঠ)

ত্বমাদি দেবঃ পুরুষঃপুরাণ স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নি বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥

(উভয়ের যোড়হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া নমস্কার)

সন্ন্যাসী—ঐ শোন মা—সন্ন্যাসীমুখ নিঃসৃত ভগবদ্বাণী—আকাশ বাণীর মত কি ব'ললে। যাও, যাওমা, ফিরে যাও—সকল কামনা, সকল ভাবনা সেই পরমপতির চরণে অর্পণ ক'রে, আপন শক্তিমত রোগ শোক তাপ প্রপীড়িত জীবের সেবা করগে।

সরলা— বাবা, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। আশীর্ব্বাদ করুন জগজ্জীবের যেন মঙ্গল হয়।

সন্ন্যাসী— আশীর্ব্বাদ করি, তুমি জীবের অশেষ কল্যাণ সাধন কর।

যবনিকা।

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা শ্রীরাম প্রেস হইতে
শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বাচস্পতি দ্বারা মুদ্রিত ও বারাকপুর হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।